Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবের পথে যাত্রা

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো কিছুকে আলোকমণ্ডিত হয়ে দুনিয়ার বুকে প্রকাশিত হতে হলে তাকে নির্দিষ্ট সময় যাবত অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে থাকতে হয়, এটাই জগতসংসারের সাধারণ নিয়ম, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার মৌলিক একটি মূলনীতি। বটবৃক্ষ তখনই সুবিশাল ছায়াদার আশ্রয়ে পরিণত হতে পারে যখন তার বীজ মৃত্তিকার আঁধারে লুকিয়ে থাকে। অসংখ্য সম্ভাবনাময় মানুষকেও কর্মময় পৃথিবীতে এসে নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের আগে নির্দিষ্ট সময় যাবত মায়ের গর্ভে থাকতে হয়। আলো পেতে হলে অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে প্রস্তুত হতে হয়, ফলদায়ী বৃক্ষকেও মাটির ভেতরের অন্ধকার চিরে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, পরিচিতির আগে নিঃসঙ্গতাকে বরণ করতে হয়, পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে হলে ধৈর্যসহকারে নির্দিষ্ট কাজে স্থবির রাখতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রবের পথে যাত্রা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবের পথে যাত্রা

মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন

রাইয়ান প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৮১০০৪৭৭৬৩

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

১৮৫/- টাকা

ROB ER POTHE JATRA

Published By: Raiyaan Prokashon

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

অবলম্বনকারীর কথা ৭

প্রবেশিকা ১০

প্রথম পদক্ষেপ : তাওবা ও আশা ২২

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : আল্লাহর সুন্নাতের খেয়াল রাখা ২৯

তৃতীয় পদক্ষেপ : তাওয়াক্কুল ৩৩

চতুর্থ পদক্ষেপ : ইখলাস ৩৬

পঞ্চম পদক্ষেপ : তাফাক্কুর ৪০

ষষ্ঠ পদক্ষেপ : আগে পরিশুদ্ধি, তারপর সাজসজ্জা ৪৫

সপ্তম পদক্ষেপ : সময় ব্যবস্থাপনা ৪৯

অষ্টম পদক্ষেপ : পরীক্ষার সময় সবর ৫১

নবম পদক্ষেপ : প্রারম্ভকে দীপ্তিময় করা ৫৭

দশম পদক্ষেপ : নিজের ত্রুটি আবিষ্কার ৬০

একাদশ পদক্ষেপ : আত্ম-সমালোচনা ৬৪

দ্বাদশ পদক্ষেপ : সৎ বন্ধু ৬৮

ত্রয়োদশ পদক্ষেপ : উদাসীনতা ৭১

চতুর্দশ পদক্ষেপ : অপমান, মুখাপেক্ষীতা ও ধোঁকা থেকে মুক্ত হওয়া ৭৬

পঞ্চদশ পদক্ষেপ : কৃতজ্ঞতাবোধ ৭৮

ষষ্ঠদশ পদক্ষেপ : আল্লাহর 'দান করা' ও 'বঞ্চিত করা'র প্রজ্ঞা বোঝা ৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্তদশ পদক্ষেপ : আল্লাহর সাহচর্য উপভোগ ও তাঁর নিকট দুআ ৮৭

অষ্টাদশ পদক্ষেপ : ইবাদাতের মানোন্নয়ন ৮৯

উনবিংশ পদক্ষেপ : দুর্বলতার আহ্বান.....৯৪

বিংশ পদক্ষেপ : ইয়াকীন ও যুহদ ৯৭

একবিংশ পদক্ষেপ : প্রশংসার মোকাবেলা..... ১০১

দ্বাবিংশ পদক্ষেপ : ভুলকারীর সাথে রহমত প্রদর্শন..... ১০৪

ত্রিবিংশ পদক্ষেপ : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন ১০৭

চতুর্বিংশ পদক্ষেপ : সন্তুষ্টি ১১০

পঞ্চবিংশ পদক্ষেপ : বিনয় ১১২

ষষ্ঠবিংশ পদক্ষেপ : আশির্বাদপুষ্ট জীবন.....১১৪

উপসংহার : সমাপ্তি নয়, নিরন্তর পথচলা ১২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশকের কথা

প্রশংসা মাত্রই মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল, চোখের শীতলতা, উম্মতের পথের দিশারী-দরদী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর।

হামদ ও সালাতের পর সমাচার হল, আত্মশুদ্ধি ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আত্মশুদ্ধি মানে চিন্তাকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা, অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় ইলাহকে পরিত্যাগ করা। সকলপ্রকার নেতিবাচক গুণ থেকে পবিত্র করে উত্তম গুণাবলী দিয়ে সাজানো, গোটা মানবসত্তাকে ঐশী মূলনীতির মাধ্যমে পুনর্গঠিত করা।

লেখকের অবলম্বনকৃত এ বইতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কিছু মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির আদ্যোপান্ত পড়েছি, আসলে এটি এক ধরণের প্রস্থান। অন্ধকার থেকে আলোর যাত্রা। এই যাত্রা কেবল আল্লাহর পথে, সত্যের প্রশস্ত রাস্তা হয়ে তাঁর নিকট পৌঁছার অনবদ্য এক সফর।

আল্লাহ প্রেমে মতোয়ারা হয়ে বুঁদ হওয়া, গুণাহের নাপাক শরাব থেকে শরাবান তাহুরা পানে ধন্য হতে চাওয়া প্রতিটি ব্যাকুল-অস্থির মন, পাপী-তাপী মন তাওবা করত সদ্য জন্মানো শিশুর মত মাসুম-নিষ্পাপ হবে কীভাবে? বইটিতে সে বিষয়গুলোই কুরআন হাদিসের আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বইটি পড়ে যদি একজন পাঠকও হেদায়েতের ঊষাসিনিগ্ধ আলোকিত পথের দিশা পায়; তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলা এই বইকে হেদায়েত ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। সবধরণের পাঠকের বোধগম্য করুন। খাইর ও আফিয়াতের সাথে এর বারাকাহ সবার মাঝে ব্যপৃত করুন। আমিন।

প্রকাশক
রাইয়ান প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবলম্বনকারীর কথা

আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল, পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহর ওপর। আত্মশুদ্ধি ইসলামের মৌলিক লক্ষ্যের একটি। আত্মশুদ্ধি মানে চিন্তাকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করা, অন্তরকে সকলপ্রকার নেতিবাচক গুণ থেকে পবিত্র করে উত্তম গুণাবলী দিয়ে সাজানো, গোটা মানবসত্তাকে ঐশী মূলনীতির মাধ্যমে পুনর্গঠিত করা।

আত্মশুদ্ধি বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ ধ্রুপদী সময় থেকেই লেখা হয়ে আসছে। অগণিত আলিম এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। এসকল আলিমদের মাঝে একটি উজ্জ্বল নাম ইবনু আতাঈল্লাহ আল-ইসকান্দারী রাহিমাহুল্লাহ। মিশরে জন্ম এই আলিম ছিলেন সূফিবাদ ও ফিকহ, শরীয়ত ও হাকীকতের বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর হাত থেকে আত্মশুদ্ধি বিষয়ে অসংখ্য লেখা উৎসরিত হয়েছে। তাঁরই মধ্যে একটি রত্ন হচ্ছে 'আল-হিকাম'। আকারে ছোট এ বইটি কিছু প্রজ্ঞাগর্ভ বচনের সমষ্টি।

এমনিতে একে কথামালা বা কথাসাগর মনে হলেও আদতে এতে আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য মূল্যবান কিছু দিকনির্দেশনা আছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে। আল-হিকাম থেকে সেসকল দিকনির্দেশনা নিয়েই ড. জাসের আউদা সাহেব 'আস-সুলূক মাআল্লাহ রিহলাতুন মাআ হিকাম ইবনু আতাঈল্লাহ ইসকান্দারী ফি দ্বুইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াস সুনানিল ইলাহিয়্যাহ' বইটি রচনা করেছেন। বক্ষমান গ্রন্থটি সেই মূল আরবী বইটির কাঠামো অনুসরণ করেই লেখা। কিছু বিষয়ে লেখকের মতের সাথে মতের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে বলে তা বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও আরও বিস্তৃত করে বলা হয়েছে, আবার অনেক স্থানেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজিত হয়েছে। তাই একে সরাসরি অনুবাদ বলা যায় না, আবার পরিপূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র রচনাও বলা যায় না, এ দুইয়ের মাঝামাঝি, অনেকটা অবলম্বন বলা চলে হয়ত-বা। আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার যে, লেখকের একটি বইয়ের বিষয়বস্তু অবলম্বন করা মানে সামগ্রিকভাবে লেখকের যাবতীয় বিষয়বস্তুর সাথে একাত্মতা পোষণ করা নয়। এ কারণে আমরা এর মাধ্যমে মূল লেখককে প্রোমোট করছি-এমনটা যাতে কেউ না ভাবেন।

রবের পথে যাত্রা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোথাও কোথাও বোঝার সুবিধার্থে ও সন্দেহ নিরসনে অল্প কিছু পাদটীকা যোগ করে দিয়েছি, আশা করি এতে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন। পরিশেষে আল্লাহর কাছে কবুলিয়্যাতের এবং অবলম্বনকারী, প্রকাশকসহ এর সাথে জড়িত প্রত্যেকের জন্য যেন তা নাজাতের কারণ হয় সেই দুআ করছি, আমীন।

১ রবের পথে যাত্রা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

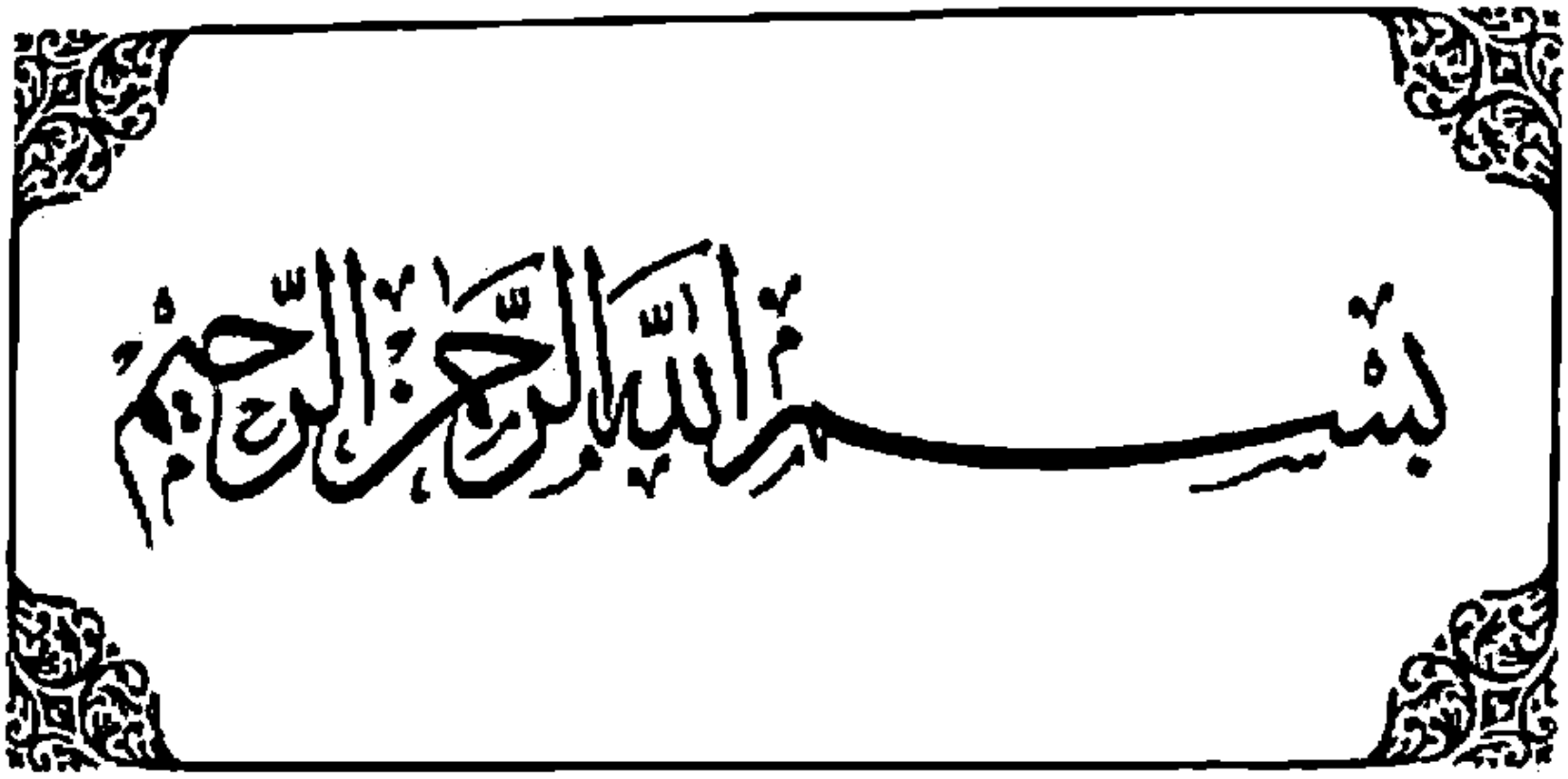

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রবেশিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যা পবিত্র ও বারাকাহসমৃদ্ধ; যেমনটা তিনি ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন; যেমনটা তাঁর মহত্ত্ব ও বিরাট সাম্রাজ্যের দাবীদার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বময় সৌভাগ্যের অধিকারী, সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ওপর এবং তাদের ওপরও যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁর আনীত হেদায়াত অনুসরণ করবে।

প্রারম্ভেই আমরা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও নিআমতের ভাণ্ডার থেকে দয়া ও ঐশ্বর্য কামনা করছি। আল্লাহ যেন আমাদের জন্য তাঁর রহমত, ঔদার্য ও আশির্বাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন–আর তা এজন্য নয় যা আমরা করেছি বা যা আমরা জানি। তিনি জানেন, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপবিত্র বহু উর্ধ্বের সেই সত্তা। আর আমরা এটাও জানি না আগামী দিন আমাদের সাথে কী ঘটতে যাচ্ছে। সকল শক্তি কেবল তাঁরই, আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। তিনি সকল কিছুর ওপর শক্তিমান।

তিনি যেন আমাদের জন্য কল্যাণকে সহজতর করে দেন, তা যেখানেই থাকুক না কেন। আমরা তাঁর নিকটই আমাদের সকল বিষয়াদি সমর্পণ করছি। আমরা কামনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ধোঁকা ও অজ্ঞানতা থেকে রক্ষা করেন। আমাদের পাপগুলোকে ঢেকে রাখেন এবং এমন কথা বলার ও এমন কাজ করার সামর্থ্য দেন যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আমাদের এই যাত্রার মাধ্যমে আমরা যাতে নিজেদেরকে সত্যিকারার্থেই পরিবর্তন করতে সক্ষম হই।

নিজেকে পরিবর্তন করা, কল্যাণের অনুশীলন করা কিংবা মহাসত্যের পথে উন্নতি লাভ করা–এর কোনোটিই আল্লাহর তাওফীক ও করুণা ছাড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ বলছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"[১]

---

[১] সূরা কাসাস, ২৮: ৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে আল্লাহর এই জগত যেমন সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি তাঁর কাজও সুষ্ঠু ও সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি কোনো কাজই এবড়ো-থেবড়োভাবে সম্পাদন করেন না। নিয়ম ও মূলনীতি ব্যতিরেকে ছন্দছাড়া কোনো কর্মই তিনি করেন না। কোনো প্রকার প্রজ্ঞা বা উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। জগত পরিচালনার জন্য তিনি কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহর রীতি। এই সুন্নাত অনুযায়ীই যাবতীয় সকল কিছু সম্পাদিত হচ্ছে।

তিনি কাউকেই বিনাশ্রমে হেদায়াতের পথে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন না। আবার কাউকেই জোর করে পথভ্রষ্ট করেন না। পৃথিবী পরিচালনার মত হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রেও তাঁর নির্দিষ্ট কিছু সুন্নাত বা রীতি আছে।[১] যে হেদায়াতের জন্য উন্মুখ থাকে, নিজের অন্তরকে জেদ, হঠকারিতা, পূর্বপুরুষের অনর্থক রীতিনীতিসহ সমাজ-সভ্যতার নানাবিধ নিয়মশৃঙ্খলের অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে–তার জন্য হেদায়াতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে। তার জন্য সত্য বোঝা সহজ হবে, সত্যের পথে প্রগতি করা আসান হয়ে যাবে। আর যে এসব গুণ অর্জন করতে ব্যর্থ হবে, সে হেদায়াত পাবে না, আর পেলেও হয়ত তা ধরে রাখতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তাঁর সুন্নাত মোতাবেক আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি কখনোই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। আমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি বাড়িয়ে দেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করলে রিযক দেন, বিনয় ও আকুলতার সাথে দুআ করা হলে তিনি সাড়া দেন। আমরা চাইলে তিনি আমাদেরকে দান করেন–এসব কিছুই তাঁর ওয়াদা, তাঁরই প্রতিশ্রুতি। আর তাঁর এই দান কেবল জাগতিক বিষয়বস্তুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, আত্মিক, ইহজাগতিক এবং পরকালীন জগত পর্যন্ত বিস্তৃত। সকল ধরণ ও প্রকারের রিযক এর মাঝে শামিল রয়েছে। আর এ সবকিছুই মূলত তাওয়াক্কুল, দুআ, আল্লাহর প্রতি বিনয় মিশ্রিত প্রত্যাবর্তনের ফল।

আমরা এ বইতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কিছু মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করবো। আসলে এটি এক ধরণের যাত্রা। আল্লাহর পথে যাত্রা। সত্যের প্রশস্ত রাস্তা হয়ে তাঁর নিকট পৌঁছার অনবদ্য ভ্রমণ। যদিও তিনি আমাদের নিকটবর্তী, আর কেনই-বা হবে না? তিনি নিজেই বলেছেন এ কথা,

---

[১] বিস্তারিত জানতে শায়খ ড. আব্দুল করীম যাইদানের 'সুনানুল ইলাহিয়া' গ্রন্থের ৩৫-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

"আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।"[১]

কিন্তু আমরা নিজেদের অযোগ্যতা, পাপাচার ও অন্যায়ের কারণে তাঁকে নিকটবর্তী বলে মনে করতে পারি না। নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির কারণেই আমরা তাঁর নৈকট্যকে অনুভব করতে পারি না। পারি না তাঁকে নিসন্দিগ্ধ বাস্তবতা বলে মনে করতে। এ কারণে আমরাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর থেকে দূরে। আমরাই দূরবর্তী। এ কারণে আমাদের জানা প্রয়োজন নিজেদের দুর্বলতার মূর্তপ্রতীক এই দূরত্বকে কীভাবে ঘুচিয়ে আমরা তাঁর নিকটবর্তী হতে পারি।

এখানে আমরা নানা ধরণের শিষ্টাচার শিখবো। সেই শিষ্টাচার মানুষের সাথে পালন করার জন্য নয়, বরং আল্লাহর সাথে পালনীয় শিষ্টাচার। আমরা জানবো আচার-ব্যবহারের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে। তবে মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের নয়, বরং আল্লাহর সাথে আচার-ব্যবহারের। যেই আচারাদি তাঁর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযোগী হবে। ইসলামে এরূপ জ্ঞানের প্রভূত গুরুত্ব রয়েছে। তবুও অনেক সময় আমরা তা ভুলে যাই, এর প্রকৃত গুরুত্ব দেই না। এ কারণে নিজেদেরকে সর্বদা এর ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

আমরা এখানে ইসলামের বাহ্যিক আচারাদি কিংবা বিধিবিধান নিয়ে আলোচনা করবো না। কোন কাজ হারাম আর কোনটা অপছন্দনীয় আর কোনটা হালাল; কীভাবে শরীয়তের আহকামের ওপর আমল করতে হয়, কখন কোন কাজ করতে হয়, কীভাবে তা যথাযথভাবে পালন করতে হয়–এসব নিয়ে আমরা আলোকপাত করবো না। আমরা এ বইতে দেখবোঃ আল্লাহর সাথে কীভাবে শিষ্টাচারের সাথে আচরণ করতে হয়? কীভাবে তাওবা করতে হয়? কীভাবে আল্লাহর ওপর প্রকৃতার্থেই ভরসা করতে হয়? একনিষ্ঠতার সাথে নিজের সকল বিষয়াদি তাঁর কাছে কীভাবে সঁপে দিতে হয়? কীভাবে তাফাক্কুর করতে হয়? কীভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টচিত্ত হতে হয়? কিভাবে তাঁকে ভয় পেতে হয়? কীভাবে নিজেকে তাঁর নিকট বিনীত করতে হয়? দুর্বল ও পাপাচারী বান্দারা কীভাবে সেই মহান সত্তার নিকটবর্তী হতে পারে? অর্থাৎ,

---

[১] সূরা ক্বফ, ৫০:১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিজেকে কীভাবে সে সামগ্রিকভাবে পরিশুদ্ধ করতে পারে? কেননা, কিয়ামতের দিন অন্তরের পরিশুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবে না।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

"যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না;
কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে সে ব্যতিরেকে।"[১]

কারণ, এই পরিশুদ্ধির ওপরই নির্ভর করছে অনন্তকালের জীবনের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

"যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে
কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"[২]

এই পরিশুদ্ধিকে আরবীতে বলা হয় তাযকিয়া। এর আভিধানিক অর্থ প্রবৃদ্ধি (growth)। প্রবৃদ্ধির উত্তম নিদর্শন গাছ। একটি বীজ উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বড় হতে হতে এক সময় বিরাট বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়। একই ব্যাপার মানুষের তাযকিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের মাঝে পবিত্র ফিতরাতরূপী বীজ সঠিক পরিবেশ পেলে পবিত্রতার এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়। তখনই মানুষ সক্ষম হয় অভ্যন্তরীণ আগাছারূপ কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক বিশ্বাস, যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি, উত্তম আচরণের মাধ্যমে নিজেকে সত্য ও সুন্দরের পথে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এ কারণে তাযকিয়াকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক-আত্মিক-আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি, বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি (intellectual or spiritual development) হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[৩]

---

[১] সূরা শুআরা, ২৬:৮৮-৮৯

[২] সূরা শামস, ৯১:১০

[৩] "মোট কথা, 'তাযকিয়াতুন নাফস' বলতে আকীদা-বিশ্বাস, আমাল-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই পরিশুদ্ধকরণকে বোঝায়। উল্লেখ্য যে, ইসলাম একটি স্বভাবগত ও বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জৈবিক চাহিদাসমূহকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষের মাঝে নানাপ্রকার প্রতিভা ও সম্ভাবনার (potentials) বীজ লুক্কায়িত ও প্রোথিত রয়েছে। তাযকিয়া মানুষের সেসকল প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করার নাম। এ কারণে তাযকিয়াকে 'ঐশী মূলনীতির মাধ্যমে মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ' বলেও অভিহিত করা যেতে পারে।

ইসলামী পরিভাষায় আত্মার পরিশুদ্ধি সংক্রান্ত জ্ঞানকে 'ইলমুত তাযকিয়া' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার একে 'ইলমুত তাসাওউফ', 'ইলমুল খুশু', 'ইলমুস সুলুক'সহ নানা পরিভাষায় আখ্যায়িত করেছেন। প্রশ্ন আসতে পারে, তাযকিয়া নামে পৃথক কোনো জ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োজন কেন পড়লো? আসলে জ্ঞানের যেকোনো শাখাই মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পত্তন করা হয়ে থাকে, এমনকি শরীয়তের ইলমও। যেমন–ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইলমুত তাফসীর, ইলমুল ফিকহ, ইলমুল হাদীছ বা আসমাউর রিজাল নামে জ্ঞানের পৃথক পৃথক কোনো শাখা ছিলো না। উসূল, দাওয়াহ, কালাম এসকল বিষয় নিয়ে জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোনো শাখা বিদ্যমান ছিলো না। পরবর্তীতে সময়ের বিবর্তনে এসকল বিষয়ে আলাদা শাস্ত্র করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো, যাতে মানুষ তা শিখতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শেখাতে সক্ষম হয়।[১]

অস্বীকার করে না এবং এগুলো পূরণের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করতেও বলে না। বরং ইসলামের নির্দেশ হলো–মানুষ তাঁর স্বভাবগত জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণ করবে এবং এ জন্য চেষ্টাও চালাবে। তবে তাকে এ ক্ষেত্রে নাফসের ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে তার চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারাম বাছ-বিচার করতে হবে, অন্যের অধিকার, প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রাখতে হবে। এরূপ কর্ম অনুশীলনের ফলে ক্রমে নাফসের পশুসুলভ ভাব ও চরিত্র (যেমন–লোভ-লালসা, আত্মপ্রীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহঙ্কার, অবাধ যৌনাচার, ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের প্রতি প্রবল মোহ প্রভৃতি) দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, পক্ষান্তরে তার বিবেক-বোধ ও সুকুমার বৃত্তি (যেমন- সততা, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, মহানুভবতা, বিনয় ও নম্রতা প্রভৃতি) জাগ্রত ও সবল হয়। ফলে ক্রমে তার মনুষ্যসুলভ ভাব ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিকশিত হয়। এভাবে মন্দকর্মপ্রবণ নাফস (নাফস আম্মারাহ) পর্যায়ক্রমে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহঙ্কার প্রভৃতি অশিষ্ট প্রবণতা থেকে পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হয় এবং তা ক্রমে সুকর্মপ্রবণ প্রশান্ত নাফসে (নাফসে মুতমায়িন্নাহ) রূপান্তরিত হয়।" ড. আহমদ আলী, তাযকিয়াতুন নাফস, পৃঃ ২৪-২৫

১ "আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের (তাযকিয়ায়ে নফস ও তাহযিবে আখলাক) প্রশস্ত ও শক্তিশালী নীতি, যা পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা ও বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বু ত্রুটি ও শয়তানের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একই কথা ইলমুত তাসাওউফের ক্ষেত্রেও সত্য। আপনি চাইলে একে তাসাওউফ না বলে অন্য কিছু বলতে পারেন। পারিভাষিক দিক থেকে ভিন্ন হলেও এদের অর্থ আসলে একই–মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মার পরিশুদ্ধি বিনির্মাণ, অভ্যন্তরজগতকে আলোকিত করা, নিজের উপলব্ধির জগতকে ন্যায় ও পুণ্য দিয়ে সজ্জিত করা, আচার-আচরণকে উত্তম গুণাগুণ দিয়ে অলঙ্কৃত করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অর্থ ঠিক থাকবে, ততক্ষণ আপনি একে তাসাওউফ, সুলুকসহ যা বলতে চান বলুন, কোনো সমস্যা নেই ইন শা আল্লাহ। কেননা আমাদের কাছে পরিভাষা নয়; বরং পরিভাষার মাঝে সুপ্ত মূল অর্থই বিবেচ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ ও উদ্দিষ্ট ঠিক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিভাষা নিয়ে অধিক মাতামাতি করার কিছু আছে বলে আমরা মনে করি না।[১]

প্রতারণা চিহ্নিতকরণ, চারিত্রিক ব্যাধির প্রতিষেধক, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, গোপন সম্পর্ক অর্জন করার উপায়, পথের ব্যাখ্যা ও বিন্যাস–যার প্রকৃত ভিত্তি তাযকিয়া ও ইহসানের নমুনা ও ধর্মীয় ব্যবহার–প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তী শতাব্দীতে তা পরিভাষা ও প্রচলনে তাসাওউফ নামে খ্যাত হয়েছে। ...ধীরে ধীরে এ বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিষয়টি ইজতিহাদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন এবং দীনের বিরাট খেদমত সমকালীন জিহাদ হিসেবে স্থির করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এর ফলে মৃত হৃদয় জীবিত করেছেন এবং আত্মার ব্যাধি দূর করেছেন।" মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী, তাযকিয়া ও ইহসান, পৃঃ ২৬

১ "তাই উদার চিত্তে আমাদের এর হাকিকত স্বীকার করতে হবে। এসব বিধান ও পরিভাষা, ইচ্ছা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে অবমুক্ত হয়ে চিন্তা করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, আমরা একটি ধর্মীয় হাকিকত বা মূলতত্ত্ব–শরীয়তের স্বীকৃত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন-সুন্নাহ এর প্রতি আহ্বান করছে, মানবিক জীবনধারায় এর অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে–থেকে নিছক একটি নতুন পরিভাষা এবং প্রচলিত নামের দরুন পশ্চাদপসরণ করতে লেগে গেলাম।" মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী, তাযকিয়া ও ইহসান, পৃঃ ১৫

"তাদের মূল দৃষ্টি মূলতত্ত্ব ও অর্থের প্রতি নয় বরং বাহ্যিক শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই তারা এ জাতীয় মন্তব্য করে থাকেন। কারণ, তারা যখন তাসাওউফের ভিত্তি কুরআন-হাদীসে দেখতে চান, তখন তারা 'তাসাওউফ' শব্দ বা 'পীর-মুরীদী' শব্দসমূহ সন্ধান করতে থাকেন। আর কুরআন-হাদীসে এসব শব্দ না পেয়ে তারা তাসাওউফকে বিদআত ও গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো শুধু পারিভাষিক শব্দ। এগুলোর মূলতত্ত্ব ও অর্থ যদি কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান থাকে, তাহলে শুধু এসব শব্দ বিদ্যমান না থাকায় কোন অসুবিধা নেই।" মাওলানা আবদুল মালেক, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, পৃঃ ৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রত্যেক শাস্ত্রের মাঝেই ভুলশুদ্ধের ব্যাপার আছে। তাসাওউফের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো ব্যক্তি থেকে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডের নিদর্শন আছে, তাসাওউফশাস্ত্রেও এর বহু প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং তাসাওউফ বা তাযকিয়া শাস্ত্র মন্দ হয়ে যায় না। ফিকহ, উসূল, দাওয়াহ সকল ক্ষেত্রেই আলিমদের ভুল হতে পারে, কেউ কেউ বিভ্রান্তিও ছড়াতে পারে, আর ভুল হয়েছেও। এর দ্বারা এসকল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লঘু হয়ে যায় না। দোষ ভুলকারীর, মূলশাস্ত্রের নয়।[১]

তাসাওউফশাস্ত্রের কিছু ব্যক্তি তাওয়াক্কুলের ভুল অর্থ বের করেছেন, আল্লাহর প্রতি আশার ভুল মর্ম বুঝেছেন, দুনিয়াকে পুরোপুরি পরিত্যাগের তত্ত্ব বের করেছেন– এগুলো সবই ভুল ও ভ্রান্তি। কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং তাসাওউফশাস্ত্র কলুষিত হয়ে যায়নি, যেতে পারে না। কিছু ব্যক্তির গলদের কারণে গোটা শাস্ত্র–যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– পরিত্যাগ করা নিছক বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাসাওউফ নিয়ে একদলের ভুল বোঝাবুঝির অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় কারণ হচ্ছে তাসাওউফের প্রকৃত স্থান ও অবস্থান বুঝতে ভুল করা এবং শরীয়তের অন্যান্য ইলমের সাথে এর সম্পর্কচ্যুতি। অনেকে তাসাওউফকে ভাবেন হাকীকত, আর এভাবে তারা তাসাওউফকে শরীয়ত থেকে আলাদা কিছু ভেবে বসে থাকেন। মনে হয় যেন কেবল তাসাওউফপন্থীরাই হাকীকত বা মূলমর্মান্বেষী, আর বাকীরা সব শরীয়ত অর্থাৎ, বাহ্যিকতাপন্থী। আসলে এটা ঠিক নয়। তাসাওউফ শরীয়তেরই একটি অংশ,[২] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শরীয়ত সমগ্রভাবে ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেউ কেউ

---

[১] "দীন-দুনিয়ার এমন কোন বিষয় নেই যার মাঝে প্রতারণা, মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি। কেউ মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছে, অনেকে তা মেনেও নিয়েছে। মুশরেকরা ভ্রান্ত উপাস্য পর্যন্ত বানিয়েছে। যিন্দীক-মুলহিদরা জাল হাদীস বানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এক ভ্রান্ত আইন তৈরী করে তাকে শরীয়তের অংশ বানাবার ভ্রান্ত চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেনি। এসব প্রতারণা ও মিথ্যা জালিয়াতির পরও কোন কিছুর মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায়? অবশ্যই নয়। বরং ভ্রান্ত ও ভেজালকেই বাদ দেওয়া হয়, খণ্ডন করা হয়।" মাওলানা আবদুল মালেক, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, পৃঃ ৫৩-৫৪

[২] "তাসাওউফের মূল হলো ইহসান। ইহসানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "(তা হলো) এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, কমপক্ষে এতটুকু অনুভূতি রাখো যে, তিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন।.....অতঃপর বলা যায় যে, তাসাওউফ দীনেরই একটি শাখা,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শরীয়ত ও ফিকহকে সমার্থক বলে ভাবেন। আসলে ফিকহ পারিভাষিকভাবে দীন বা শরীয়তের একটি অংশ মাত্র, একমাত্র অংশ নয়। একইভাবে তাসাওউফ বা তাযকিয়া অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধি–সমগ্র শরীয়তের একটি অংশ, গোটা দীন নয়। আর এ কারণেই তাসাওউফ শরীয়তের অন্যান্য ইলমের সাথে পরস্পর সম্পর্কিত। এভাবে যখন তাসাওউফকে বোঝা হবে তখন অনেক প্রকার ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা[১] এবং প্রকৃত তাসাওউফের সাথে জুড়ে থাকা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

যা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সাহাবীদেরকে শিখিয়েছিলেন।" ইমাম আহমাদ যাররুক, কাওয়াঈদুত তাসাওউফ, পৃঃ ২৬-২৭

[১] প্রশংসাকারী ও সমালোচনাকারীদের দুই প্রান্তিকতার মাঝে তাসাওউফ আটকে রয়েছে। এক্ষেত্রে শায়খ ড. ইউসুফ আল কারযাবীর আলোচনা নিয়ে আসা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেছেন,

"ইনসাফের কথা হচ্ছে, তাসাওউফের মূল ইসলামের মাঝেই রয়েছে, যা অনস্বীকার্য। এর মাঝে ইসলামের উপাদানই রয়েছে যা সুস্পষ্ট। এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখি কুরআনে, সুন্নাহয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সীরাতে, উমার, আলী, আবু দারদা, সালমান ফারসী ও আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মত সাহাবীদের জীবনীতে। যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করবে সে দেখবে তা বারংবার দুনিয়ার জীবন ও নানা উপভোগ সামগ্রীর ফিতনার ব্যাপারে সাবধান করছে এবং নিজেকে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি মনোনিবেশ করার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। জান্নাত, এর নিআমত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীদার লাভের প্রতি উৎসাহিত করছে এবং জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছে। হাদীছে আমরা বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ও আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার বর্ণনা পাই। একইভাবে যুহদ, তাওয়াক্কুল, তাওবা, শোকর, সবর, ইয়াকীন, তাকওয়া, মুরাকাবাহসহ এ ধরণের অনেক কিছুর প্রতি উৎসাহব্যাঞ্জক কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীছ পাই। এগুলোর ব্যাখ্যা, কারণ বর্ণনা, প্রকারভেদ, ফযীলত বর্ণনা সূফী ছাড়া অন্যদের মাঝে তেমন একটা পাওয়া যায় না। উম্মাতের মাঝে তারাই নফসের দোষক্রটি, অন্তরের রোগব্যাধি, শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। কত পাপী তাদের হাতে তাওবা করেছে, কত কাফির তাদের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছে! তবে তাসাওউফ প্রথম যুগের মত অবস্থায় স্থির থাকেনি। প্রথম যুগে তাসাওউফ ছিলো উত্তম চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং ইখলাসের সাথে ইবাদাত শেখার মাধ্যম। ধীরে ধীরে তা পরিণত হলো অন্তর পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মা'রিফাত, কাশফ ও ফয়যে ইলাহী প্রাপ্তির মাধ্যম। এভাবেই তাসাওউফে প্রবেশ করলো নানাবিধ বিকৃতি। এ বিকৃতিগুলো হলো–

ক. ব্যক্তিগত রুচি ও ভাবাবেগ তথা ইলহামকে ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা জানার মানদণ্ড বানিয়ে নেওয়া। কেউ কেউ তো আলিমদের রাসূলের পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনার বিপরীতে এমনও বলেছে যে, 'আমাকে আমার অন্তর তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেছে!"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা তাসাওউফ বা তাযকিয়ার ক্ষেত্রে তাকেই যোগ্য শিক্ষক বলে মনে করি- শরীয়ত ও হাকীকত, ফিকহ ও তাসাওউফ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকেই যার সমান স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিচরণ রয়েছে। যিনি হাকীকত খুঁজতে যেয়ে শরীয়ত থেকে নিজে যেমন বিমুখ হন না এবং অন্যকেও তেমনি বিমুখ করেন না। আবার ফিকহ ও আইনশাস্ত্রীয় জটিলতার মাঝে নিমজ্জিত থেকে যিনি চারিত্রিক পরিশুদ্ধি ও হাকীকত

খ. শরীয়ত ও হাকীকতকে পৃথক করে ফেলা। সূফীদের অভিরঞ্জনের ক্ষেত্রে বলা হত, 'শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সমালোচনার যোগ্য, কিন্তু হাকীকতের দিক থেকে দেখলে তারা মাজুর বা একান্ত নিরুপায়!'

গ. দুনিয়াকে পরিপূর্ণ অবহেলা ও পরিত্যাগ করা, যা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের সামষ্টিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক

ঘ. তাদের মাঝে ও তাদের মাধ্যমে সাধারণের মাঝে জাবরিয়া আকীদা ও নেতিবাচক মনোভাবের প্রসার। তাদের কথাবার্তা থেকে মনে হয় মানুষ স্বাধীন ও ইখতিয়ারসম্পন্ন কোনো সৃষ্টি নয়, বরং সে আল্লাহর তাকদীরের কাছে নিষ্প্রাণ পুতুল সমতুল্য। এ কারণে তারা বলত দুনিয়ার জীবনের বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার মোকাবিলা কিংবা বাতিলের সাথে সংঘর্ষ করে কোনো লাভ নেই, আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই তাঁর বান্দাদেরকে চালাচ্ছেন!

ঙ. শায়খের কাছে মুরীদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিসর্জন। তারা বলত, 'মুরীদ নিজেকে শায়খের কাছে পরিপূর্ণ সঁপে দেবে, যেভাবে মৃত ব্যক্তি গোসল দেওয়া ব্যক্তির হাতে নিজেকে সঁপে দেয়'। তারা এও বলত, যে মুরীদ শায়খের সামনে জিজ্ঞেস করে, 'কেন?' সে কখনোই সফল হতে পারবে না।

সূফীদের ব্যাপারে সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ কথা বলেছেন ইবনু তাইমিয়্যাহ। তিনি বলেছেন, মানুষ তাদের (সূফীদের) ব্যাপারে পরস্পর দ্বৈততায় লিপ্ত রয়েছে। একদল তাসাওউফ ও সূফীদের সমালোচনা করে, তাদেরকে বিদআতী ও সুন্নাহবহির্ভূত বলে মনে করে। এক্ষেত্রে তারা ফিকহ ও কালামবিদদের থেকে উক্তি নকল করে থাকে। আবার আরেকদল সূফীদেরকে আম্বিয়াদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি বলে দাবী করে। সঠিক কথা হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তারা মুজতাহিদদের মত। অন্যরা যেভাবে ইজতিহাদ করেছে তেমনি তারাও করেছে। তাদের মাঝেও একদল আছে যারা তাদের ইজতিহাদের দিক থেকে নৈকট্যবর্তী ও অগ্রবর্তী এবং কেউ কেউ আছে যারা মধ্যপন্থী, তারাই আহলুল ইয়ামিন। প্রত্যেক দলের মাঝেই এমন ব্যক্তি আছে যারা তাদের ইজতিহাদে ভুল করেছেন। তেমনি তাদের মাঝে এমন লোকেরাও আছে যারা পাপী, তাওবা করুক বা না করুক। সূফীদের দিকে সম্বোধিতদের এমন লোকও আছে যারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুমকারী এবং নিজ রবের প্রতি পাপাচারী। (ড. ইউসুফ আল কারযাবী, ফাতাওয়া মুআছিরা, ১/৭৪১-৭৪৩ থেকে সংক্ষেপিত)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্বেষা ও উপলব্ধির দ্বারকেও বন্ধ করে রাখেন না। যিনি সকল কিছুকে পরিমিতির সাথে গ্রহণ করেন এবং একইভাবে অপরকেও শিক্ষা দেন।

আর এ কারণে আমরা আমাদের এই যাত্রায় আমাদের শিক্ষক হিসেবে বেছে নিয়েছি ইমাম ইবনু আতাঈল্লাহ আল-ইসকান্দারীকে। যিনি আধ্যাত্মিকতা, ফিকহ, হাদীছ ও আরবী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলে সুবিদিত। ইবনু আতাঈল্লাহর লিখিত কিতাবাদির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'আল-হিকাম'। 'হিকাম' শব্দটি 'হিকমাহ'-এর বহুবচন। যার অর্থ দাঁড়ায় প্রজ্ঞাপূর্ণ বচনসমূহ। বইটি ২৬৪টি ছোট ছোট প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার সমাহার। ছোট হলেও তা আসলে সত্যের পথিকদের জন্য অনন্য দিকনির্দেশনার মত, যা ধাপে ধাপে পথিককে পথ দেখিয়ে যায়। এ বইটি মূলত সেই বইটি থেকেই অনুপ্রাণিত। আল-হিকামের কিছু বচনকেই আমরা আল্লাহর পথের যাত্রার পাথেয় হিসেবে দেখার ও দেখানোর চেষ্টা করেছি।

এই যাত্রার প্রারম্ভ হয় তাওবা, আল্লাহর প্রতি আশা, ইখলাস-একনিষ্ঠতা, তাওয়াক্কুল-আল্লাহ নির্ভরতা, তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও নিজের দোষত্রুটি অন্বেষণ দিয়ে এবং এর সমাপ্তি ঘটে আল্লাহ সচেতনতা, বিনয়, আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরিতুষ্টি ও সকল কাজে ইহসান বা সর্বাধিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে, যেই ইহসান মুমিনের পরম কাঙ্ক্ষিত, যে ব্যাপারে নবী ﷺ বলেছেন, "তা হলো এমনভাবে ইবাদাত করা যে তুমি আল্লাহকে দেখছ, কমপক্ষে এতটুকু অন্তরে জাগরুক রাখা যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।"[১]

ইমাম ইবনু আতাঈল্লাহ (যার আভিধানিক অর্থ 'আল্লাহর দান বা উপহার') তাঁর নামকে নিজ জীবনের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ইলম ও হিকমাহর ভাণ্ডার থেকে প্রভূত পরিমাণে দান করেছিলেন। এই হিকমাহ নিজে যেমন কল্যাণময়, তেমনি যাকে তা দেওয়া হয় তাকেও তা প্রভূত কল্যাণের পথই দেখায়।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।"[২]

---

[১] বুখারী

[২] সূরা বাকারাহ, ২:২৬৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাসাওউফ শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে অধিক প্রসিদ্ধ হলেও তিনি একইসাথে মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ও ছিলেন। হাদীছ ও ফিকহ্ ছাড়া কারো পক্ষে তাসাওউফ শাস্ত্রে প্রাজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব নয়।[১]

তাসাওউফের পথিকের জন্য কোনো হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল জ্ঞান করার কিংবা ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি নেই। আর হালাল-হারামের জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন ফিকহ্ ও হাদীছের বিশদ জ্ঞান। ইবনু আতাঈল্লাহ্র সমসাময়িকরা তাসাওউফ ও ফিকহ্-ফতোয়া উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পারঙ্গমতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি ৬৪৭ হিজরী/১২৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের আলেকৃজান্দ্রিয়ায় তিনি বেড়ে ওঠেন। সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন ৭০৯ হিজরী/১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে। রেখে যান বহুসংখ্যক ছাত্র ও উপকারী রচনা। আল্লাহ্ তাঁর ওপর রহম করুন ও জান্নাতে উঁচু মাকাম দেন, এই প্রার্থনা থাকলো।

---

[১] ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত আছে, "যে তাসাওউফ চর্চা করলো, কিন্তু ফিকহ্ চর্চা করলো না সে যিন্দীক হয়ে গেলো। যে ফিকহ্ চর্চা করে, কিন্তু তাসাওউফ চর্চা করলো না সে ফাসিক হয়ে গেলো। যে এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করলো সে-ই যথার্থ কাজ করলো।" ইমাম আহমাদ যাররুক, কাওয়াঈদুত তাসাওউফ, পৃঃ ২৫

ইবনু আতাঈল্লাহ্ ইসকান্দারী বলেছেন, "যেই উপকারী ইলম আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে জড়িত, যার মাধ্যমে আল্লাহভীতি প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়, আল্লাহ্প্রদত্ত সীমার মাঝে অবস্থান করা যায় তা হলো– আল্লাহ্র মা'রিফাতের জ্ঞান। তবে যে তাওহীদের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখায়, শরীয়তের বাহ্যিক বিধানের আবশ্যকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় সে নিজেকে যানদাকাহ্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করে।" ইমাম ইবনু আতাঈল্লাহ্ আল-ইসকান্দারী, তাজুল উরুস"

আহমাদ যাররুক বলেছেন, "ফিকহ্ ছাড়া কোনো তাসাওউফ নেই, কেননা ফিকহ্ ছাড়া আল্লাহ্র বিধান জানা সম্ভব নয়। তাসাওউফ ব্যতিরেকে কোনো ফিকহ্ নেই, কেননা তাসাওউফ ছাড়া সঠিক অভিমুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। আর ঈমান ছাড়া ফিকহ্ বা তাসাওউফ কোনোটাই সম্ভব নয়। কেননা ঈমান ছাড়া ফিকহ্ ও তাসাওউফের কোনোটিই যথার্থ নয়। এদের মাঝে যথাযথ সমন্বয় জরুরী, যেভাবে আত্মা ও শরীরের মাঝে যুৎসই অন্বয় দরকারী।" ইমাম আহমাদ যাররুক, কাওয়াঈদুত তাসাওউফ, পৃঃ ২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম পদক্ষেপঃ তাওবা ও আশা

"কোনো ভুল করে বসলে যদি আল্লাহর ব্যাপারে তোমার আশা কমে যেতে দেখো, তবে জানবে যে তুমি আসলে তোমার নিজের কর্মের ওপর নির্ভর করছ আল্লাহর রহমতের ওপর নয়।"

আল্লাহর দিকে আধ্যাত্মিক যাত্রায় প্রথমেই প্রশ্ন আসে–কোথা থেকে শুরু করবো? এই যাত্রায় আমার সঙ্গী কি হবে? আমি কি নিজ ভালো আমলকে স্মরণ করবো এবং তাদেরকেই যাত্রার পাথেয় হিসেবে নেবো? ইবনু আতা বলছেন, না, নিজের সৎকর্মের ওপর নির্ভর কোরো না। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। কেবলমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর করে এবং তাঁর রহমত ও দয়ার আশা করে তোমাকে যাত্রা শুরু করতে হবে।

প্রশ্ন আসতে পারে–ভালো আমলই কি আল্লাহর রহমত পাওয়ার কারণ নয়? ভালো আমল না করা হলে কি আল্লাহর রহমত বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায় না? আল্লাহ বলছেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ

> "যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোনো কিছুকেই ছাড়তেন না।"[১]

মানুষের মধ্যে প্রত্যাবর্তন তথা ফিরে আসার যে প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই লুকিয়ে রয়েছে তা তখনই কার্যকর হয়, যখন তার কাছে বর্তমান জীবনের গতিবিধির চূড়ান্ত পরিণতির হাস্যকরতা এবং নিষ্ফলতা তার নিজের কাছে ধরা পড়ে। নিজের বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্টি, গুনাহের প্রতি তীব্র আফসোস ও অনুতাপ এবং নিজেকে শুধরে নেওয়ার প্রবল প্রতিজ্ঞাই মূলত তাওবার মূল মর্ম। অন্তরের আন্তরিক এই উপলব্ধিই মূলত তাওবা। নিজের ভুলত্রুটির 'গোমর ফাঁস' হয়ে যাওয়ার এই অবস্থাই মূলত তাওবার দিকে ধাবিত করে।

---

[১] সূরা নাহল : ৬১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মূল ব্যাপার আল্লাহর রহমতের 'যোগ্য' হওয়া কিংবা আল্লাহর রহমত 'প্রাপ্ত' হওয়া নয়। মূল বিষয় হচ্ছে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আল্লাহর রহমত ও ঐশ্বর্যের ওপর নির্ভর করতে পারা। সঠিক পথের দিকে এটাই যথার্থ প্রারম্ভ।

তবে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করতে হলে অবশ্যই নিজ ভুলত্রুটির জন্য তাওবা করতে হবে। আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাত মোতাবেক কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হলে তার জন্য স্থান বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। ঈমানও এই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নয়। অন্তরকে ঈমান, নূর ও আল্লাহর স্মরণ দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হলে আমাদের অন্তরকে অবশ্যই এমন অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে যা অন্য কোনো বিষয় কিংবা বাসনা দ্বারা পূর্ণ হবে না। তখনই আমরা আমাদের অন্তরকে সুকৃতি দ্বারা সজ্জিত করতে পারবো। সূফীদের পরিভাষায় একে বলা হয় 'তাখাল্লি ছুম্মাত তাহাল্লি ছুম্মাত তাজাল্লি' অর্থাৎ, প্রথমে অন্তরকে সকল দুষ্কৃতি, কামনা-বাসনার ইচ্ছা থেকে মুক্ত করতে হবে; এরপর নিরন্তর উত্তম আমল করে একে সজ্জিত করতে হবে এবং এরপরেই আত্মিক-আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ইবনু আতার মতে তাওবার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর আশাও করতে হবে। কিন্তু তাওবার সাথে আশার কি সম্পর্ক? কেনই-বা তা জরুরী? আল্লাহর পথে যাত্রার সাথে তা কতটুকু সম্পর্কিত? ইবনু আতা বলছেন,

"কোনো ভুল করে বসলে যদি আল্লাহর ব্যাপারে তোমার আশা কমে যেতে দেখো, তবে জানবে যে তুমি আসলে তোমার নিজের কর্মের ওপর নির্ভর করছ আল্লাহর রহমতের ওপর নয়।" আল্লাহর দয়ার প্রত্যাশা করা ও তাঁর ওপর ভরসা করার অর্থ হচ্ছে আপনি নিজ চেষ্টা ও আমলের মাধ্যমে পুণ্য হাসিল করতে পারেন না। আল্লাহর চাইতে নিজ আমলের ওপর ভরসা করার একটি নিদর্শন হচ্ছে গুনাহ বা ভুল করে বসলে অন্তর হতাশ হয়ে যায়, আল্লাহর রহমতের ওপর আশা হ্রাস পায়, কেননা,ম আল্লাহর দয়ার ওপর নির্ভর করার অর্থ হচ্ছে সবসময় আল্লাহর দয়ার প্রত্যাশা করা, ভালো ও খারাপ অবস্থায়, সুখে ও দুঃখে, গুনাহ হয়ে গেলে এবং গুনাহ না হলেও, সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রত্যাশার স্তর একই থাকা।

আলিমগণ যথার্থ তাওবার জন্য চারটি শর্ত বাতলেছেন,

- এক. নিজের ভুলের ব্যাপারে আফসোস ও অনুতপ্ত বোধ করা
- দুই. যদি তা চলমান কোনো গুনাহ হয়ে থাকে তবে তা থেকে বিরত থাকা
- তিন. ভবিষ্যতে সেই গুনাহ পুনরাবৃত্তি না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- চার. যদি সেই গুনাহর সম্পর্ক মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের সাথে হয়ে থাকে তবে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

যথার্থ তাওবার জন্য এই চারটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
প্রথম শর্ত হচ্ছে, অনুতপ্ত হওয়া। নবী ﷺ বলেছেন

الندم توبة

"অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা।"[১]

দ্বিতীয় শর্ত, গুনাহ থেকে বিরত হওয়া। গুনাহের পুনরাবৃত্তি করতেই থাকা সাথে সাথে তাওবার দাবী করা নিফাক, এমনটা করা বৈধ নয়।

তৃতীয় শর্ত, গুনাহ পুনরায় না করার দৃঢ় ইচ্ছা রাখা। এমনটা সম্ভব নয় যে, কেউ গুনাহের ব্যাপারে অনুতপ্ত হবে, তারপর তা থেকে বিরত থাকবে এবং সাথে সাথে গুনাহ পুনরায় করার ইচ্ছাও পুষে রাখবে। এটা অযৌক্তিক। আর এমনটা যদি হয়েই যায় তবে সমাধান হচ্ছে পুনরায় তাওবা করে নেওয়া। তাওবা নবায়ন করে নেওয়া। এই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তন করা। আবার অনুতপ্ত হওয়া, আবারও এই শপথ করা যে পুনরায় এই গুনাহ করবো না। আল্লাহ অবশ্যই সর্বাধিক ক্ষমাশীল। আল্লাহ বারংবার নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা গ্রহণ করেন। বরং তিনি বান্দার তাওবায় সন্তুষ্ট হন, যেমনটা নবী ﷺ বলেছেন।

চতুর্থ শর্ত, আলিমগণ বলেছেন যদি কারো গুনাহ বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তবে তাকে অবশ্যই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেমন–যদি কেউ কারো মালিকানার জিনিস অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয় তবে তাকে সেই জিনিস অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। কারো ওপর অবিচার করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আলিমরা এও বলেছেন যে, যদি কেউ মানুষের ব্যাপারে ভালো-মন্দ বলে তাকেও মাফ চেয়ে নিতে হবে, যদি সত্যিকারার্থে তাওবা করতে হয় তো।

ইবনু আতা ধরে নিচ্ছেন এই শর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে, এরপর তিনি আল্লাহর ওপর আশা রাখতে বলেছেন, তবে এটা তাওবার শর্ত নয়, আল্লাহর সাথে আদব। কেননা, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করা নেককারদের বৈশিষ্ট্য।

---

[১] ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়।"[১]

কখনো কখনো হতাশা চলে আসতে পারে এই ভেবে যে, আমি তো এত গুনাহ করেছি আল্লাহ কি মাফ করবেন? তিনি কীভাবে আমার তাওবা কবুল করতে পারেন? এরকমটা ভাবাটাই ভুল। আমরা আল্লাহকে পরম করুণাময় বলে বিশ্বাস করি, তারপরেও তিনি আমার গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন না বা করবেন না—এমন বিশ্বাস করাটাই ভুল।

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.

"তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে নিরাশ হয়?"[২]

আর যে আল্লাহর ওপর থেকে আশা-প্রত্যাশা হারিয়ে ফেলে সে আসলে আল্লাহর ওপর নয়, নিজের দুর্বল সত্তা, সীমাবদ্ধ মন ও ক্ষীণ আমলের ওপর নির্ভর করছে। তার মানে এই নয় যে, ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দেবে। বরং এর মানে হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা থাকবে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজ কর্ম করে যাবে।

মানুষের গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন সর্বদা আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা চাই। কেউ যদি একনিষ্ঠতার সাথে তাওবা করে তবে প্রবল আশা এই যে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেবেন। নবী ﷺ বলেছেন,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"গুনাহ থেকে তাওবা করা ব্যক্তি এমন যেন সে কোনো গুনাহই করেনি।"[৩]

তিনি আরও বলেছেন,

---

[১] সূরা বাকারাহ :২১৮
[২] সূরা হিজর:৫৬
[৩] ইবনু মাজাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদমসন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে মানবসকল! যদি তোমরা আমার কাছে পৃথিবী সমপরিমাণ গুনাহ নিয়েও আসো তবুও আমি তোমাদের ক্ষমা করবো, কোনো কিছুর পরোয়া করবো না।"[১]

এ কারণে গুনাহ যত গুরুতরই হোক না কেন তা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করতে না পারে; বরং উচিত আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করা ও তাঁর রহমতের ওপর ভরসা করা। নবী ﷺ আরও বলেছেন,

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ فَلْيَظُنَّ بِيْ مَا شَاءَ.

"আল্লাহ্ বলেছেন, বান্দা আমাকে যেমনটা মনে করে আমি তার কাছে তেমনই, সে যেমনটা চায় আমার ব্যাপারে ভাবতে পারে (অর্থাৎ, সে চাইলে আমাকে দূরবর্তীও মনে করতে পারে আবার নিকটবর্তীও মনে করতে পারে।"[২]

বান্দার উচিত না যে সে আল্লাহর চাইতে নিজের আমলের ওপর অধিক নির্ভর করবে। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوْا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ.

"তোমাদের কেউই কেবলমাত্র নিজের আমল দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনিও না?" তিনি উত্তরে বললেন, "না, আমিও না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতে আচ্ছাদিত করে নিচ্ছেন।"

এই হাদীছের মর্ম হলো আমরা নিজেদের আমল করে যাবো তবে ভরসা আমলের ওপর নয় বরং আল্লাহর ওপর করবো। ইবনু আতা এমনটাই বলতে চাচ্ছেন।

---

[১] (তিরমিযী)

[২] বুখারী ও মুসলিম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে আল্লাহর ওপর ভরসা করা যেন আবার নিজেকে নিরাপদ ভাবতে প্ররোচিত না করে। নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্ত মনে করা কখনোই কাম্য নয়।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً

"তারা বলে, আগুন আমাদেরকে কখনোই স্পর্শ করবে না; অল্প কয়েকটা দিন বাদে।"[১]

এই আয়াত পূর্ববর্তী জাতিদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তারা নিজেদেরকে স্রষ্টার নির্বাচিত বিশেষ বান্দা বলে ভাবত। তারা দুনিয়াতে যা খুশি তা-ই করুক না কেন এতে তাদের বিশেষত্বে কোনো প্রভাব পড়তে পারে না, এমনটাই ছিলো তাদের বিশ্বাস। আজকাল কিছু মুসলিমও এমন বিশ্বাস করে যে, তারা যা খুশি করুক না কেন তা তাদের কোনো সমস্যা নেই, কেননা তারা তো মুসলিম, একদিন না একদিন জান্নাতে তো তারা যাবেই!

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

"বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।"[২]

আল্লাহর প্রতি আশা যাতে কখনোই এই নিশ্চয়তায় ভোগাতে না পারে যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের ওপর দয়া করবেন, আমরা যা খুশি তা-ই করি না কেন। জান্নাতে ঢোকার আগ পর্যন্ত মুমিন নিশ্চিত হতে পারে না। আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমার এক পা জান্নাতে আর আরেক পা জান্নাতের বাহিরে থাকলেও আমি আল্লাহর (শাস্তির আশঙ্কা) থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করি না।"

আশা ও ভয়ের মাঝে পরিমিতিবোধ থাকা প্রয়োজন। আসলে পরিমিতিবোধ এমন এক চিরন্তন মূলনীতি প্রত্যেকটি বিষয়েই যার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। গোটা ইসলামই সুষমতা ও পরিমিতিবোধের অনন্য নিদর্শন। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, আইন, নৈতিক নিয়মনীতি ও বিধিবিধান আমাদেরকে এই পরিমিতিবোধ ও ভারসাম্যই শিক্ষা দেয়। তাওবার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত জরুরী, যাতে

---

[১] সূরা বাকারাহ :৮০

[২] সূরা আ'রাফ :৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর দয়ার ওপর ভরসাই নয় সাথে সাথে আল্লাহর শাস্তির ভয়কেও মাথায় রাখি।

কারো কারো মাঝে নৈরাশ্যের প্রাবল্য দেখা যায়। তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে তো চায় কিন্তু ভাবে আল্লাহ বোধহয় তাদেরকে কখনোই মাফ করবেন না। অতএব তারা নিজেদের অবস্থাতেই গুমরে পড়ে থাকে। আল্লাহ বলছেন,

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا
بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْءَايَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.

"তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।"[১]

এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর দয়ার প্রতি আশা রাখা, তাঁর শাস্তিকে ভয় করা এবং নিজের অন্তরকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো। এটাই আল্লাহর দিকে যাত্রার প্রথম ঘাঁটি।

[১] সূরা আনআম :৫৪-৫৫

রবের পথে যাত্রা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ আল্লাহর সুন্নাতের খেয়াল রাখা

"একজন মানুষ, তার ইচ্ছাশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে কখনোই ভাগ্যের দেয়াল ভেদ করতে পারবে না।"

নিজেদের অজস্র গুনাহ সত্ত্বেও আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে এই যাত্রা শুরু করেছি। আমরা যেন কখনোই নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে আল্লাহর দয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা একনিষ্ঠ তাওবা করবে আল্লাহ ততক্ষণ তাকে মাফ করবেন।

যাত্রার প্রথমদিকে আমাদের মনোবল দৃঢ় থাকে, উদ্যম থাকে পরিপূর্ণ। সে চেষ্টা করে নিজেকে, নিজের পরিবার ও সমাজকে, রাষ্ট্রকে এমনকি গোটা বিশ্বকে রাতারাতি পরিবর্তন করে ফেলতে। ইবনু আতা বলছেন, "একজন মানুষ, তার ইচ্ছাশক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সে কখনোই ভাগ্যের দেয়াল ভেদ করতে পারবে না।" অর্থাৎ, মানুষ কখনোই আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারবে না, তাকে ডিঙ্গিয়ে কোনো কাজ করতে পারবে না। আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য বা তাকদীরের মধ্যে তাঁর সুন্নাতসমূহও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেই বলেছেন,

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا.

"তুমি আল্লাহর সুন্নাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না। তুমি আল্লাহর সুন্নাতের কোনো ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।"[১]

গোটা মহাবিশ্বই এভাবে সৃষ্টি হয়েছে,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

"নিশ্চয়ই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।"[২]

---

[১] সূরা ফাতির :৪৩

[২] সূরা ক্বমার :৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর সুন্নাতের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, পৃথিবীতে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত নির্দিষ্ট ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে। কোনো মানুষই, হোক মুসলিম বা অমুসলিম, ভাগ্যের দেয়াল ভেঙে করে সঠিক উপায়, পন্থা, পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে সক্ষম নয়। যেমন আল্লাহ বলছেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?"[১]

এটা বিপদ ও পরীক্ষার সুন্নাত। যদি কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী করে তবে আল্লাহ তাকে দুনিয়ার কিছু বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন। ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি যতই মজবুত হোক না কেন সে এই সুন্নাতরূপী বিপদাপদকে প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। এটাই আল্লাহর অমোঘ বিধান।

পরিবর্তন ও বিবর্তনের নিয়মটিও আল্লাহর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে যেকোনো পরিবর্তনের জন্য যথাযথ সময় প্রয়োজন। আল্লাহ সময়কে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি মানুষই নিজ নিজ জ্ঞানের স্তর থেকে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। প্রত্যেকটি সৃষ্টিই সময় দ্বারা আবদ্ধ। সময় মানুষের জন্য এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা। আল্লাহ নিজে সময়ের গণ্ডিমুক্ত, তবে তিনি সময় সৃষ্টি করেছেন এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট ফলাফল হাসিল করতে হলে এর জন্য যথাযথ সময় অবশ্যই দিতে হবে।

আমরা এক মুহূর্তেই নিজেদের কিংবা বিশ্বকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারি না। আপনি হয়ত দ্রুত কুরআন মুখস্ত করে নিতে পারেন, হয়ত এক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যেই, কিন্তু আশঙ্কা আছে এই কুরআন খুব দ্রুতই আপনার অন্তর থেকে বিদায় নেবে, কেননা এর স্থায়ীত্বের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা আপনি দেননি, আগে আগেই তা অর্জন করার চেষ্টা করেছেন। যারা হটহাট করে পরিবর্তন হতে বা করতে চায় তারা অধিকাংশ সময়ই তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বেই কার্য সম্পাদন করতে চায় তার শাস্তিস্বরূপ তাকে সেই ফলাফল হাসিল থেকে বঞ্চিত করা হয়।" অর্থাৎ, বৃহত্তর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সময়ের মত গুরুত্বপূর্ণ শর্তকে মাথায় না রেখেই কাজ করতে

---

[১] সূরা আনকাবুত :২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যায়, সে পরিবর্তন তো করতে পারেই না বরং আগের সবই হারাবে। এ কারণে আমাদের করণীয় হচ্ছে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাতের প্রতিও সজাগ খেয়াল রাখা।

ভাগ্যের দেয়ালের মধ্যে সেই জিনিসও অন্তর্ভুক্ত যাকে আলিমরা 'ওয়াক্তিবুল ওয়াক্ত' বা 'সময়ের আবশ্যকীয় দাবিত্ব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, প্রত্যেকটি স্তরেই মানুষকে বিভিন্নপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। জীবনের এক পর্যায়ে বিবাহ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করতে হয়। এর জন্য যথেষ্ট সময় ও চেষ্টা-তদবীরের দরকার হয়। অন্য সময় বাচ্চাকাচ্চা ও বয়োবৃদ্ধদের যত্ন নিতে হয়, তাদের দেখভাল করতে হয়। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে আপনার সন্তানরা হয়ত স্বাধীন হয়ে গেলো, আপনারও হয়ত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থার চাইতে আরেকটু ভালো অবস্থানে যেতে হলে বা বড় কোনো উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। জীবনের একটি পর্যায়ে হয়ত আপনাকে জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে, আবার কখনো কখনো শারিরীক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ বিরতিও নিতে হতে পারে। এর কোনোক্ষেত্রেই মানুষ ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারে না। অসুস্থতার সময় আপনি তাগড়া জোয়ানের মত আচরণ করতে পারেন না। সত্তর বছরের বুড়ো হয়ে আপনি চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের মত আচরণ প্রদর্শন করতে পারেন না।

আল্লাহর পথে যাত্রার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আল্লাহ আপনাকে যা দেন বা আপনার থেকে যা কেড়ে নেন মনে রাখবেন এর পেছনে আল্লাহর কোনো না কোনো প্রজ্ঞা লুক্কায়িত আছে। এ কারণে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাত ও তাকদীরের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হচ্ছে যে, যেকোনো কাজ সম্পন্ন করার পর আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে, ইবাদাত ও তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার মাধ্যমে। নবী ﷺ কেও কুরআনে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

"অতএব যখনই অবকাশ পাবে, তখনই (আল্লাহর পথে) পরিশ্রম করবে এবং নিজের প্রভুর প্রতি মনোযোগী হবে।"[১]

---

[১] সূরা ইনশিরাহ :৭-৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের সময়ও আমাদের স্তরে স্তরে আগাতে হবে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ مَتِيْنٌ. فَأَوْغِلُوْا فِيْهِ بِرِفْقٍ.

"নিশ্চয়ই এই দীন (ধর্ম) দৃঢ়-কঠিন, তাই নম্রতার সাথে এতে প্রবেশ করো।"[১]

অর্থাৎ, দীনের কাজগুলো হতে হবে ব্যক্তির সামর্থ্যের মধ্যে এবং তা ধীরস্থিরতার সাথে স্তরে স্তরে ও যথাযথ চর্চার মাধ্যমে নিজের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে। কেউই একদিনে দীনের সকল বিধান জেনে নিতে পারে না। রাতারাতি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হতে পারে না। একদিনেই সত্যের নিগূঢ় বুঝ ও প্রজ্ঞা হাসিল করতে পারে না। এসবগুলোই অত্যন্ত ভারী ও কঠিন কাজ। এর জন্য যথাযথ সময় এবং তা হাসিল করার জন্য সঠিক উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা একান্ত জরুরী।

ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন,

"এর অর্থ হলো নিজের ওপর দীনের এমন কোনো বিধান চাপিয়ে নেওয়া যাবে না যা স্বভাবপরিপন্থী। একবারে শীর্ষে পৌঁছার চেষ্টা না করে ধারাবাহিকতা ও নম্রতার সাথে পরিবর্তনের চেষ্টা চালাতে হবে। এমনটা করা হলে মানুষের স্বভাব তাকে অস্বীকার করবে, স্বভাব এমনটা অপছন্দ করে। মন্দ স্বভাব দূর করার পদ্ধতি হলো ধীরে ধীরে তা দূর করতে হবে, যাতে অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাওয়া মন্দ স্বভাবের শিকড়সহ কর্তিত হয়ে যায়। যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার খেয়াল না করে একবারে সব হাসিলের চেষ্টা করবে সে এক কষ্টদায়ক অবস্থায় পতিত হবে, তার প্রত্যাশার বিপরীত সব কিছু হতে থাকবে। একসময় যা পছন্দনীয় ছিলো তা অতীব অপছন্দনীয় হয়ে যাবে, যা একসময় অপছন্দনীয় ছিলো সেই কাজ করতে অন্তর কোনোপ্রকার দ্বিধাবোধ করবে না।"

---

[১] বায়হাকী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তৃতীয় পদক্ষেপঃ তাওয়াক্কুল

"নিজেই নিজের জন্য ব্যবস্থা (তাদবীর) করার মত গুরুতর কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। তোমার বিষয়াদি তো আরেকজন দেখভাল করছেনই, সেই কাজের ভার নিজের ওপর নিতে যেও না।"

আল্লাহর ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা, যা কুরআনে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে, তবে সূফীদের কারো কারো মধ্যে এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা পাওয়া যায়, যা তাদেরকে আল্লাহর সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে, তাদের দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনকে প্রভাবিত করে এমনকি তা দুনিয়া ও আখিরাতকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর্যায়েও পতিত হয়। আর এটা তখন হয় যখন কেউ ভাবে তাওয়াক্কুল মানে হচ্ছে দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, সন্ন্যাসধারণ করা- তখন তাওয়াক্কুলের (توكل) নামে তাওয়া-ক্কুলের (توا كل) চর্চা করা হয়, ফলে দুনিয়াকে পরিপূর্ণরূপে ত্যাগ করে দীনহীন, নিকৃষ্ট ও নিম্নতর যোগ্যতাসম্পন্নদের হাতে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে দীন ইসলামের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য (আত্মশুদ্ধি) বাস্তবায়ন করতে যেয়ে আরেকটি মৌলিক উদ্দেশ্যকে (জগতের সংস্কার) ত্যাগ করা হয়, ফলে মানুষ ইসলামকে দুনিয়াবিমুখ ও ইহজাগতিক বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন ধর্ম বলে ভাবতে থাকে, আদতে যা নয়।

তাহলে সঠিক তাওয়াক্কুল কীভাবে চর্চা করতে পারি? ইবনু আতা এ বিষয়ে বলেছেন, "নিজেই নিজের জন্য ব্যবস্থা (তাদবীর) করার মত গুরুতর কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। তোমার বিষয়াদি তো আরেকজন-অর্থাৎ, আল্লাহ-দেখভাল করছেনই, সেই কাজের ভার নিজের ওপর নিতে যেও না।"

তাদবীর মূলত কাজের ফলাফলের সাথে জড়িত। ইবনু আতার মতে কাজের ফলাফলের দিক থেকেই তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহ বলছেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।"[১]

---

[১] সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপযুক্ত মাধ্যম সহকারে কাজের সংকল্প করা প্রত্যাশিত তবে মানুষের ক্ষমতা নেই এই কাজের ফলাফল বাস্তবায়ন করার। মুমিন সর্বাত্মক চেষ্টা করবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনের, তবে চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ন্ত্রণের কোনো, ক্ষমতাই মানুষের নেই। আর এখানেই তাওয়াক্কুলের প্রসঙ্গ চলে আসে। কেননা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ সেই মহাবিশ্বের হাতে। তিনিই নিজ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান মোতাবেক যাবতীয় সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন।

وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

"কে সব বিষয় পরিচালনা করেন?"[১]

মুমিন এই অমোঘ বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই সে আল্লাহর সুন্নাত মাফিক সকল প্রকার ব্যবস্থা-উপায়-উপকরণ গ্রহণ তো করে, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে। অকারণে উদ্বিগ্ন হয় না। ইবনু আতার কথার মর্মও এটাই যে, মানুষ কাজ করতে পারলেও চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনার নাটাই আল্লাহরই হাতে, তাই মানুষ নিজের ব্যবস্থা নিজেই নিতে পারে না। কারণ, এই কর্তৃত্ব তো আল্লাহ নিয়েই নিয়েছেন। এখন মুমিনের কর্তব্য নিজের করণীয় সঠিকভাবে সম্পন্ন করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। নবী ﷺ তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন,

> "যদি তোমরা সত্যিই তাওয়াক্কুল করতে তবে আল্লাহ তোমাদেরকে রিযক দান করতেন যেভাবে তিনি পাখিদেরকে রিযক দিয়ে থাকেন, পাখি সকালে খালি পেটে বের হয়ে ফিরে আসে ভরা পেট নিয়ে।"[২]

কিন্তু কেউ কেউ দীনের এই সরল শিক্ষার অনুসরণ করে না। তারা ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেয়, অন্যের কাছে চেয়েচিন্তে দিনগুজার করে। তাদের যুক্তি, 'তাদবীর আমাদের কাজ নয়'। এরূপ পরিস্থিতি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সময় তৈরী হয়নি। বর্ণনায় এসেছে এক লোক মসজিদে বসে ইবাদাত করত। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন তার রিযকের ব্যবস্থা হয় কীভাবে? বলা হলো তার ভাই তার জন্য উপার্জন করে। নবী ﷺ বললেন, "তার ভাই তার থেকে উত্তম!" একই রকমভাবে উমার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

---

[১] সূরা ইউনুস, ১০:৩১
[২] তিরমিযী : ২৩৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আছে যে, আল্লাহর ওপর ভরসা করার দাবীকারী কিছু লোককে দেখে তিনি সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, "আকাশ সোনা-রূপা বর্ষণ করে না।"

প্রয়োজনীয় সকল মাধ্যম অবলম্বনের পরেও যদি সাফল্য না আসে তবে তাওয়াক্কুল প্রত্যাশিত। আল্লাহ মানুষের কাঙ্খিত ফলাফল প্রতিরোধ করেন বা উপকরণ কেড়ে নেন যাতে লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে আসে, তাঁর ওপর ভরসা করে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটি উপহার, যদি সত্যিই আমরা বুঝতে পারি তো।

এ কারণে পরিকল্পনা, সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজার বিশ্লেষণসহ সাফল্যের জন্য কোনো প্রকার পদক্ষেপই তাওয়াক্কুলের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা, সংগঠন, গবেষণা—এসকল কিছুই সাফল্যের মাধ্যম, উপায়-উপকরণ। এগুলো স্বয়ং তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত। আপনি সফল হোন বা না হোন, সকল ক্ষেত্রেই তা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। কোনো ক্ষেত্রেই আপনি ফলাফল নিয়ে চিন্তা করে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কেউ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ায় কিংবা ইবাদাত করায় উৎকর্ষতা অর্জন করতে চায়। এক্ষেত্রেও আমরা নিজেদের সাধ্যমত সর্বোচ্চটুকু করে যাবো, বাকী ফলাফল দেবার মালিক আল্লাহ।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ.

"তাদেরকে হেদায়াত করার দায়িত্ব আপনার নয়, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত করেন।"[১]

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালবাসেন তাকেই আপনি হেদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন। আর হেদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভাল জানেন।"[২]

---

[১] (সূরা বাকারাহ, ২:২৭২)
[২] (সূরা কাসাস, ২৮:৫৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থ পদক্ষেপ
ইখলাস

"আমলসমূহ মৃত চিত্রকর্মের মত, ইখলাসের মাধ্যমেই তাতে প্রাণসঞ্চার হয়।"

তাওয়াক্কুলের চাইতেও ইখলাস অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তাওয়াক্কুল স্বস্থানে অতীব তাৎপর্যময় এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে ইখলাস আরও গভীর ও সূক্ষ্ম। এ কারণে আল্লাহর অপরিসীম দয়ার স্বীকৃতি ও তাঁর প্রতি শক্ত নির্ভরতা না থাকলে ইখলাস অর্জন করা সম্ভব নয়।

ইখলাস কি? ইখলাস হলো নিজ অন্তরের নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা। আল্লাহর প্রতি সততা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের প্রতি একনিষ্ঠতা। একটি হাদীছে কুদসীতে এসেছে, "ইখলাস বা একনিষ্ঠতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার অন্তরে প্রক্ষেপিত একটি রহস্য, যা তিনি তাদেরকেই দেন যাদের তিনি ভালোবাসেন।" নবী ﷺ এর একটি বিখ্যাত হাদীছে এসেছে,

"নিশ্চয়ই নিয়্যাতের ওপর আমলসমূহ নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই তা পাবে যার নিয়্যাত সে করেছে। সুতরাং যে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করেছে তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই। যে জাগতিক স্বার্থোদ্ধার কিংবা কোনো মহিলাকে বিবাহের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যের তরেই, যার জন্য সে হিজরত করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

কেউ কেউ ব্যবসা ও বিবাহের স্বার্থে হিজরত করেছিলো, তারা তাদের নিয়্যাত অনুসারে ফলাফল পাবে। তবে সাহাবীরা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল ও তাঁর রাসূলকে সহায়তা করার জন্যই হিজরত করেছিলেন। আর তাদের প্রতিদানও তাদের নিয়্যাত অনুযায়ীই নির্ধারিত হবে। আল্লাহ তাঁদের প্রতিদান সম্পর্কে জানাচ্ছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَالسّٰبِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسٰنٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।"[১]

বিশুদ্ধ নিয়্যাত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইখলাসবিহীন আমল প্রদর্শনমাত্র, এর উদ্দেশ্য হয় মানুষকে খুশি রাখা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা নয়। মানুষকে খুশি করার জন্য ইবাদাত করা এক প্রকারের শিরক ও নিফাক। আল্লাহ মুনাফিকদের বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেছেন,

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন, আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়–কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।"[২]

আখিরাতে যারা সর্বাধিক শাস্তি পাবে তারা হচ্ছে

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ

"যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।"[৩]

---

[১] (সূরা তাওবা, ৯:১০০)
[২] (সূরা নিসা, ৪:১৪২)
[৩] (সূরা মাউন, ১০৭:৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিটি কাজই সঠিক নিয়্যাত নিয়ে করতে হবে। প্রতিটি কাজের শুরুতেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত এই যে, সাদাকা দিচ্ছি, হজ্জ করছি, অন্যকে সাহায্য করছি, সালাত আদায় করছি, উপকারী বইপত্র পড়ছি–এতকিছু কিসের জন্য? নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ করার মাধ্যমে আমরা পানাহার, কাজ-কারবার করা, বিবাহশাদি করা, ভ্রমণ করা, বেচাকেনাসহ আমাদের দৈনন্দিন জাগতিক অভ্যাসাদি ও কর্মকাণ্ডকে ইবাদাতে পরিণত করতে পারি।

যেমন-কেউ শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবারণের জন্যই নয়; বরং এর পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য শক্তিসামর্থ্য অর্জনের জন্যও খেতে পারে, তখন খাওয়ার মত নিতান্ত জাগতিক কাজও ইবাদাতে পরিণত হবে। ভালো দেখানোর জন্য পোশাক পরাতে কোনো দোষ নেই, তবে যদি আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ ও শিষ্টাচার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ পোশাক পরে তবে এই কাজটি ইবাদাতে রূপ নেবে। আমরা বেতন পাবার জন্য কাজ করতে পারি, তবে যদি এর পেছনে সাদাকা দেওয়া, হজ্জ করা কিংবা পরিবারের ভরণপোষণ বহন করার নিয়্যাতও যুক্ত থাকে তবে এই কাজটিই ইবাদাতে পরিণত হবে। বিশুদ্ধ নিয়্যাত যেমন জাগতিক কাজকর্মকে ইবাদাতে পরিণত করে, তেমনি তা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির যাত্রায় এগিয়ে যেতেও সহায়তা করে। কেউ কেউ নির্দিষ্ট সময় সালাত আদায়, যাকাত দান এগুলোর মাধ্যমেই কেবল ইবাদাত করে থাকেন; তারা আল্লাহর পথে আরও বেশি অগ্রসর হতে পারতেন যদি দৈনন্দিন অভ্যাসগুলোকে কীভাবে ইবাদাতে পরিণত করতে হয় সেই সম্পর্কে জানতেন।

এক সূফী ইমাম তাঁর ছাত্রদের সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। দরজা খোলার আগে তিনি ছাত্রদের বেশ কয়েকটি নিয়্যাতের কথা উল্লেখ করলেন। যদি দরজা খুলে কোনো হতদরিদ্র ব্যক্তিকে পাওয়া যায় তবে আমরা তাকে সাদাকা দেবো, যদি অভাবী কেউ আসে তবে তাকে সাহায্য করবো, পথহারা কোনো মুসাফির দেখতে পেলে তাকে পথ দেখিয়ে দেবো, কোনো ছোট বাচ্চা হলে তার প্রতি সদয় হবো, কোনো ছাত্র হলে তাকে শেখাবো। দরজা খোলার মত একান্ত ক্ষুদ্র একটি কাজও বিশুদ্ধ নিয়্যাতের জোরে ইবাদাতে পরিণত হলো!

আল্লাহর কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাদেরকে আন্তরিক একনিষ্ঠতা দান করেন, আমাদের অভ্যাসগুলোকে ইবাদাতে পরিণত করার তাওফীক দেন এবং কেবল তাঁর জন্যই জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

"বলো, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ শুধু জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।"[১]

[1] সূরা আনআম, ৬:১৬২-১৬৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চম পদক্ষেপ

তাফাক্কুর

"নিজের অস্তিত্বকে নিষ্প্রভতার গর্ভে রোপণ করে দাও, কেননা যে বীজকে মাটিতে বপন করা হয় না তা কখনোই ফসল দিতে পারে না। অন্তরের জন্য উষলাহ বা বিচ্ছিন্নতার চাইতে অধিক উপকারী আর কিছুই হয় না, কেননা এর মাধ্যমেই চিন্তা-উপলব্ধির অবস্থায় প্রবেশ করা যায়।"

প্রাণীজগতের অন্যান্য প্রজাতির মত মানুষও এক ধরণের প্রাণী- এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে মানুষ কেবলমাত্র পাশবিক গুণসমৃদ্ধ কোনো প্রাণী নয় বরং মানুষ মানুষ। মানুষের 'মানুষ' হবার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের চিন্তাশক্তি। সৃজনশীল চিন্তাশক্তিই মানুষকে প্রাণীজগতের অন্যান্যদের চাইতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন করেছে। চিন্তাশক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য অনেক বড় এক নিআমত। মানুষ সর্বদাই এক চিন্তার স্রোতের মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা মানুষের সাথে এতটাই ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত যে একে মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব থেকে কোনোমতেই পৃথক করা সম্ভবপর নয়, কেননা এমন কোনো সময় নেই যখন মানুষ কিছু না কিছু না ভাবছে।

চিন্তার এই জাল মানুষের গোটা সত্তাকে ছেয়ে আছে। এই চিন্তাই মানুষের বিশ্বাস, বিশ্বদৃষ্টি, মূল্যবোধ গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখে। আর এ কারণে যেকোনো পরিবর্তন চিন্তা থেকেই শুরু হয়। যে পরিবর্তন চিন্তার মূলকে পরিবর্তন করতে পারে না, তা গোটা সত্তার সাথে একাঙ্গীভূত হতে পারে না। চিন্তা সঠিক হলে মানুষের বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হয়, কর্ম সঠিক দিশা পায়, বিচার শক্তিশালী হয়। ইসলাম চিন্তাকে সত্যাশ্রয়ী করতে চায়, চিন্তাকে বিশুদ্ধ ও বাস্তবতার মূলের সাথে জুড়ে দিতে চায়। মানুষের প্রতিটি কর্ম হোক গভীর বুঝ সহকারে, এই বোধ বা বুঝ হবে তার বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশ্বাস হবে সঠিক চিন্তার ওপর স্থাপিত এবং এই চিন্তা থাকবে বাস্তবতার হৃদস্পন্দনের সাথে যুক্ত- এমনটাই ইসলামের কামনা।

আল্লাহর পথে যাত্রার জন্য প্রতি পদে পদেই প্রয়োজন গভীরতর বুঝ ও শক্তিশালী হৃদয়ের। আমরা এর আগে যেসকল বিষয়-অর্থাৎ, তাওবা, আশা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও ইখলাস-আলোচনা করেছি এগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্যও প্রয়োজন গভীর অভিনিবেশের। আর এটা সম্ভব তাফাক্কুর বা উপলব্ধির মাধ্যমে। তাফাক্কুর এক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহান ইবাদাত যা ব্যক্তিকে আল্লাহর দিকে অগ্রসর করে দেয় এবং আধ্যাত্মিকতার বুঝ পেতে সাহায্য করে। নবী ﷺ এর দিকে সম্বোধিত করে বলা হয়ে থাকে যে, "এক ঘন্টার তাফাক্কুর ষাট বছরের ইবাদাতের চাইতেও উত্তম", এই হাদীছ সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল হলেও অর্থের দিক থেকে তা অনেকটাই সঠিক, কেননা যে আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তাফিকির করছে সে আসলে সুস্পষ্ট জ্ঞান, ঐকান্তিক অনুভূতি ও আত্মিক আলো সহকারে আল্লাহর ইবাদাতই করছে!

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দণ্ডায়মান, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে (বলে), হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তা বৃথা সৃষ্টি করেননি, আমরা আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।"[১]

অনেকের কাছে আকাশ ও পৃথিবীর নানা ঘটনাবলীর ব্যাপারে গাদাগাদা তথ্য থাকে; রাত কীভাবে আসে, দিন কীভাবে যায়, সাগরের পানি কখন ও কেন কমে, চাঁদের আকার কেন কমে বাড়েসহ নানা তথ্য তাদের কাছে থাকে। কিন্তু এত তথ্য তাদের উপলব্ধিশক্তি বাড়ায় না। কেননা, তারা কেবল বুদ্ধি দিয়ে তা বিবেচনা করে, অন্তরাত্মার উর্ধ্বতন বুদ্ধি দিয়ে এত কিছুর পেছনে কার্যকর মহাশক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে না বা উপলব্ধি করার চেষ্টাও করে না। কিন্তু যারা এসকল তথ্য অন্তর দিয়ে বিবেচনা করে তারা এর পেছনে এক অসীম শক্তিকে চিনে নিতে পারে। সৃষ্টির বিপুলতার মাধ্যমে তারা স্রষ্টার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অনুভব করতে পারে। তখন তারা

[১] (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৯০-১৯১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বতস্ফূর্তভাবেই বলতে বাধ্য হয়, আপনি এসকল কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি, নিশ্চয়ই এর পেছনে অনেক বড় উদ্দেশ্য সুপ্ত রয়েছে।

তাফাক্কুরের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিস্ময়াবিষ্টতা বৃদ্ধি পায়।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই আল্লাহর প্রতি ভীতবিহ্বল যারা (সত্যিকারার্থেই তাঁকে) জানে।"[১]

ইবনু আতা তাফাক্কুরের সাহায্যার্থে বলেছেন,

"নিজের অস্তিত্বকে নিষ্প্রভতার গর্ভে রোপণ করে দাও, কেননা যে বীজকে মাটিতে বপন করা হয় না তা কখনোই ফসল দিতে পারে না।"

এখানে ইবনু আতা নিষ্প্রভতার জন্য 'খুমুল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার আভিধানিক অর্থ অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা, দুর্বলতা, অবসাদ, উদাসীনতা, অখ্যাতি ইত্যাদি। ইবনু আতা'র উদ্দেশ্য নিজেকে পৃথক ও আলাদা করে নেওয়া। নিজেকে পৃথক করে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত সামাজিকতা, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ-সাহচর্য থেকে আলাদা করে নেওয়া। এর উদ্দেশ্য নিজেকে সময় দেওয়া, নিজের চূড়ান্ত গন্তব্যের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনায় মগ্ন হওয়া, আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে অভিনিবেশ করা, নিজের আমল ও সামগ্রিকাবস্থা যাচাই করা, একনিবিষ্ট হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা। অন্তরাত্মাকে সত্যের আলোয় আলোকিত ও একনিবিষ্ট করতে হলে এরূপ পৃথকতার কোনো বিকল্প নেই।

মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা কিংবা জাগতিক কাজকর্মে অতিরিক্ত পরিমাণে নিযুক্ত হয়ে গেলে মানুষ নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ফিতরাতের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে থাকে। এভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সংযুক্তি ঢিলে হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় হয়ত অন্তর পুরোপুরিই মৃত্যুবরণ করে। এরূপ মৃত অন্তর নিয়ে শরীর ইবাদাত করতে পারে, ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানও পালন করতে পারে, কিন্তু সেই ইবাদাত তাঁকে উর্ধ্বজগতের সাথে যুক্ত করে না, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে না,

[১] (সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিশীলিত করে না। এহেন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে, অন্তরকে পুনর্জীবিত করতে চাইলে, ফিতরাতকে স্থিত করতে চাইলে, অন্তরকে নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ফিতরাতের দিকে পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসার মত অবকাশ দিতে হবে। আর এর বড় একটি উপায় হচ্ছে জগতের 'শোরগোল' থেকে কিছুটা সময় বিচ্ছিন্ন করে নিজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

এরূপ উযলাহ্ বা নিঃসঙ্গতার বৈধতার ভিত্তিও ইসলামে আছে। ই'তিকাফ আল্লাহর নৈকট্য পাবার অনেক বড় মাধ্যম। এটা এক প্রকারের বিচ্ছিন্নতা, কেননা ইতিকাফ মানেই হচ্ছে ঘর-সংসার, স্ত্রী সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করে নেওয়া। মৌলিক উদ্দেশ্য একমনে আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর আরও কাছে যাওয়ার চেষ্টা করা। গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদের ফযীলতের কথাও সুবিদিত, এটাও এক প্রকার বিচ্ছিন্নতাই। বিচ্ছিন্নতা ঘুম থেকে, শরীরের আরাম থেকে, জীবনসঙ্গীর উষ্ণ ছোঁয়া থেকে। মৌনতার উপকারীতা ও এর প্রতি উৎসাহের কথাও আমাদের সবার জানা, এটাও দুনিয়ার শোরগোল থেকে সচেতনভাবে নিজেকে পৃথক রাখা, মানে এটাও এক প্রকারের বিচ্ছিন্নতাই বটে। এ কারণে কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতা ইসলাম অনুমোদিত বরং প্রশংসিত। তবে এই বিচ্ছিন্নতার মানে যদি হয় নিজেকে ঘর, সংসার, সমাজ, সামাজিকতা থেকে একেবারে আলাদা করে নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া–তবে তা মোটেও ইসলাম অনুমোদিত নয়, আর এমনটা ইসলামের উদ্দেশ্যের সাথেও যায় না। পূর্বোক্ত অর্থেই অনেক সূফীরা 'উযলাহ্' বা বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন। যদিও এক্ষেত্রে তাদের অনেকের দ্বারাই বাড়াবাড়ি হয়েছে, তবে এর মৌলিক উদ্দেশ্য তা-ই যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। জগত থেকে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া অর্থে পৃথকতা মোটেও ইসলামের কাম্য নয়। নবী ﷺ বলেছেন,

لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

"ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই।"

তিনি আরও বলেছেন,

اَلْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسِ وَيَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ ، أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَ لَا يَصْبِرُ عَلٰى أَذَاهُمْ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> "যে মুসলিম মানুষের সাথে মেলামেশা করে ও তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে সে তার থেকে উত্তম যে মেলামেশাও করে না, তাদের দেওয়া কষ্টে সবরও করে না।"[১]

কোনো কিছুকে আলোকমণ্ডিত হয়ে দুনিয়ার বুকে প্রকাশিত হতে হলে তাকে নির্দিষ্ট সময় যাবত অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে থাকতে হয়, এটাই জগতসংসারের সাধারণ নিয়ম, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার মৌলিক একটি মূলনীতি। বটবৃক্ষ তখনই সুবিশাল ছায়াদার আশ্রয়ে পরিণত হতে পারে যখন তার বীজ মৃত্তিকার আঁধারে লুকিয়ে থাকে। অসংখ্য সম্ভাবনাময় মানুষকেও কর্মময় পৃথিবীতে এসে নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের আগে নির্দিষ্ট সময় যাবত মায়ের গর্ভে থাকতে হয়। আলো পেতে হলে অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে প্রস্তুত হতে হয়, ফলদায়ী বৃক্ষকেও মাটির ভেতরের অন্ধকার চিরে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, পরিচিতির আগে নিঃসঙ্গতাকে বরণ করতে হয়, পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে হলে ধৈর্য্য সহকারে নির্দিষ্ট কাজে স্থবির রাখতে হয়। মানুষের মত মহান সৃষ্টিকেও নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে নিজেকে সময় দিতে হয়। অন্ধকার, নীরবতা, নিঃসঙ্গতার গর্ভে নিজের অস্তিত্বকে রোপণ করার মাধ্যমেই সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে রওয়ানা হতে পারে; চারপাশের ব্যস্ততা ও উদাসীনতার কলুষতা থেকে আত্মাকে পবিত্র করতে পারে; নিছক তথ্য, নিদর্শন, নিয়মনীতি ও আচারনুষ্ঠানের স্তর থেকে উর্ধ্বতন উদ্দেশ্য, অর্থ ও প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত করতে পারে। এভাবেই সে আল্লাহর সাথে বিলুপ্তপ্রায় সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। এ এমন এক নিয়ম যা পরিবর্তন বা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। পৃথকতা ও নীরবতার এ সময়েই চিন্তা প্রখর ও শানিত হয়, উপলব্ধি সঠিক পথ পায়, অনুভূতি সত্যের পথে অগ্রসর হয়, বিচ্ছিন্ন তথ্যের স্তূপ থেকে প্রজ্ঞার জ্যোতি পাওয়া যায়। ইবনু আতা বলছেন,

مَا نَفْعُ الْقَلْبِ مِثْلُ عُزْلَةٍ يَدْخُلُ بِهَا مَيْدَانَ فِكْرَةٍ.

অন্তরের জন্য উযলাহ বা বিচ্ছিন্নতার চাইতে অধিক উপকারী আর কিছুই হয় না, কেননা এর মাধ্যমেই চিন্তা-উপলব্ধির অবস্থায় প্রবেশ করা যায়।

---

[১] বায়হাকী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষষ্ঠ পদক্ষেপ

আগে পরিশুদ্ধি, তারপর সাজসজ্জা

"কিন্তু অন্তর কীভাবে আলোকিত হতে পারে যখন তাতে সৃষ্টির চিত্র আচ্ছাদন করে আছে? কীভাবে অন্তর আল্লাহর দিকে যাত্রা করতে পারে যখন তা কামনা-বাসনার দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে আছে? উদাসীনতা ও বিস্মৃতির কলুষতা থেকে মুক্ত না হয়ে অন্তর কীভাবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে পারে?"

উপলব্ধি ও অভিচিন্তনের মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়। কিন্তু অন্তর আয়নার মত, এ কারণে অন্তরকে চকচকে হতে হলে আগে একে সকল প্রকার অনাকাঙ্খিত দাগ, ধূলিময়লা থেকে পরিশুদ্ধ হতে হবে। এ কারণে ইবনু আতা বলছেন,

"অন্তরের জন্য উযলাহ বা বিচ্ছিন্নতার চাইতে অধিক উপকারী আর কিছুই হয় না, কেননা এর মাধ্যমেই চিন্তার অবস্থায় প্রবেশ করা যায়। কিন্তু অন্তর কীভাবে আলোকিত হতে পারে যখন তাতে সৃষ্টির চিত্র আচ্ছাদন করে আছে? কীভাবে অন্তর আল্লাহর দিকে যাত্রা করতে পারে যখন তা কামনা-বাসনার দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে আছে? উদাসীনতা ও বিস্মৃতির কলুষতা থেকে মুক্ত না হয়ে অন্তর কীভাবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে পারে?"

অর্থাৎ, অন্তরকে আলোকিত করতে চাইলে আগে তাকে পঙ্কিলতামুক্ত করতে হবে। ইবনু আতার ভাষায় সেসকল পঙ্কিলতা হলো-সৃষ্টির চিত্র, কামনা-বাসনা ও উদাসীনতা।

সূফীদের ভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুকে বলা হয় 'আল-আগইয়ার' বা অন্যকিছু। অন্তরে যখন আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু–তা হতে পারে জাগতিক বস্তু, মানুষ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব–বাসা বাঁধে এবং একমাত্র তা-ই যখন বদ্ধমূল চিত্রের মত অন্তরকে আচ্ছাদিত করে রাখে সেই অন্তর কীভাবে আল্লাহকে চিনতে পারে? তার মানে এই নয় যে আমরা জাগতিক কাজকর্ম, পরিবার, সম্পদ ও চাকরি-বাকরি পরিত্যাগ করবো। মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের দৃষ্টি কোনদিকে? আমরা কীসের প্রতি মনোযোগী? আমাদের অন্তর কীসের ও কার চিন্তায় বিভোর? আমাদের অন্তর যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী থাকে, সৃষ্টির ধ্যানজ্ঞানে বিমোহিত থাকে তবে সেই অন্তর তো আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

অন্তরের দ্বিতীয় কলুষতা উল্লেখ করতে যেয়ে ইবনু আতা কামনা-বাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলাম মৌলিকভাবে কামনা-বাসনা চরিতার্থের বিরোধী নয়। ইসলাম কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে নিষেধও করে না। আল্লাহ নিজেই মানুষের মাঝে কামনা-বাসনা প্রোথিত করে দেবেন তারপর সেই কামনা-বাসনাকে একেবারে পদদলিত করতে নির্দেশ দেবেন–এ ধরণের অযৌক্তিক নির্দেশ দেবার কথা আল্লাহ্র ব্যাপারে চিন্তাই করা যায় না। আল্লাহ এমন কোনো কিছুকেই পুরোপুরি অবদমন করতে নির্দেশ দেন না যা আমাদের মৌলিক স্বভাবের অন্তর্গত, যেমন–খাওয়া, পান করা, বিবাহ, যৌনকর্ম, কথা বলা, হাসিঠাট্টা ইত্যাদি। ইসলাম এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, সীমার মাঝে এমনভাবে পরিশীলিত করতে চায় যাতে তা মানুষের নৈতিক সত্তাকে উন্নত করে, নৈতিকতার উচ্চ সীমায় পৌঁছার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। ইসলাম খাবার খাওয়াকে নিষেধ করে না, নিষেধ করে অপচয়, অতিরিক্ত পানাহার ও এর পেছনেই দিবানিশি ব্যয় করা। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পানীয় পান করাতে ইসলামের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যখন তা মদ বা নেশাদায়ক পানীয় হবে তখন তা মানুষের নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকারক। যৌনকর্ম একদিক থেকে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য, তেমনি নারী-পুরুষের স্বাভাবিক ও সাধারণ স্বভাবজাত আকর্ষণের দিক থেকেও তা অনিবার্য, তবে ইসলাম অবাধ যৌনতাকে হারাম করেছে, এর স্থলে বিবাহের মাধ্যমে যৌনতাকে প্রশংসিত স্থান দিয়েছে। কথা বলাটা মানুষের স্বভাব, তাই ইসলাম একে অবদমন করতে চায় না, ইসলাম চায় কথা যাতে মিথ্যাশ্রিত না হয়ে সত্যাশ্রিত হয়, কথার পরিমাণ যাতে মাত্রা অতিক্রম না করে, কথার মাধ্যমে যাতে অশ্লীলতা ও পাপাচার না ছড়ায়, এমন কথা বলা যা আল্লাহ্র নিকটবর্তী করবে।

এসকল স্বভাব, চাহিদা, কামনা-বাসনা যখন ইসলাম অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে যায়, যখন মানুষ শিশ্নোদরবৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়, পেট ও লজ্জাস্থানের দাস হয়ে যায়, তখনই তা নৈতিক সত্তার পবিত্রতা বিনষ্ট করে ফেলে, অন্তরের আয়নাকে অপরিচ্ছন্ন করে দেয়। এরূপ মরচে পড়া অন্তর নিয়ে আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়।

অন্তরের তৃতীয় যে ত্রুটির দিকে ইবনু আতা নির্দেশ করেছেন তা হলো উদাসীনতা। আল্লাহ বান্দার নিকটবর্তী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। ঘাড়ের শিরার চেয়েও আমি তার কাছে রয়েছি।"[১]

আল্লাহ তো সকল বান্দারই নিকটেই আছেন, তবে বান্দা আল্লাহর উপস্থিতি বা নৈকট্য অনুভব করতে পারে না। কোন জিনিস তাকে আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করতে বাধা দেয়? ইবনু আতার ভাষায় তা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃতি ও উদাসীনতা।

উদাসীনতা এক ধরণের চিন্তাগত অলসতা বা শৈথিল্য। এমন অবস্থায় অন্তর ভাবলেশহীন একপ্রকার মৃতশরীর কিংবা জড় পদার্থের মত হয়ে যায়। উদাসীনতাকে দূর করার উপায় অন্তরে সঠিক ভয়টাকে প্রতিস্থাপিত করা। কেননা সঠিক ভয়ই পারে অন্তরের শৈথিল্যকে দূর করতে, অন্তরকে রোগমুক্ত করতে এবং একমাত্র সঠিক ভয়ই পারে অন্য সকলপ্রকার ভয় থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখতে।

সেই সঠিক ভয়টি হলো এই চিন্তা মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখা- জগতের প্রতিভাসের পেছনে যে এক পরম বাস্তবতা আছে তা আমি ভুলে যাচ্ছি কিনা, আমি সত্য বাদে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরছি কিনা, আমার জীবন অনর্থক ও অহেতুক এক বোঝায় পরিণত হচ্ছে কিনা, ব।।আমি স্থায়ীত্ব থেকে অস্থায়ীত্বকে অধিক ভালোবেসে ফেলছি কিনা, নশ্বরকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে অবিনশ্বরকে ছুঁড়ে ফেলছি কিনা, এমনটা হচ্ছে নাকি যে আমি পৃথিবীর কোনো কাজেই আসছি না, আমার সময়গুলো বেহুদা ব্যয় হচ্ছে কিনা।

এই উদাসীনতাই সত্য থেকে দূরে রাখে, পরম বাস্তব আল্লাহর উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত রাখে। এর থেকে মুক্তি পাবার আরেকটি বড় দাওয়াই হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহর স্মরণ অন্তরকে আলোকিত করে। আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হলে অন্তরাত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর স্মরণ মানে পরম সত্যের স্মরণ, জীবনের সঞ্জীবনী রস।

---

[১] (সূরা ক্বফ, ৫০:১৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রত্যেক মুসলিমেরই নির্দিষ্ট একটি সময় নিরিবিলি ও একনিবিষ্ট মনে আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করা উচিত। সময় নেই-এ কথা বলে অযুহাত দেওয়া কমপক্ষে যিকরের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কারণ যিকর এমন একটি ইবাদাত যা শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে যেকোনো অবস্থায়ই করা যায়। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উপায়ে চেষ্টা-সংগ্রাম করতে করতেই মুমিনের অন্তর ধীরে ধীরে আলোকিত হতে থাকে, মহান আল্লাহর নূর থেকে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"আল্লাহ হলেন আকাশ ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের উপমা এরকম; যেন একটি দীপাধার, যাতে একটি প্রদীপ আছে। প্রদীপটি একটি কাঁচের (পাত্রের) মধ্যে। কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। প্রদীপটি একটি বরকতময় যাইতুন গাছের তেল দ্বারা জ্বালানো হয়, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। প্রদীপটিতে আগুনের স্পর্শ ছাড়াই ঐ গাছের তেল উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দেয়। নূরের ওপর নূর। আল্লাহ যাকে চান তাকে নূরের পথ দেখান। আলাহ সবকিছুই ভালোভাবে জানেন।"[১]

আয়াতে উল্লেখিত প্রদীপটি মুমিন বান্দার বক্ষদেশের সাথে তুলনীয়। এই প্রদীপের ভেতরে আছে কাঁচ। অত্যন্ত ভঙ্গুর, স্পর্শকাতর তবে অতীব স্বচ্ছ সেই কাঁচ। এই কাঁচটি হচ্ছে মুমিনের অন্তর বা কলব। মুমিন এই কাঁচের স্বচ্ছতার মাধ্যমে সত্য দর্শন করে থাকে। সত্য দর্শনের এই আয়না নানা প্রকার কলুষতায় যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন তা আর আলো প্রত্যক্ষ করতে পারে না। এ কারণে সত্য দর্শন করতে, অন্তরকে আলোকময় পথে ভ্রমণ করানোর জন্য আগে অন্তরকে ধূলিময়লামুক্ত করে সত্যের পথের পথিক হবার যোগ্য ও প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

---

[১] (সূরা নূর, ২৪:৩৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্তম পদক্ষেপঃ সময় ব্যবস্থাপনা

"অবসর পাওয়ার আগ পর্যন্ত উত্তম আমল স্থগিত রাখা লঘুচিত্ততার লক্ষণ।"

আমরা অনেক সময়ই আগামীকাল, আগামী সপ্তাহ, আগামী মাস কিংবা আগামী রমাদান, বিয়ে করার পর, প্রোমোশন পাবার পর, বাচ্চারা বড় হয়ে যাবার পরের সময়গুলোর জন্য ভালো কাজগুলোকে তুলে রাখি। এটাই ইবনু আতার ভাষায় 'লঘুচিত্ততা ও অপরিপক্কতা'র লক্ষণ। আসলে ভালো আমল করা মোটেও সময় পাবার কোনো বিষয় না। কারণ, প্রত্যেক মানুষের জন্যই কম বা বেশি কিছু না কিছু সময় তো বরাদ্দ থাকেই। আসল বিষয় হচ্ছে প্রাধান্যতা, অগ্রাধিকার; আমি কোন কাজকে প্রাধান্য দিচ্ছি, কোন কাজটা আগে করছি। মানুষ তার নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই আগে করে যাকে সে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। দেখার বিষয় প্রত্যেকে যার যার নির্ধারিত সময়ে কি করেছে, কোন কাজকে প্রাধান্য দিয়েছে। কেননা–

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কাউকেই সাধ্যাতীত কোনো বিষয় চাপিয়ে দেন না।"[১]

মনে করুন ফরয সালাতের সময় শেষ হবার আগে আপনার হাতে পাঁচ মিনিট সময় বাকী আছে। আপনি এই পাঁচটি মিনিট সময় যেকোনোভাবেই কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু মুসলিম হিসেবে আপনার কাছে সালাত সর্বাগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। এ কারণে আপনার ওপর আবশ্যিক হলো আপনি এই পাঁচ মিনিটে ফরয সালাত পড়ে নেবেন। হ্যাঁ, যদি কোনো কঠিন পরিস্থিতি সামনে এসে পড়ে সেক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন–আপনি দেখছেন কেউ পানিতে ডুবে যাচ্ছে কিংবা কোনো অন্ধ ব্যক্তি গাড়ির সামনে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে–সেক্ষেত্রে আপনি সালাত না পড়ে তাদেরকে সাহায্য করতে যেতে পারেন, যেহেতু জীবন-মরণের সমস্যা। কিন্তু সাধারণাবস্থায় মুমিনের কাছে সালাতের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। এভাবে মুমিনের কাছে প্রতিটি কাজই গুরুত্বানুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে।

---

[১] (সূরা বাকারাহ, ২:২৮৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালো কাজে বিলম্ব করা আখিরাতে আফসোসের কারণ হবে।

حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ. لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا.

"অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'প্রভু! আমাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দিন' যাতে আমি যা রেখে এসেছি সেখানে (দুনিয়ার জীবনে) ভালো কাজ করতে পারি। কিছুতেই তা হবার নয়..."[১]

এ কারণে বিলম্বকরণ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক মুমিনেরই উচিত জীবনের সময়গুলোকে সর্বোত্তমভাবে বিনিয়োগ করা। যে যতটা কার্যকারীতার সাথে সময় ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে সে সাফল্যের প্রতিযোগীতায় এগিয়ে থাকবে ইন শা আল্লাহ, দুনিয়া ও আখিরাতে, উভয় জগতেই।। সময় ব্যবস্থাপনা জাগতিক কাজকর্মের জন্য যতটা না গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক, তার চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক দ্বীনের কাজ ও ভালো আমল করার ক্ষেত্রে। হাঁটা, বাস-ট্রেন-গাড়িতে চড়ার সময়গুলোকে উত্তমভাবে কাজে লাগান। কুরআতের তিলাওয়াত শুনুন, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করুন, মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করুন। এমন অনেক ভাই ও বোন আছেন যার বাস ও ট্রেনের সময়কে কাজে লাগিয়ে গোটা কুরআন মুখস্ত করেছেন। হিসাব করে দেখা যায় প্রত্যেক দিন দেড় ঘন্টা সময় দিলেই দু'বছরে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করা সম্ভব। উন্নত বিশ্বে দেখা যায় বাস-ট্রেনগুলোতে হৈ-হুল্লোড় কম থাকে। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের মত করে অধ্যয়ন, লেখালেখি কিংবা চিন্তা করতে ব্যস্ত থাকে, এমনকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও। মুমিনদের জন্য সময় অন্য যে কারো চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী দামী। কারণ, মুমিন এই সময়ই মহাকালের অফুরন্ত জমিতে রোপণ করে, এর ফলাফলই সে পরকালে পাবে। সুতরাং যে কিছুই রোপণ করতে পারেনি, সে পরকালে উপকৃত হবার মত কোনো ফসলই পাবে না। সেদিন তার আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। এ কারণে মুমিনের উচিত গুরুত্বানুযায়ী বিভিন্ন কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিজের সময়কে সাজিয়ে নেওয়া।

---

[১] (সূরা মুমিনুন, ২৩:৯৯-১০০)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অষ্টম পদক্ষেপঃ পরীক্ষার সময় সবর

"দুনিয়ায় অবস্থান করে দুঃখকষ্ট দেখে আশ্চর্য হয়ো না। কেননা বিপদাপদ তো দুনিয়ার প্রকৃত স্বভাবই উন্মোচন করে।"

বান্দা যখন তাওবা করে, আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার নিয়্যাতকে খাঁটি করে নেয়, চিন্তাভাবনা করে, সময়কে মূল্যবান মনে করে সঠিক পথে বিনিয়োগ করে তখন তার অন্তর ধীরে ধীরে সত্য ও ঈমানের আলোতে উদ্ভাসিত হতে থাকে এবং সে আস্তে আস্তে আল্লাহর পথে যাত্রায় অগ্রসর হতে থাকে। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

"আমার বান্দা নফল আমল করতে থাকে ও আমার নৈকট্যবর্তী হতে থাকে, এভাবেই আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। এমতাবস্থায় আমি তার কান হয়ে যাই যেই কান দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যেই চোখ দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং পা হয়ে যাই যেই পা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে তা দেই, সে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় দেই।" (বুখারী)

সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে এলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। সে এক হাত এগিয়ে এলে এক বাহু পরিমাণ এগিয়ে যাই। সে হেঁটে আসলে আমি দৌড়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে এটা আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত যে তিনি যখন কাউকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়ার বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে?"[১]

ঈমানকে অবশ্যই যাচাই করে নেওয়া হয়, এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

---

[১] (সূরা আনকাবুত, ২৯:২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ.

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিতে পারি এবং দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল।"[১]

বিপদ যেমনই হোক না কেন অবশ্যই আমাদের প্রতিক্রিয়া সর্বদা ধৈর্য ও ধার্মিকতাপূর্ণ হওয়া চাই।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوٰلِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

"এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো–ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও শস্যের ঘাটতির কোনো একটি দ্বারা। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো।"[২]

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ.

"তোমরা অবশ্যই পরীক্ষিত হবে, নিজেদের ধন-সম্পদ, জীবনের ব্যাপারে। পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে তাদের পক্ষ থেকে তোমরা নানা কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনে থাকো। তোমরা যদি ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো তবে তা দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ।"[৩]

---

[১] সূরা মুহাম্মাদ : ৩১
[২] সূরা বাক্বারাহ : ১৫৫
[৩] সূরা আলে-ইমরান : ১৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুঃখ কেন পতিত হয়?

ক. বান্দা যেন দুঃখ-কষ্টে বিচলিত না হয়ে অন্তরে পরকালমুখীতাকে লালন করতে পারে সেই সুযোগ দান করতে

খ. জীবনের উত্থান-পতনের দোলায় দুলতে দুলতে সে যেন সঠিক পথ অন্বেষণের সুযোগ পায়

গ. বারংবার দুঃখ-কষ্টের হাওয়ায় এদিক ওদিক হয়ে সে যেন এই সত্যের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে শেখে যে, নিজ জ্ঞান কিংবা ক্ষমতা দিয়ে সে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং এভাবেই সে যেন আল্লাহ-নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল শিখতে পারে

ঘ. সে যেন দুঃখ-কষ্টের টানাপোড়েনের মধ্যে থেকে বুঝে ফেলে যে, প্রকৃত শান্তি মানে সাময়িক আনন্দ বা নিরানন্দ থেকে সাময়িক রেহাই নয় বরং আশা-আকাঙ্খার আধিক্য এবং আত্মিক কলুষতা-অপবিত্রতা থেকে মুক্তির মধ্যে।

আল্লাহর কাছে দুনিয়া খুবই তুচ্ছ ও নগন্য। তিনি যখন কাউকে দুনিয়ার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন বা বিপদে আপতিত করেন তিনি এর মাধ্যমে বান্দাকে তাওবার দিকে পরিচালিত করেন। এটা তাঁর দয়া ও করুণা এবং বান্দার জন্য এক অমূল্য উপহার। নবী ﷺ বলেছেন,

> "নবীরা সবচাইতে বেশি পরীক্ষার শিকার হন, এরপর তাদের সর্বোত্তম অনুসারীগণ, এরপর তাদের অনুসারীগণ। দীনের স্তর অনুযায়ী ব্যক্তির পরীক্ষা নেওয়া হয়।"[১]

এ কারণেই ইবনু আতা বলেছেন, "দুনিয়ায় অবস্থান করে দুঃখকষ্ট দেখে আশ্চর্য হয়ো না। কেননা বিপদাপদ তো দুনিয়ার প্রকৃত স্বভাবই উন্মোচন করে।" এই জগতের নামই হলো আদ-দুনিয়া, যার আভিধানিক অর্থ নিম্নতর জীবন। তাই কঠিন পরিস্থিতি, অনাকাঙ্খিত ঘটনাবলী ও দুঃখ-দুর্দশা এখানে মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়; বরং এটাই এই জগতের সাধারণ স্বভাব ও এই নিম্নতর জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

---

[১] (ইবনু হিব্বান)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুনিয়ার এই স্বাভাবিকতাকে মেনে নিলে বান্দার মধ্যে আল্লাহর পথে যাত্রার জন্য বড় এক সংগুণ হাসিল হয়, বিপদে সবর করা। ধৈর্য বান্দার উপলব্ধিকে শাণিত করে, অনুভূতিকে পরিশীলিত করে, বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, সত্যিকারার্থেই আল্লাহর নৈকট্য অনুভবের সুযোগ করে দেয়।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[১]

আর আল্লাহর নিকটে থাকলে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই থাকে না। সবর বা ধৈর্য তিন প্রকারের, এক. ভালো আমলের ক্ষেত্রে ধৈর্য, দুই. মন্দকর্ম এড়াতে ধৈর্য ও তিন. বালা-মুসীবতে ধৈর্য। ভালো আমলের ক্ষেত্রে ধৈর্য মানে হলো মুমিন নিজেকে কষ্টে না ফেলে নিরন্তন উত্তম কর্ম করতেই থাকবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ দীনের মাঝে কোনো কাঠিন্য রাখেননি।"[২]

নবী ﷺ এক বৃদ্ধকে তার দু'ছেলের সহায়তায় পদব্রজে কাবার দিকে যেতে দেখে তিনি বললেন,

> "এই ব্যক্তির নিজেকে কষ্টে ফেলার কোনো প্রয়োজনই আল্লাহর প্রয়োজন নেই।" এরপর তিনি সেই বৃদ্ধকে কাবার দিকে যাওয়ার জন্য বাহনে চড়তে নির্দেশ দেন।[৩]

তবে শরীয়ত পরীক্ষা। আল্লাহ জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টিই করেছেন কে ভালো আমল করে তা যাচাই করার জন্য। এ কারণে কখনো কখনো কষ্টের মাধ্যমেও আল্লাহর ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। এ কারণে কুরআন ও হাদীছ থেকে এটা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়, যে আমলের সাথে যেমন ও যত পরিমাণ কষ্ট জড়িত থাকে তা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় এবং বান্দা এর মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ

---

[১] (সূরা বাকারাহ, ২:১৫৩)
[২] (সূরা হজ্ব, ২২:৭৮)
[৩] (নাসাঈ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে থাকে। এটা উন্মুক্ত ময়দান, এখানে যে যতটা আগাতে পারবে সে আল্লাহর দিকে যাত্রায় ততই অগ্রসর থাকবে। তবে সেই কষ্ট অবশ্যই এমন হবে না যা বান্দার সাধারণ ক্ষমতাসীমা অতিক্রম করে অবিমিশ্র কাঠিন্যের পর্যায়ে উপনীত হয়।

> মন্দকর্ম এড়াতে ধৈর্য মানে হলো মুমিন এমন সকল কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে যা আল্লাহ হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। এ ধরণের ধৈর্যের ক্ষেত্রেও আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত পুরস্কার রয়েছে। যেমন যে ব্যক্তি নিজের অবৈধ কামনা-বাসনা প্রতিরোধ করে তাঁর ব্যাপারে নবী ﷺ সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে সাত ব্যক্তি, তাদের মধ্যে একজন হলো, "যাকে উচ্চ বংশের সুন্দরী কোনো নারী অবৈধ যৌনকর্মের দিকে আহ্বান করে, কিন্তু সে এই বলে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।"[১]

পরীক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রাথমিক স্তর মন্দকর্মে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকা, উচ্চ স্তর হলো মুখে অভিযোগ না করা এবং সর্বোচ্চ স্তর সৎ হলো অন্তরে অন্তরেও অভিযোগ না করা।

নিজেকে পাপ থেকে বিরত রাখা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম শর্ত। আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলতে যেয়ে বলেছেন,

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

"আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হয়নি এবং কাতর প্রার্থনাও করেনি।"[২]

বিপদের সময় মানুষ দ্বিমুখী রাস্তার সামনে এসে উপনীত হয়, হয় সে তাওবা করে প্রত্যাবর্তন করবে অথবা পাপে জড়িয়ে পড়বে। পাপে জড়িয়ে পড়া মানেই আল্লাহ প্রদত্ত এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে যাওয়া।

---

[১] (বুখারী ও মুসলিম)
[২] (সূরা মুমিনুন, ২৩:৭৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উচ্চ স্তরের ধৈর্য হচ্ছে মুখে কোনো প্রকার অভিযোগ না করা, যাকে কুরআনে 'সুন্দর ধৈর্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

"সুতরাং সৌকর্যময় ধৈর্যই শ্রেয়।"[১]

إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ

"আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকটই নিবেদন করছি।"[২]

আন্তরিকভাবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাজী-খুশি থাকা ধৈর্যের সর্বোত্তম স্তর। মুমিন তখনই এই স্তর লাভ করতে পারে যখন সে না মুখে কোনো অভিযোগ বা অখুশি প্রকাশ করে, আর না অন্তরে অন্তরে কোনো প্রকার আফসোস করে বা মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। এ অবস্থায় উপনীত হলে অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্ত, স্থির, নিশ্চল থাকে; এমনকি প্রবলতম বিপদের মুখেও! কেননা এই অন্তর দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝে গেছে, সে সত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে, বিপদের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

"বিপদের প্রথম ধাক্কার সবর-ই প্রকৃত সবর।"[৩]

---

[১] (সূরা ইউসুফ, ১২:১৮)
[২] (সূরা ইউসুফ, ১২:৮৬)
[৩] (বুখারী ও মুসলিম)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবম পদক্ষেপঃ প্রারম্ভকে দীপ্তিময় করা

"সাফল্যের নিদর্শন হলো প্রারম্ভেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। যার শুরুটা আলোকিত, তার শেষটাও আলোকিত।"

বান্দা পূর্ববর্তী পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসার যোগ্যে পরিণত হয়েছে। নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হতে সে চিত্তের প্রশান্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন সে সর্বদাই নতুন নতুন আমলের কথা চিন্তা করে যা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করতে পারে। এর মাধ্যমে আরেকটি নিয়মের কথা জানা যায়, তা হলো– ভিত্তি মজবুত করে নব নব উদ্যোগ চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রায় নিশ্চিত করে দেয়। যদি সে প্রারম্ভ থেকেই সচেতন থাকতে পারে, প্রারম্ভ থেকেই আলোর পথে হাঁটতে পারে তবে তার আখেরটাও উত্তমই হবে। প্রশ্ন হচ্ছে প্রারম্ভকে আলোকিত করার উপায় কী? ইবনু আতা এর উত্তরে বলেছেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে। কিন্তু শুরুর দিকেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কীভাবে সম্ভব?

ইসলাম আমাদেরকে যেকোনো কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে শিক্ষা দেয়। নবী ﷺ বলেছেন,

> "যে কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা হয় না তা (আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাহ) বঞ্চিত।"[১]

মুমিনের উচিত প্রতিটি কাজই আল্লাহর নামে, আল্লাহকে স্মরণ করে শুরু করা। কথা বলতে হলে আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর ওপর দরূদ পড়ে শুরু করুন। সালাতের প্রারম্ভে নিজের নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ করে নিন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করে নিন ইস্তিখারা সালাত পড়ার মাধ্যমে। নবী ﷺ সাহাবীদেরকে কুরআন শেখানোর মত গুরুত্ব দিয়ে ইস্তিখারার সালাত শেখাতেন। এই সালাতে এই দুআ পড়তে হয়,

---

[১] (বায়হাকী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ - أَوْ قَالَ: عَاجِلِه وَآجِلِه - فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ - أَوْ قَالَ: عَاجِلِه وَآجِلِه - فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِه.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার শক্তির সাহায্যে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করবে) আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে, (অথবা বলেছেন) ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দিন, তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর এই কাজটি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে, (অথবা বলেছেন) ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।"[১]

---

[১] (বুখারী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এসকল কিছুই আল্লাহকে স্মরণ করার উপায়। আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে আমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, একমাত্র তাঁর ওপরই ভরসা করেছি এবং আমরা সর্বক্ষেত্রে তাঁর সাহায্যই কামনা করি। ইবনু আতার ভাষায় প্রারম্ভে আল্লাহকে স্মরণ করা চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে দেয় এবং এটাই সাফল্যের নিদর্শন। হতে পারে আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে জিতেছি, হতে পারে আমরা হেরেছি, কিন্তু যতক্ষণ আমরা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং এ ব্যাপারে সচেতন থাকছি ততক্ষণ আমরা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিজয়ী, জাগতিক ফলাফল যা-ই হোক না কেন। আসল বিষয় হচ্ছে শুরুতে আল্লাহকে স্মরণ করা, আশা করা যায় এটাই অনুকূল ফলাফল এনে দেবে।

যেমন আপনি ব্যবসা করছেন। সাধারণভাবেই আপনার লক্ষ্য থাকবে মুনাফা কামানো। এখানে লাভ ও ক্ষতির সম্ভাবনা সবসময়ই থাকে। তবে মনে করুন আপনি ইস্তিখারা করলেন এবং আপনার লোকসান হলো। আপনি হয়ত আপনার নির্দিষ্ট কোনো বিনিয়োগে ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। তবে হতে পারে এই লোকসানই আপনাকে আপনার ব্যবসা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী করতে আরও বেশি আগ্রহী ও তাড়িত করে তুললো। এর মাধ্যমেই হয়ত আপনি আপনার পূর্বতন পরিকল্পনাকে আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। এতে করে নিজের সূক্ষ্ম ত্রুটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং এর মাধ্যমেই আপনি সেগুলো দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবেন, যা সামগ্রিকভাবে আপনার জন্য অধিক উপকারী হবে। আপনি হয়ত আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হলেন, কিন্তু এই সময়েই আপনি পেয়ে গেলেন কোনো খাঁটি বন্ধু, যে বিপদাপদে বন্ধুর পাশে দাঁড়ায়, দুঃখের ভাগীদার হয়। এভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি পরাজিত হলেও সামগ্রিকভাবে বিজয়ীই হলেন।

কেননা, মানুষের কাছে সাফল্য ও ব্যর্থতার মানদণ্ড সাধারণত 'পরিসংখ্যানগত সংখ্যা'র ওপর নির্ভরশীল। মানুষ স্থূলদৃষ্টিতে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে বিচার করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে এই মানদণ্ডের সেরূপ মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে যা মূল্যবান তা হচ্ছে আখিরাত ও পরকালীন সুখশান্তি। এ কারণে যে প্রথম থেকেই আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন হবে আশা করা যায় সে আখেরেও কাঙ্খিত ফলাফলই লাভ করবে।

এই নীতিটি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন–নবী ﷺ সেই সাত শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন যারা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া পাবে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে 'যেই যুবক আল্লাহর ইবাদাতের মধ্য দিয়ে বড় হয়'। (বুখারী) এই যুবক জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর ইবাদাত করে এসেছে, তাই তার চূড়ান্ত ফলাফলও সুখময় হয়েছে। সে আল্লাহর আরশের নিচে স্থান পাবার মত বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দশম পদক্ষেপ : নিজের ত্রুটি আবিষ্কার

"নিজের মাঝে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা খোঁজার চাইতে অনেকগুণে উত্তম নিজের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা।"

কেউ হয়ত আল্লাহর দিকে যাত্রায় ঠিকঠাকভাবেই সফর করে যাচ্ছে, কিন্তু একটা সময় সে ধোঁকায় পড়ে ভাবতে শুরু করলো এসব করে বুঝি সে আল্লাহকেই ধন্য করছে, দীনের বড়সড় খেদমত করছে, এভাবেই সে নিজের হাজারো ত্রুটিবিচ্যুতি বেমালুম ভুলে যায়। প্রারম্ভকে সুচারু করার কথা বলেই ইবনু আতা বলছেন, "নিজের মাঝে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা খোঁজার চাইতে অনেকগুণে উত্তম নিজের দোষত্রুটি খুঁজে বের করা।"

ঈমান ও আমলের পথে সক্রিয় মুমিন কিছু ইবাদাত-বন্দেগী করেই ভাবতে পারে সে বুঝি বিরাট কিছু হয়ে গেছে, তার জ্ঞানচক্ষু বুঝি খুলে গেছে, অন্তরাত্মা বুঝি জাগ্রত হয়ে গেছে, এবার সে সৃষ্টির নানা গুপ্ত রহস্য বোঝার মত যোগ্যে পরিণত হয়েছে, এবার বুঝি সময় এসে গেছে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্তির যার কথা নবী ﷺ এই ভাষায় বলেছেন,

> "মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো, কেননা সে আল্লাহর নূরের মাধ্যমে দেখে।"[১]

এ কারণে ইবনু আতা নিজের দোষত্রুটির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেউ যদি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করে তবে সেটাই তার আত্মার অনেক বড় এক দোষ। ভুলভ্রান্তি, দোষত্রুটি মানুষের স্বভাবের মৌলিক অংশ। মানুষ ভুল করবে, ভুলে যাবে- এটাই স্বাভাবিক। আরবীতে মানুষকে ইনসান বলা হয়, ইনসান শব্দের অর্থই এমন কেউ যে কিনা ভুলে যায়, বিস্মৃত হয়। ভুলত্রুটির উর্ধ্বে হওয়া একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। তিনিই ভুলভ্রান্তি, দোষাবহতার সকল কলুষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

---

[১] (তাবারানী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষ সম্পদের ভয় করে, কিন্তু আল্লাহ এই ভয় করেন না, তিনি অতিশয় দয়ালু ও উদার।

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَٰنُ قَتُورًا

"বলো, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এ আশংকায় তোমরা তা ধরে রাখতে; মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।" (সূরা ইসরা, ১৭:১০০)

মানুষ অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا

"আল্লাহ তোমাদের ভার হালকা করতে চান; মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।"[১]

আল্লাহ করুণার আধার, মানুষ অল্পতেই করুণার বোধ হারিয়ে ফেলে নিষ্ঠুর ও নির্দয় হয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ নিরন্তর ধৈর্যশীল, অন্যদিকে মানুষের ধৈর্য অত্যন্ত সীমিত, মানুষ সহজেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সত্য ও বাস্তবতার পাঠ ভুলে নিজের বাসনা মেটাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, কিন্তু মানুষ সহজে মাফ করতে চায় না, অনেক সময় পারেও না স্বভাবগত দোষের কারণে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মানুষ কাঠামোগত কারণেই জ্ঞানের দিক থেকে সীমাবদ্ধতার অধিকারী। আল্লাহ জানেন, মানুষ অল্প জানে, যা জানেও তাতে ভুলশুদ্ধের ব্যাপার স্যাপার আছে। আল্লাহ পরম ন্যায়পরায়ণ ও মানুষ অধিকাংশ সময়ই ন্যায়পরায়ণতাকে শিকেয় তুলে রাখে।

এ কারণে মানুষ হিসেবে যত ভালো কাজই আমরা করি না কেন, যত ইবাদাত-বন্দেগীই আমরা করি না কেন, যত প্রশংসাই মানুষ আমাদের করুক না কেন-দিনশেষে আমরা মানুষই। আর তাই মানুষ হিসেবে অনেক সীমাবদ্ধতা দ্বারা আমরা বেষ্টিত। এ কারণে আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদেরকে সর্বদা নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্মরণ

---

[১] (সূরা নিসা, ৪:২৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে আপন ভুলত্রুটি খুঁজতে থাকা উচিত। আত্মাকে নিত্য কলুষমুক্ত রাখতে চাইলে এর কোনো বিকল্প নেই। আর আত্মাকে নির্মল করার আগ পর্যন্ত কেউই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে পারে না, পরম সত্যের বোধপ্রাপ্ত হতে পারে না।

মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন নিজেকে সে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারে না। এ কারণে মানুষ যখন নিজের সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিনয়ী হয়ে উঠবে। বিনয়জাত আত্মশুদ্ধি আমাদেরকে আল্লাহর নিকট উচ্চকিত করে তোলে এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করে।

নিজের দোষত্রুটি জানার কয়েকটি উপায় আছে–

১. সমালোচনা গ্রহণ করা। সর্বদা সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা রাখুন। সমালোচনা শুনে ক্রোধান্বিত হবেন না। এতে আপনারই ক্ষতি। বিরাট ক্ষতি। ক্রোধ করে নিজের আত্মার ক্ষতি তো করলেনই, আবার সমালোচনা থেকে নিজেকে উন্নত করার সুযোগও খোয়ালেন। তাই সমালোচনা যে-ই করুক ও যেভাবেই করুক না কেন, তা গ্রহণ করুন। সমালোচনার পরে সমালোচনাকারীর প্রতি ক্ষুব্ধ না হয়ে সর্বপ্রথম নিজের ভেতরে ঝেঁকে দেখুন, আপনি কি সত্যিই এই সমালোচনার যোগ্য? যদি আপনার মাঝে সমালোচনার সত্যতা পাওয়া যায়–যদিও সমালোচনার ভাষা ছিলো কঠোর ও রুক্ষ–তবে সেই সমালোচনা আপনার জন্যই উপকারী হতে পারে, যদি আপনি তাকে গ্রহণ করে নিজেকে শুধরে নেন তো। সমালোচনা শুনে রাগ-ক্রোধ-বিদ্বেষ নয় সর্বপ্রথম নিজের দোষান্বেষণের মানসিকতা আসলে বোঝা যাবে অন্তর ধীরে ধীরে আত্মিক শুচিতার দিকে আগাচ্ছে, ইন শা আল্লাহ।

২. বন্ধুবান্ধব। বন্ধুরা অনেকসময়ই উপদেশের মাধ্যমে নিজের দোষত্রুটি জানতে সহায়তা করে থাকে। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহ তার ওপর রহম করুন যে আমার দোষ দেখিয়ে দেয়।" দেখুন! উমারের মত সাহাবী ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কাজটিকে উপহার হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই কোনো বন্ধু যদি নিষ্ঠা ও কোমলতার সাথে আপনার ভুল ধরিয়ে দেয় তবে আন্তরিকতার সাথে তা গ্রহণ করে নিন। নিজেকে যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করুন।

৩. পরীক্ষা। বিপদাপদ ও বালা-মুসীবতের মাধ্যমে নিজের দোষত্রুটি বের হয়ে আসে। আল্লাহ বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

"তারা কি দেখে না যে, 'তাদেরকে প্রতি বৎসর একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয়?' এরপরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।"[১]

আয়াতটি মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিলো, তারা একের পর এক বিপদের পরেও আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন করত না, নিজেদের বিভ্রান্তি ও ধোঁকার মধ্যেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকত। কিন্তু আমি আপনি মুমিন। আমাদের ওপর যখন কোনো বিপদ আপতিত হয় আমাদের উচিত তাকে নিজেদের ভুলত্রুটি অন্বেষণের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে লুফে নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়া।

[১] (সূরা তাওবা, ৯:১২৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একাদশ পদক্ষেপ : আত্ম-সমালোচনা

"সকল পাপ, উদাসীনতা ও কামনা-বাসনার মূল হচ্ছে আত্মতুষ্টি এবং সকল সৎকর্ম, সতর্কতা ও পবিত্রতার উৎস আত্ম-সমালোচনা।"

নিজেদের দোষত্রুটি খোঁজার পর আমাদের এসকল দোষত্রুটির উৎস সম্পর্কে জানার চেষ্টা চালাতে হবে, জানতে হবে এগুলো কোন জায়গা থেকে আসছে, যাতে আমরা এসকল দোষত্রুটিকে দূর করতে পারি। এ কারণে ইবনু আতা বলছেন, "সকল পাপ, উদাসীনতা ও কামনা-বাসনার মূল হচ্ছে আত্মতুষ্টি এবং সকল সৎকর্ম, সতর্কতা ও পবিত্রতার উৎস আত্ম-সমালোচনা।"

আমাদের দোষত্রুটির–তা পাপাচার, উদাসীনতা কিংবা কামনাবাসনা যাই হোক না কেন–সাধারণ উৎস নিজের প্রতি সন্তুষ্টিভাব। নিজের প্রতি মিথ্যা তুষ্টিই মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রাখে, প্রতারণায় ভুলিয়ে রাখে। সে নিজেকে বলে, "আমি তো এই, আমি সেই, আমি ভালো আমল করছি, অন্যরা তো সব ধ্বংসের মুখে, সব পথভ্রষ্ট, আমিই হেদায়াতের পথে আছি। তারা সব খারাপ, আমিই কেবল ভালো। আমার কোনো চিন্তা নেই, আমি প্রায় মুক্তিপ্রাপ্ত।"

আল্লাহ বলছেন,

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

"আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।"[১]

মানুষের অভ্যন্তরে বাস করা এই তিরস্কারী আত্মা মুমিনকে নিজের ওপর সন্তুষ্ট হতে দেয় না। কখনোই সে ধোঁকায় পড়ে না যে পাপ করলেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবে। বরং সে সর্বদাই নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে, নিজের সমালোচনা করতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। এমনকি নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামও নিজেকে দোষারোপ করেছেন যা কুরআনে এভাবে এসেছে,

---

[১] (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫:২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ
إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"সে বললো, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

নবী ইউসুফের মত এমন পূতপবিত্র ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবান নবী পর্যন্ত নিজেকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করেননি, সেখানে আমরা কে? তাঁর মর্যাদা ও পবিত্রতার তুলনায় আমাদের অবস্থান কোথায়?

ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বিবেক, যা তাকে তিরস্কার করে, কিয়ামতের দিন তাকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। যার মাঝে এই বিবেক নিষ্ক্রিয় সে সমূহ বিপদের মধ্যে আছে। কুরআনে দুই বাগানের অধিকারী'র গল্প থেকেও আমরা এই শিক্ষা পাই। দুজন ব্যক্তির একজন ছিলো অত্যন্ত দাম্ভিক ও নিজের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। এমনকি সে বলত,

وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا
مُنقَلَبًا

"আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর আমাকে যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হয়ই, তবে আমি নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাবো।"[২]

কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এটাই যে, মুমিনের সাধারণ মানসিকতা কখনোই আত্মতুষ্টি হবে না। নবী ﷺ এর সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের কাছে মদীনার মুনাফিকদের নাম ছিলো, যা অন্যান্য সাহাবীদের জানা ছিলো না। উমার ইবনুল খাত্তাব হানযালার

---

[১] (সূরা ইউসুফ, ১২:৫৩)
[২] (সূরা কাহাফ, ১৮:৩৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে এসে জানতে চাইতেন তাঁর নাম সেই তালিকায় আছে কিনা! উমারের মত ব্যক্তিত্ব এই প্রশ্ন কেন করতেন? কারণ তিনি আন্তরিকভাবে কখনোই নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না, নিজের প্রতি তুষ্ট হতে পারতেন না, নিজেকে তিনি কোনো দৃষ্টিতেই ধার্মিকতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত বলে বিবেচনা করতে পারতেন না। তিনি কঠোর ও নির্দয়ভাবে নিজেকে সমালোচনা করতেন, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন, "আমার এক পা জান্নাতে আরেক পা জান্নাতের বাহিরে থাকলেও আমি আল্লাহর থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবো না।" কেন তিনি এমনটা বলতেন? কারণ জান্নাতকে নিজের আমলের বদৌলতে অর্জিতব্য বলে মনে করতেই পারতেন না। হাজারো উত্তম আমল সত্ত্বেও তিনি নিজেকে জান্নাতের যোগ্য ও আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ বলে ভাবতে পারতেন না। এই আবু বকরের ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব বলেছিলেন,

لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ أَبِيْ بَكْرٍ بِإِيْمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَّحَ بِهِمْ.

"পৃথিবীবাসীর আমলের সাথে যদি একা আবু বকরের ঈমানের ওজন করা হয় তবে আবু বকরের ঈমানই অধিক ভারী হবে!"[১]

ব্যক্তি যদি নিজেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী মনে করে তবে এই ভাবনাই তাকে এক সময় অহংকারের দিকে ঠেলে দেয়, তখন তার নেক আমলই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি সে নিজেকে সর্বনিম্ন স্তরের মুমিন বলে মনে করে, তবে সর্বদা নিজেকে উন্নত করার, নিজের আমল ও আখলাককে বিকশিত করার এবং আল্লাহকে বেশি বেশি সন্তুষ্ট করার চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিজের ব্যাপারে সে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারবে না। এমনটাই নবী, সাহাবী ও পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ।

তবে আত্ম-সমালোচনা যেন আত্ম-ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয় সেদিকেও নজর রাখা জরুরী। ব্যক্তি নিজেকে এতটাই সমালোচনা করবে না যে সে নিজের প্রতি সকল প্রকার আত্মবিশ্বাস ও ভরসা হারিয়ে ফেলে নিদারুণ হতাশায় পতিত হবে—এমনটা মোটেও কাম্য নয়। সে সর্বদা নিজেকে বলতে থাকবে সে ভালো না, সে কখনোই কোনো ভালো কাজ করেনি, তার দ্বারা ভালো কাজ হওয়া সম্ভব না, তার জন্য আযাব

---

[১] (শুআবুল ঈমান)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপেক্ষা করছে এবং এসব ভেবে ভেবে সে নৈরাশ্যের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে–আত্মতুষ্টি না ভোগার অর্থ মোটেও এটা নয়। এটা আত্মতুষ্টির বিপরীতপক্ষে আরেক প্রান্তিকতা। আমরা আগেই বলে এসেছি ইসলাম ভারসাম্যের দীন, পরিমিতির ধর্ম। সবকিছুতে পরিমিতিবোধ অত্যন্ত জরুরী, এর মাঝেই আছে মুক্তি। এক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নিজের ঈমান ও আমলের প্রতি বিস্ময়াবিষ্ট না হওয়া, নিজেকে পবিত্র না ভাবা, আত্মতুষ্টিতে না ভোগা, নিজের সমালোচনা অত্যন্ত জরুরী, তবে তা যেন নিজের প্রতি হতাশা ও নৈরাশ্যে পরিণত না হয় সেদিকেও লক্ষ রাখা একান্ত দরকারী। আত্ম-সমালোচনা না করে নিজের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে যাওয়া এবং সমালোচনা করতে করতে নিজেকে ফুরিয়ে ফেলা উভয় রকমের প্রান্তিকতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন এবং ভারসাম্যের সাথে নিজের অবস্থান বিবেচনা করে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়াই মুমিনের কর্তব্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বাদশ পদক্ষেপ : সৎ বন্ধু

"এমন কাউকে বন্ধু বানিও না যে নিজের অবস্থার মাধ্যমে তোমাকে উন্নত করে না কিংবা কথাবার্তার মাধ্যমে তোমাকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি পাপ করছ, তারপরেও তুমি ভাবছ তুমি ভালো কাজ করছ, কেননা তুমি যাদেরকে সঙ্গী বানিয়েছ তারা তোমার চাইতেও নিকৃষ্ট।"

আমরা জেনেছি নিজের দোষ কীভাবে খুঁজতে হয়, নিজেদের দোষত্রুটির উৎস কি। অবগত হয়েছি যে, আত্মতুষ্টিই আমাদের সকল পাপাচারের সাধারণ উৎস। এক্ষেত্রে ইবনু আতা আমাদেরকে আরেকটি দোষের দিকে নির্দেশ করছেন, তা হলো–অসৎ বন্ধু নির্বাচন। তাঁর ভাষায়, "এমন কাউকে বন্ধু বানিও না যে নিজের অবস্থার মাধ্যমে তোমাকে উন্নত করে না কিংবা কথাবার্তার মাধ্যমে তোমাকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি পাপ করছ, তারপরেও তুমি ভাবছ তুমি ভালো কাজ করছ, কেননা তুমি যাদেরকে সঙ্গী বানিয়েছ তারা তোমার চাইতেও নিকৃষ্ট।"

মানুষ সাধারণত নিজেকে আপন সঙ্গীদের সাথে তুলনা করে। মানুষের সঙ্গী যদি তার চাইতেও নিকৃষ্ট কেউ হয় তবে সে নিজের সামান্য দোষত্রুটি তো দূর বড় বড় পাপাচারও ছোট মনে করতে থাকবে, কেননা সে তার চারপাশে দেখবে এর চেয়েও বড় খারাপ অবস্থা বিদ্যমান। তখন এটা স্বাভাবিক যে সে নিজেকে উন্নত করার কোনো প্রকার তাড়না অনুভব করবে না। কিন্তু যদি তার সঙ্গী এমন কেউ হয় যারা তার চাইতে উন্নত, তারা তাকে ভালো কাজ ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করে তখন সে নিজেকে সঙ্গীদের সাথে তুলনা করলে নিজেকে অন্যদের চাইতে তুলনামূলক নিচু স্তরের বলে আবিষ্কার করবে। তখন সে নিজের প্রতি মনোযোগী হবে, নিজেকে উন্নত করার জন্য ভেতর থেকে প্রেরণা পাবে। নবী ﷺ সঙ্গীদের ব্যাপারে বলেছেন,

> "উত্তম সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের মত। সুগন্ধি বিক্রেতা হয় তোমাকে কোনো সুগন্ধি উপহার দেবে অথবা তুমি তার থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামার হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।"[১]

---

[১] (বুখারী ও মুসলিম)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তম আচরণের কাউকে বন্ধু বানালে আপনি তার থেকে সুগন্ধি পাবেন। কেননা, মুমিন স্বাভাবিকভাবেই পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করে, সুগন্ধি পরিচ্ছন্নতার একটি অংশ, এ কারণে মুমিন সুগন্ধিযুক্তই থাকে। অন্যদিকে ঈমান, আমল, সত্যাশ্রিত চিন্তা, যথার্থ বচনের কারণে (আত্মিকভাবেও সে) সুগন্ধিযুক্ত থাকে। আর তাই উত্তম মুমিনকে বন্ধু বানালে আপনি তার সঙ্গের কারণে সুবাসবেষ্টিত থাকবেন এবং উপদেশ, স্মরণিকা, কুরআন, উত্তম নির্দেশনা এমনকি মুচকি হাসির মাধ্যমে আপনি নৈতিক সুগন্ধিও পাবেন। আপনি তাকে দেখে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে, সাদাকা করতে, উত্তম কথা বলতে, সালাত পড়তে, উত্তমভাবে কথা বলতে, উন্নত চিন্তা করতে অনুপ্রেরিত হবেন।

অন্যদিকে কামারের মত মন্দ কোনো মানুষকে নিজের সঙ্গী বানিয়ে নিলে আপনি তার থেকে হয়ত অপরিচ্ছন্নতা ও ধুমপানের দুর্গন্ধ পাবেন। তেমনি মন্দ কথা বলা, গালি দেওয়া, চোখের খিয়ানত করা, সালাত না পড়া, গীবত, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহর ব্যাপারে মন্দ ধারণার মত নানা নৈতিক দুর্গন্ধ ও পাপাচার আপনি তার থেকে লাভ করবেন।

ইবনু আতার কথায় একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা আদতে ক্ষুদ্র মনে হলেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইবনু আতা বলেছেন, "এমন কাউকে বন্ধু বানিও না, যে নিজের অবস্থার মাধ্যমে..." অবস্থা কেন বলা হলো? অবস্থা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? অবস্থা, যাকে আরবীতে 'হাল বা হালাত' বলা হয়, হচ্ছে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, অভ্যন্তরীণ, আত্মিক, নৈতিক অবস্থা। নবী ﷺ বলেছেন, "এক দিরহাম হাজার দিরহামের চাইতে ভারী হয়ে গিয়েছে।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এরকমটা কীভাবে হলো?" তিনি উত্তরে বললেন,

"একজন ধনী ব্যক্তি নিজের অঢেল সম্পদ থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে দান করে দিলো, অন্যদিকে এক ব্যক্তির কাছে আছেই দুই দিরহাম, সে সেখান থেকে এক দিরহাম নিয়ে দান করে দিলো (এভাবে এক দিরহাম হাজার দিরহামের চাইতে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক মূল্যবান হয়ে গেলো)।"[১]

একটি মাত্র দিরহাম এক হাজার দিরহামের চাইতে ভারী এ কারণেই হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি তার গোটা সম্পত্তি থেকে অর্ধেক দিয়ে দিয়েছে, আরেকজন তার

---

[১] (ইবনু হিব্বান ও নাসাঈ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অঢেল সম্পত্তি থেকে এক হাজার দিরহাম দান করেছে, এখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা বা হালাতের কারণেই তার দানকৃত এক দিরহাম এক হাজার দিরহামের চাইতে অধিক মূল্যবান হয়ে গেছে। অর্থাৎ, এখানে মূল পার্থক্য দানকারীর আন্তরিক অবস্থা। এই আত্মিক অবস্থাই দৃশ্যত একই আমলের মাঝে আকাশ ও যমীনের মত পার্থক্য সূচিত করতে পারে।

এরূপ আত্মিক প্রশান্তি, সত্যের প্রতি অনুরক্তি ও অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার ভিত্তিতেই এক মানুষের প্রতি আরেক মানুষের প্রভাব পড়ে। যার আত্মিক শক্তি, যা ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমেই হাসিল হয়ে থাকে, উচ্চমানের হয় তার পারিপার্শ্বিক লোকেরা তার দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়। এ কারণেই দেখা যায় কোনো কোনো পবিত্র আত্মার একটি কথাতেই মানুষ পরিবর্তন হয়ে যায়। একটিমাত্র বাক্যই হাজারো অন্তরে ঝড় তুলে দিতে পারে, বিপ্লবের প্রারম্ভ করতে পারে, বহু বছরের মিথ্যার জঞ্জাল দূর করে দিতে পারে। এমনকি কোনো কোনো সময় কথা না বলেও তিনি অন্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেন, কেবলমাত্র নিজের অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির মাধ্যমে।

রবের পথে যাত্রা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ত্রয়োদশ পদক্ষেপ : উদাসীনতা

"অন্তর উপস্থিত না হওয়ার কারণে আল্লাহর স্মরণ করা বন্ধ করে দিও না। কেননা তাঁর ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়ার চাইতে তাঁকে ভুলে যাওয়া আরও মন্দ। (মৌখিকভাবে যিকর করতে থাকলে) হতে পারে আল্লাহ তোমার অমনোযোগীতার অবস্থাকে মনোযোগীতার অবস্থায় পরিবর্তন করে দেবেন এবং মনোযোগীতার অবস্থা থেকে তাঁর ব্যাপারে পূর্ণ একনিবিষ্টতার অবস্থায় নিয়ে যাবেন। তাঁর ব্যাপারে একনিবিষ্টতা অর্থ তিনি ছাড়া আর সকলকিছুর ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে যাওয়া।"

উদাসীনতা মানুষের অনেক বড় একটি ত্রুটি, আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য তা আরও বেশি ভয়ানক ও মারাত্মক। আমরা নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্বকে ভুলে যাই, বিস্মৃত হয়ে যাই আমাদের দ্বীনি কর্তব্যের ব্যাপারে, এর মূল কারণ উদাসীনতা। এই উদাসীনতা দূর করার উপায় বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করা। কুরআন ও সুন্নাহয় যিকর বা আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে অসংখ্য নির্দেশনা এসেছে,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ.

"তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করো, আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"[১]

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

[১] (সূরা আ'রাফ, ৭:২০৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"যারা দণ্ডায়মান, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে (বলে), হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তা বৃথা সৃষ্টি করেননি, আমরা আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন।"[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো। এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো।"[২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللهِ

"তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে।"[৩]

আমরা আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও আমাদেরকে স্মরণ করেন

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো আর তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো ও অকৃতজ্ঞ হোয়ো না।"[৪]

আল্লাহকে স্মরণ করা অন্তরের প্রশান্তির কারণ,

الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

---

[১] (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৯১)
[২] (সূরা আহযাব, ৩৩:৪১-৪২)
[৩] (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)
[৪] (সূরা বাকারাহ, ২:১৫২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।"[১]

আল্লাহর স্মরণ করাই ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য,

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"অতএব, আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।"[২]

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যিকর করা হলেও অন্তর মনোযোগী হয় না। হৃদয় অমনোযোগী থাকে, কিন্তু জিহ্বা নড়তে থাকে। ফলে যিকরের সাথে আত্মিক সংযোগ ঘটে না, আধ্যাত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। ইবনু আতা বলছেন, "অন্তর উপস্থিত না হওয়ার কারণে আল্লাহর স্মরণ করা বন্ধ করে দিও না। কেননা, তাঁর ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়ার চাইতে তাঁকে ভুলে যাওয়া আরও মন্দ। (মৌখিকভাবে যিকর করতে থাকলে) হতে পারে আল্লাহ তোমার অমনোযোগীতার অবস্থাকে মনোযোগীতার অবস্থায় পরিবর্তন করে দেবেন এবং মনোযোগীতার অবস্থা থেকে তাঁর ব্যাপারে পূর্ণ একনিবিষ্টতার অবস্থায় নিয়ে যাবেন। তাঁর ব্যাপারে একনিবিষ্টতা অর্থ তিনি ছাড়া আর সকল কিছুর ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে যাওয়া।"

কুরআন পড়ছেন কিন্তু কুরআনের দাবী ও চাহিদা মোতাবেক কুরআনের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ও তাদাব্বুর করতে পারছেন না, সালাত পড়ছেন কিন্তু মনোযোগ আসছে না, মুখে যিকর করলেও অন্তরে তার প্রভাব পড়ছে না–এ কারণে ইবাদাত ও যিকর করা বন্ধ করে দেবেন না। কেননা, বাহ্যিকভাবে এসকল আমল যখন অভ্যাসে পরিণত হবে আশা করা যায় একসময় এর সাথে অন্তরের মনোযোগও সংযুক্ত হয়ে যাবে। বান্দার চেষ্টা দেখে আল্লাহ বান্দার বাহ্যিক আমলের সাথে অন্তরকেও জুড়ে দেবেন। হতে পারে এক সময় মুমিনের মাঝে উচ্চতর মনোযোগ ও পূর্ণ একনিবিষ্টতা চলে আসবে যার কারণে আমলের সাথে অন্তর সর্বদা উপস্থিত থাকবে।

অন্তরে সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সাধারণ মনোযোগীতা থেকে উচ্চতর স্তর। অন্তরের উপস্থিতির মানে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে সে অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব, ঐশ্বর্য

---

[১] (সূরা রাদ, ১৩:২৮)
[২] (সূরা ত্বহা, ২০:১৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও নিআমত অনুভব করতে পারে; জান্নাতের কথা ওঠানো হলে সে মনে মনে জান্নাতকে উপলব্ধি করতে পারে। আলী ইবনু আবি তালিব এমন অন্তরের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "তাদের সামনে আযাবের কোনো আয়াত আসলে তাদের অন্তর ভীত হয়, তাদের কর্ণ সজাগ হয়ে যায়, যেন তারা নিজেদের কানে জাহান্নামের চিৎকার ও ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছে। জান্নাতের বর্ণনা শুনলে তাদের মাঝে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, তারা হন্যে হয়ে জান্নাতকে খুঁজতে থাকে, তারা জান্নাতের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, যেন তারা জান্নাতকে স্বচক্ষে দর্শন করছে।"

এমতাবস্থায় আল্লাহর নাম স্মরণ করা মাত্রই তারা আল্লাহ ভিন্ন সকল কিছু থেকে আন্তরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই তার চেতনায় বিরাজ করতে পারে না। এটা অন্তরের বিশেষ এক অবস্থা। সবার এরকম হালত হয় না। আল্লাহর বিশেষ এই নিআমত যদি দিনে বা সপ্তাহে এক দু'বারও আসে তবুও তা বান্দার জন্য বিরাট সৌভাগ্য। এক মুহূর্তের জন্য হলেও গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক অভিনিবেশ ও আত্মিকভাবে আল্লাহর সাথে নিজেকে জুড়ে রাখা, অতএব অন্তরে সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি ও সাধারণ মনযোগের বিষয়টি একই নয়, এদের মাঝে পার্থক্য আছে।

যেমন–আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাঈর রাদিআল্লাহু আনহু সালাত পড়তে দাঁড়ালে নিজের ঘরের দেয়াল পতিত হওয়ার শব্দও অনুভব করতে পারতেন না। পাখি তাঁর মাথায় এসে দাঁড়িয়ে থাকত, কিন্তু তিনি নিশ্চলভাবে সালাত পড়তেই থাকতেন। মানুষজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলতেন 'আমি কোনো শব্দই শুনতে পাইনি।' এটা কীভাবে হত? কারণ তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে সত্যিকারার্থেই আল্লাহর দরবারে হাজির হতেন। তিনি দুনিয়া থেকে নিজেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে মহানহিম আল্লাহর সামনে পেশ করতেন। নিজের অন্তরকে আল্লাহর স্মরণের সাথে এমনভাবে জুড়ে রাখতেন যে, তিনি জগতের কোনো কিছুই অনুভব করতে পারতেন না।

তবে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি কথা বলে রাখা উচিত, আসলে উদাসীনতা স্বয়ং কিন্তু কোনো সমস্যা নয়। কেন? উদাসীনতা আসলে কি? উদাসীনতা হচ্ছে মনোযোগীতার বিপরীত। মনোযোগ মানে হলো concentration বা মনকে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ করা। আর মনকে বিশেষ একটি বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ করা মানে হলো অন্যান্য যেসব জায়গায় মন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখান থেকে তাকে মুক্ত করা। মনকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্ত করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

concentrated বা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট কিছুর ওপর মনোযোগ দিতে হলে কিছু না কিছুর ওপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতেই হয়, অর্থাৎ, এক প্রকার উদাসীন হয়ে যেতে হয়। উদাসীনতা মনের এক প্রকার স্বাভাবিকতাই বটে। এমন কোনো মন নেই যেখানে উদাসীনতা নেই। যেখানেই মন আছে সেখানেই উদাসীনতা আছে।

এ কারণে উদাসীনতা স্বয়ং মন্দ কিছু নয়। তাই মন থেকে উদাসীনতা পুরোপুরি নির্মূল করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। বরং কিছু কিছু উদাসীনতা অন্তরের ব্যাধি এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ক্ষতিকর। দেখার বিষয় হচ্ছে আমি-আপনি কিসের প্রতি মনোযোগী আর কিসের প্রতি উদাসীন। হয় আপনি জগতের প্রতি উদাসীন থাকবেন এবং সত্যের প্রতি মনোযোগী হবেন অন্যথায় জগতের প্রতি মনোযোগী হয়ে সত্যের দিকে মনোযোগ হারাবেন। যদি সত্যের প্রতি উদাসীন থাকা হয় এবং মিথ্যার প্রতি আগ্রহ থেকে থাকে তবে নিঃসন্দেহে সেই উদাসীনতা নেতিবাচক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ক্ষতিকারক। তখনই তা আত্মঘাতী ব্যাধিতে পরিণত হবে। ধীরে ধীরে তা প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলবে, যতক্ষণ না তাওবা ও তাকওয়া নামক উদাসীনতাবিনাশী শক্তিগুলো দ্রুত তাকে গ্রাস না করে নিচ্ছে।

আর আমরা যদি উদাসীনতাকে সত্যিকারার্থেই ব্যবহার করতে পারি, সত্যের প্রতি মনোযোগী থাকি, সৎকর্ম ও তাকওয়ার প্রতি মনোযোগ আবদ্ধ রাখি, সত্যের প্রতি অন্তরের চোখ সবসময় খোলা রাখতে পারি এবং মিথ্যা, অস্থায়ীত্ব, অর্থহীনতা ইত্যাদি থেকে উদাসীন থাকতে পারি–তখন আমরা প্রকৃতার্থেই জেগে উঠতে পারবো, হতে পারবো মনোযোগী, হতে পারবো মুক্ত–ব্যাধিরূপ উদাসীনতা থেকে।

আশা রাখি যে, একদিন উদাসীনতা ও বিস্মৃতির সুড়ঙ্গ থেকে আমরা আত্মিক নিশ্চলতা ও প্রশান্তির আলোর পথে হাঁটবো। এক নতুন 'আমি'তে পরিণত হবো। যেই 'আমি' নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালককে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্মরণ ও উপলব্ধি করতে পারবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্দশ পদক্ষেপ
অপমান, মুখাপেক্ষীতা ও ধোঁকা থেকে মুক্ত হওয়া

"(মানুষের কাছ থেকে) অপমানের বৃক্ষ আসলে (তাদের প্রতি) মুখাপেক্ষীতার বীজ থেকে উদ্গত।"

অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা নিজের দোষত্রুটি অন্বেষণ প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। ইবনু আতা এখানে আরেকটি দোষের কথা উল্লেখ করছেন, তা হলো– অপমান। প্রশ্ন আসতে পারে যে অপমান ভোগ করছে তার দোষ কীভাবে হয়, দোষ তো হওয়ার কথা যে অপমান করেছে তার? অপমান এ কারণে দোষ কেননা, এই অপমান আসলে অন্তরে মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষীতার বীজের বহিঃপ্রকাশ। অত্যন্ত আলঙ্কারিকভাবে ইবনু আতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন, "(মানুষের কাছ থেকে) অপমানের বৃক্ষ আসলে (তাদের প্রতি) মুখাপেক্ষীতার বীজ থেকে উদ্গত।"

মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষীতার বীজই এক সময় মানুষের কাছ থেকে আগত অপমানের বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়। এই বৃক্ষ কথা ও কাজের মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়, যার মাধ্যমে মানুষ আরেক মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজন ও আর্জি পেশ করে।

এই মুখাপেক্ষীতার কারণ কি? ইবনু আতার ভাষায় এর কারণ হলো 'ধোঁকা', "আর কোনো কিছুই তোমাকে এরূপ ধোঁকা দিতে পারে না যতটা এই ধারণা যে, তুমি যা ছেড়ে দাও সেক্ষেত্রে তুমি স্বাধীন, কিন্তু তোমার যা প্রয়োজন সে ব্যাপারে তুমি দাসানুদাস।" যারা মানুষের কাছে এই ভেবে ধরনা দেয় যে তারা মনে হয় তার প্রকৃত উপকার সাধন করতে পারবে–তবে এটা এক বিশাল ধোঁকা। কেননা প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই প্রকৃত উপকার করতে পারে না। মানুষের প্রতি এরূপ মুখাপেক্ষীতা অনুভব করাই অপমানের কারণ, মানুষ কারো উপকার করতে পারে এই ধোঁকাই মুখাপেক্ষীতার কারণ। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই সমাধান এবং আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়ার অনেক বড় একটি পন্থা।

জীবনে চলতে হলে মানুষের সাহায্য নেওয়া মাঝে মাঝে একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাতে কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ এই সাহায্য নেওয়া সাহায্যকারীর প্রতি মুখাপেক্ষীতার সৃষ্টি না করছে, যা বিনিময়ে অপমান ও দাসত্ব সৃষ্টি করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবী ﷺ বলেছেন,

اُطْلُبُوا الْحَوَائِجَ بِعِزَّةِ الْأَنْفُسِ

"নিজের প্রয়োজন চাইতে হলে মর্যাদার সাথে চাও।"

প্রয়োজনের সময় মানুষের কাছে চাইতে বাধা নেই, তবে মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সাথে চাইতে হবে, অন্তরে মুখাপেক্ষীতা ও নিচুতার ভাব রাখা যাবে না। অন্তরে মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষীতার বীজ রোপণ করতে দেওয়া যাবে না, যাতে তা অপমানের বৃক্ষে পরিণত না হতে পারে। মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষীতার ভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারলে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে মানুষের সাথে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে আচরণ করা সম্ভবপর হয়। নবী ﷺ ইবনু আব্বাসকে উপদেশ দিতে যেয়ে বলেছেন,

> "হে বৎস! যদি গোটা জাতি একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করার চেষ্টা করে তবে তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না যতটুকু তোমার ভাগ্যে লেখা আছে তা বাদে। গোটা জাতি যদি তোমার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যতটুকু তোমার জন্য লিখিত হয়ে আছে।"[১]

প্রকৃত স্বাধীনতা আল্লাহর দাসত্বেই, স্বাধীনতার এটাই প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিকোণ। আপনি যখন আল্লাহর দাস হবেন তখন আল্লাহ ভিন্ন সকল কিছু থেকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন; মানুষ, বস্তু, নিজের কামনা-বাসনা, সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক চাপ যাই হোক না কেন।

মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষীতার ভাব থেকে যেমন অপমান উদ্ভূত, আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্বের বৃক্ষ আল্লাহর প্রতি আন্তরিক মুখাপেক্ষীতার বীজ থেকেই উদ্গত। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত অন্যদের (প্রতি মুখাপেক্ষীতা) বর্জন করে আল্লাহর প্রতি দাসানুভূতির সঠিক পরিচর্যা করা। যা আমাদেরকে আল্লাহর পথের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে পরিচালিত করবে।

---

[১] (তিরমিযী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চদশ পদক্ষেপ

কৃতজ্ঞতাবোধ

"তুমি যখন কৃতজ্ঞতা পোষণ করো না তখন তা হারানোর ঝুঁকি বাড়িয়ে দাও। আর যখন কৃতজ্ঞতা আদায় করো তখন তা নিজের সাথে দৃঢ়ভাবে বেঁধে নাও। যদি তুমি নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অগ্রসর না হও তবে তিনি তোমাকে পরীক্ষার শেকল দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেবেন।"

রিযকের ক্ষেত্রে আল্লাহর একটি সুন্নাত হচ্ছে আমরা যদি কৃতজ্ঞ হই তবে তিনি বৃদ্ধি করে দেবেন অথবা অধিক উত্তম কোনো কিছু দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করে দেবেন।

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

> "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই (আমার নিআমত) বৃদ্ধি করে দেবো।"[১]

আমরা কখনোই আল্লাহর সকল নিআমত গণনা করতে পারবো না। এ কারণে আমাদের উচিত আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন সর্বোত্তমভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

> "তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।"[২]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

---

[১] (সূরা ইবরাহীম, ১৪:৭)
[২] (সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে (জেনে রেখো) অবশ্যই আমার শাস্তি কঠোর।"[১]

এখানে 'কাফারতুম' দ্বারা আভিধানিক অর্থে কুফর বা অবিশ্বাস অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ আল্লাহর নিআমতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞতা পোষণ করা। এই শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতাহীনতার গুরুত্ববহতা। ইবনু আতা বলেছেন, "তুমি যখন কৃতজ্ঞতা পোষণ করো না তখন তা হারানোর ঝুঁকি বাড়িয়ে দাও। আর যখন কৃতজ্ঞতা আদায় করো তখন তা নিজের সাথে দৃঢ়ভাবে বেঁধে নাও।" আল্লাহ নিআমত বৃদ্ধি করে দেওয়ার, নিরন্তর নিআমত বর্ষণের প্রতিশ্রুতি করেছেন–তবে শর্ত হচ্ছে নিআমতের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। তবে কৃতজ্ঞতা মানে কেবল মুখে মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলা নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত নিআমতকে সর্বোত্তম উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমেও এই কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে।

ইবনু আতা বলছেন, "যদি তুমি নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অগ্রসর না হও তবে তিনি তোমাকে পরীক্ষার শেকল দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেবেন।" অতএব আমরা যদি আল্লাহর নিআমতের শুকরিয়া স্বরূপ নেক আমল করে আল্লাহর দিকে না আগাই তবে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা নেবেন এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর কাছে টেনে নেবেন। এটাও আল্লাহর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের মর্যাদাকে উন্নীত ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন। আপনি যখন বিপদে পতিত হন, আল্লাহর দিকে ফিরে যান, এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর নিকটবর্তী হন এবং তিনি আপনার গুনাহ মাফ করে দেন।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

"আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না।"[২]

---

[১] (সূরা ইবরাহীম, ১৪:৭)
[২] (সূরা মুমিনুন, ২৩:৭৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

"তারা কি দেখে না যে, 'তাদেরকে প্রতি বৎসর একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয়?' এরপরও তারা তাওবাহ্ করে না এবং উপদেশও গ্রহণ করে না।"[১]

আল্লাহ শাস্তি দেওয়ার জন্য বিপদ দেন না। তিনি শাস্তি দেন তাঁর নিআমতের কদর উপলব্ধির জন্য, আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করার জন্য। তিনি চান বিপদের মাধ্যমে যাতে কথা ও কাজের মাধ্যমে আমরা আরও অধিক পরিমাণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করি।

আমরা প্রতি মুহূর্তেই তাঁর দেওয়া অজস্র নিআমত ভোগ করে চলেছি। কিন্তু তিনি একটি নিআমত কেড়ে নিলে আমরা ভাবি আমরা বুঝি 'শেষ'। আসলে তা হাজারো নিআমতের একটি মাত্র। বিপদের মূল উদ্দেশ্য একটি নিআমত চলে যাওয়ার মাধ্যমে যাতে আমরা অন্যান্য নিআমতের মর্মও অনুভব করি এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি। যদি আমরা একনিষ্ঠভাবে তাওবা করি তবে আমাদের পরীক্ষা শেষ।

سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দেবেন।"[২]

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[৩]

---

[১] (সূরা তাওবা, ৯:১২৬)
[২] (সূরা ত্বলাক, ৬৫:৭)
[৩] (সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৫-৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি আমরা পরীক্ষা একেবারেই বাদ দিয়ে দিতে চাই তবে আমাদেরকে কোনো ভুল করা চলবে না। কিন্তু মানুষমাত্রই ভুল করে। ভুল করাটাই তার স্বভাব, না করাটাই বরং অস্বাভাবিকতা। আমরা সর্বদা নিষ্কলুষতার সাথে আল্লাহর পথে চলতে পারি না। সর্বদা তাঁর নিআমতের শুকরিয়া আদায় করা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। আমরা বারেবারে বিস্মৃত হয়ে যাই-ই। এ কারণে নবী ﷺ বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

"প্রত্যেক মানুষই ভুল করে। কিন্তু সর্বোত্তম ভুলকারী যে তাওবা করে।"[১]

আল্লাহ যেন আমাদের এই যাত্রাকে সহজ করে দেন। এমন কোনো পরীক্ষা না নেন যা আমাদের সাধ্যাতীত। আর যখন পরীক্ষা আপতিত হয়েই যায় তখন যেন ধৈর্য ও তাওবার সাথে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, আমীন।

[১] (তিরমিযী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষষ্ঠদশ পদক্ষেপ

আল্লাহর 'দান করা' ও 'বঞ্চিত করা'র প্রজ্ঞা বোঝা

"তুমি ভাবছ আল্লাহ তোমাকে দিচ্ছেন, আসলে তিনি তোমাকে বঞ্চিত করছেন! তুমি ভাবছ তিনি তোমার থেকে কেড়ে নিচ্ছেন, আসলে তিনি তোমাকে দিচ্ছেন! তোমাকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে যদি আল্লাহ তোমার জন্য বুঝের দ্বার খুলে দেন, তবে এটা তোমার জন্য উপহার। তুমি বিপদকে শাস্তি ভাবো, কেননা তুমি এর মর্ম বুঝতে পারছ না। তোমার জন্য ইবাদাতের দরজা খুলে দেওয়া হলো কিন্তু তোমার জন্য কবুলিয়্যাতের দরজা খোলা হলো না। তুমি গুনাহ করতে উদ্যত হচ্ছ, কিন্তু এটাই হয়ত তোমার জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পথ হয়ে গেছে। যেই গুনাহ অন্তরে বিনয় ও অনুতাপ সৃষ্টি করে তা অহংকার ও (নিজের ব্যাপারে) ভুলধারণা সৃষ্টি করা নেক আমলের চাইতে উত্তম।"

আল্লাহ মানুষকে 'ভালো', 'মন্দ' 'সৌভাগ্য' 'দুর্ভাগ্য' দিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু অনেক সময় এ বিষয়গুলো নির্ভর করে আমরা এগুলোকে কীভাবে দেখছি ও কীভাবে বিচার করছি। ইবনু আতা আল্লাহর 'দান' ও 'বঞ্চিত' করার প্রজ্ঞা বোঝাতে চাচ্ছেন।

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا
تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ.

"মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। কক্ষনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না।"[১]

---

[১] (সূরা ফজর, ৮৯:১৫-১৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ আমাদের রিযক সংকুচিত করে দেন, এর মানে কি এই নয় যে তিনি আমাদেরকে অপমান করছেন এবং তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন দান করেছেন মানে কি এই নয় যে এটা আসলেই উত্তম? এটা বিচার করার মানদণ্ড কি? মানদণ্ড হচ্ছে বুঝ বা ফাহম। বিপদের মাধ্যমে যদি সঠিক বুঝ আসে, উপলব্ধি অর্জিত হয়, তবে এই বুঝের কারণে আমরা যা হারিয়েছি তার চাইতেও বেশি কিছু অর্জন করে নিয়েছি। বুঝ না থাকলে আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিচার করি। টাকা, সম্পদ, প্রিয়জন হারিয়েছি মানে তা বিরাট 'ক্ষতি'। কিন্তু যদি এর মাধ্যমেই আমরা পরিতুষ্টি, উত্তম আমল, দৃঢ় ইচ্ছার সম্পদ লাভ করি তবে এটাই ওই আপাত ক্ষতির চাইতে বেশি অর্জন বলে গণ্য হবে।

এ কারণে, আমাদের দান ও বঞ্চিতকরণের প্রকৃত অর্থ বোঝা দরকার। অনেক সময় বিরাট অংকের অর্থপ্রাপ্তি আদতে ভালো নয়, কেননা এই অর্থ হয়ত গুনাহের কাজে ব্যয়িত হবে। এভাবে আল্লাহ অধিক পরিমাণে সম্পদ দেন যাতে সে ফিরে আসে এই পাপের রাস্তা থেকে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা বিস্মৃত হলো তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত কিছুর (নিআমতের) দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম; অবেশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো তারা তাতে উল্লসিত হলো তখন অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হলো। অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।"[১]

[১] (সূরা আনআম, ৬:৪৪-৪৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ যখনই নিআমতের দ্বার খুলে দেন তিনি চান আমরা যাতে এর মাধ্যমে সঠিক বুঝ হাসিল করি। এ কারণে নিআমতপ্রাপ্ত হলে প্রথমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত এই নিআমতের সাথে জড়িত সম্ভাব্য পরীক্ষার বিষয়টিকেও গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। ইবনু আতা দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, "তোমার জন্য ইবাদাতের দরজা খুলে দেওয়া হলো কিন্তু তোমার জন্য কবুলিয়্যাতের দরজা খোলা হলো না। তুমি গুনাহ করতে উদ্যত হচ্ছ, কিন্তু এটাই হয়ত তোমার জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পথ হয়ে গিয়েছে।"

অনেক মানুষ সালাত, কুরআন হিফয, দান-সাদাকা, হজ্জ আদায় করা, মানুষকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াসহ নানা ভালো কাজে লিপ্ত আছে, সে ভাবছে এগুলো নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। সে আমল করেছে কিন্তু এর প্রতিদান সে পাবে না। কেননা তাঁর নিয়্যাতে বিশুদ্ধতা ছিলো না, ছিলো একনিষ্ঠতার অভাব। সে মনে মনে মানুষের প্রশংসাপ্রাপ্তির বাসনা করত। আর এই নিয়্যাত নিয়ে ভালো আমল করাই তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে। মুনাফিকরা লোক দেখানো সালাত পড়ত।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا.

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন, আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়–কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।"[১]

আবার ভালো কাজে ভালো নিয়্যাত থাকার পরেও পরবর্তী কিছু কাজের জন্য সেই কাজের প্রতিদান বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

---

[১] (সূরা নিসা, ৪:১৪২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الَّذِيْنَ يُنفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ أَنفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে, পরে তার জন্য খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের নিকট। আর তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[১]

এ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে খোঁটা দেওয়া ও দানের কথা মনে করিয়ে কষ্ট দেওয়ার মানসিকতা রেখে দান করলে বা পরবর্তীতে খোঁটা দেওয়া হলে এতে দান নষ্ট হয়ে যায়। আমল কবুল হওয়ার মূল শর্ত একনিষ্ঠতা। এর মাধ্যমেই আমলে গ্রহণযোগ্যতা আসে; আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপকার হাসিল হয়।

এরপর তিনি আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, "যেই গুনাহ অন্তরে বিনয় ও অনুতাপ সৃষ্টি করে তা অহংকার ও (নিজের ব্যাপারে) ভুলধারণা সৃষ্টি করা নেক আমলের চাইতে উত্তম। ইবনুল কাইয়্যিমও একই কথা বলেছেন, "একটি গুনাহ কখনো কখনো বিনয় সৃষ্টি করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আবার ইবাদাতও কখনো কখনো অহংকার সৃষ্টি করে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।"

অবশ্যই স্বয়ং পাপ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় না। যে পাপ সংঘটিত হয়েছে, গুনাহকারী যদি সেই পাপ থেকে তাওবা করে, নিজের মানসিকতা ও পথ পরিবর্তন করে নেয়, নিজের পাপকে অনুতাপের সাথে স্মরণ করে এবং ভালো আমলের মাধ্যমে সেই পাপের যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে তবে এর ফলাফল বান্দার মাঝে বিনয় ও আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা সৃষ্টি করে, যা সামগ্রিকভাবে উত্তম পরিণতির দিকেই পরিচালিত করে। তার মানে এই নয় যে, কেউ পাপ করে বলবে আমি এর মাধ্যমে বিনয়ী হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করার চেষ্টা করছি, যদিও দুঃখজনকভাবে সূফী নামধারীদের কেউ কেউ এই পন্থা অবলম্বন করেছে।

---

[১] (সূরা বাকারাহ, ২:২৬২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যদিকে যেই ইবাদাত ব্যক্তির মনে দম্ভের সৃষ্টি করে তা স্বয়ং ভালো আমল হলেও তা পরিণতির দিক থেকে মোটেও ভালো নয়। নবী ﷺ বলেছেন,

> "যার অন্তরে সরিষার দানা সমপরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

তিনি আরও বলেছেন,

> "মুমিনের বিষয়টি কতই-না চমৎকার! তার জন্য সকল কিছুই কল্যাণময়। আর এমনটা মুমিন ছাড়া আর কারো হয় না। তার সাথে উত্তম কিছু হলে সে কৃতজ্ঞ হয় এবং এটা তার জন্য কল্যাণময়। তার সাথে খারাপ কিছু ঘটলে সে ধৈর্য ধরে এবং এটাও তার জন্য কল্যাণময়।"[১]

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় আমরাই নিজেদের ওপর ভালো কিংবা মন্দ ফলাফল নির্ধারণ করি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও গ্রহণ করার মনোভাবের মাধ্যমে। ভালো সময়ের কৃতজ্ঞতা এবং খারাপ সময়ের ধৈর্য সকল কিছুই আমাদের জন্য কল্যাণবহ। কিন্তু আমরা যদি নিআমত পেয়ে দম্ভ করি আর খারাপ সময়ে আফসোস আর হা-হুতাশ করে বেড়াই, তবে আমরা অজ্ঞতার পরিচয় দিলাম, এভাবে তা আমাদের জন্য আখেরে অমঙ্গলে পরিণত হলো। আমাদের আচরণের ওপরই নির্ভর করছে কোনো ঘটনা আমাদের জন্য সত্যিকারার্থেই নিআমত নাকি শাস্তি!

---

[১] (বুখারী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্তদশ পদক্ষেপ

আল্লাহর সাহচর্য উপভোগ ও তাঁর নিকট দুআ

"তিনি যদি তোমার থেকে আপনজনদের দূরে নিয়ে যান, তবে জেনে রাখো তিনি তোমার জন্য তাঁর সাহচর্যের দ্বার খুলে দিচ্ছেন। "তিনি যদি তোমাকে দুআ করার সামর্থ্য দেন, তবে জেনে রেখো তিনি তোমাকে কিছু দিতে চাচ্ছেন।"

কখনো কখনো আমাদের প্রিয়জন মারা যায়, আমরা বহুদূরের দেশে চলে যাই, কখনো হতে পারি কারাবন্দী, কিংবা হতে পারি রোগের কারণে হাসপাতালবন্দী। এসকল কিছুই আসলে পরীক্ষা, যা তিনি আমাদের কল্যাণার্থেই দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে আত্মীয়তা, বন্ধুত্বের বন্ধনের প্রকৃত সত্য উন্মোচন করে আমাদেরকে তাঁর সঙ্গের দিকে পরিচালিত করেন। সর্বদা পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গবেষ্টিত থাকার কারণে আমরা আল্লাহকে স্মরণের সময় পাই না। কিন্তু এরাই যখন আমাদের থেকে দূরে চলে যায় তখন আমরা একনিষ্ঠতা ও মনোযোগীতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করার ফুরসত পাই। বিচ্ছিন্নতাকে আপনি হয়ত পরীক্ষা ভাবছেন, উপলব্ধি করতে পারলে তা আসলে এক মহান নিআমত।

ইসলামী ইতিহাসে এরকম অনেক আলিম আছেন যারা কারাবন্দী হয়েও অবিস্মরণীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেননা, তারা প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদের এ সময়টিকে শাস্তি নয়; বরং উপহার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অন্যান্য সময় সাধারণ যে ব্যস্ততা থাকে সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান রাখার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন।[১]

ইবনু আতা বলছেন, "তিনি যদি তোমাকে দুআ করার সামর্থ্য দেন, তবে জেনে রেখো তিনি তোমাকে কিছু দিতে চাচ্ছেন।" অনেক সময় বিপদ এতটা সঙ্গীন হয় যে,

---

[১] এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইমাম সারাখসী, যিনি আল-মাবসূত নামের ফিকহী বিশ্বকোষের রচয়িতা, গোটা গ্রন্থটিই আসলে কারাগারে থেকে রচিত। তিনি ছাত্রদেরকে বলতেন আর ছাত্ররা সেটা লিপিবদ্ধ করে নিত। এভাবেই ত্রিশোর্ধ্ব খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থটি পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর কাছে দুআ করা ছাড়া অন্য কোনো পথই খোলা থাকে না। হতে পারে এর আগে আপনি উদাসীন ছিলেন। আল্লাহর কাছে আপনি একনিষ্ঠভাবে দুআ করতেন না। করলেও তাতে দুআর প্রাণ থাকত না। এরকম একটি বিপদ দিয়ে তিনি আপনাকে তাঁর কাছে একনিষ্ঠভাবে দুআ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

"আচ্ছা! কে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?"[১]

এরূপ অবস্থাও আপনার জন্য কল্যাণজনক। কেননা, দুআর মাধ্যমে আপনি সর্বক্ষণ ইবাদাতের মধ্যেই অতিবাহিত করছেন। নবী ﷺ বলেছেন,

"দুআ হলো ইবাদাত।"[২]

এ কারণে বিপদাপদকে কখনোই সংকীর্ণ বস্তুগত প্রাপ্তি কিংবা বিয়োগের মানদণ্ডে বিচার করা উচিত নয়। প্রকৃত মানদণ্ড হওয়া উচিত আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক। কখনো তিনি বিপদের পর বিপদ দিয়ে আপনাকে ভারাক্রান্ত করেন যাতে তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত হয়। আপনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাকে আরও ইখলাস ও ঐকান্তিকতার সাথে ডাকেন। এটা নিঃসন্দেহে বড় নিআমত।

---

[১] (সূরা নামল, ২৭:৬২)
[২] (তিরমিযী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অষ্টাদশ পদক্ষেপ

ইবাদাতের মানোন্নয়ন

"তিনি তোমার বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন। এ কারণে তিনি ইবাদাতকে বৈচিত্র্যময় করে দিয়েছেন। কিছু কিছু ইবাদাতকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই তাকে অতিক্রম করতে যেও না। ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য কেবল তা পালন করা নয়; বরং তা পূর্ণাঙ্গতার সাথে পালন করা। প্রত্যেক পালনকারী পূর্ণাঙ্গতাদানকারী হয় না।"

আমরা এখন আল্লাহর পথে যাত্রার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, তা হলো ইবাদাতের মানোন্নয়ন। মুমিন নিরন্তর ইবাদাত করার কারণে কখনো কখনো একঘেয়েমিতা অনুভব করতে পারে। আল্লাহ পরম করুণাময়, তিনি মানুষের এই স্বভাব সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত। এ কারণেই তিনি ইবাদাতকে বৈচিত্র্যময় করে দিয়েছেন, এর প্রকার ও সময়ের দিক থেকে।

যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। এটা আল্লাহ আবশ্যক করে দিয়েছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও কিছু সালাত আছে যা অতিরিক্ত বা নফল, যেমন–তাহাজ্জুদ, শুকরিয়ার সালাত, প্রয়োজনের সময়কার সালাত ও প্রমুখ। মুমিন যদি নফল সালাতে একঘেয়েমিতা বোধ করে তবে সে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়েই ক্ষান্ত দিতে পারে। সেসময়টায় নফল সালাতের পরিবর্তে অন্যান্য নফল ইবাদাত–যেমন : দান-সাদাকা, উমরা, জ্ঞানার্জন, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া, মানুষকে সাহায্য করা, আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া–করতে পারে। এসকল নফল ইবাদাতই তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করতে সাহায্য করবে।

মানুষ বৈচিত্র্যময়। এ বৈচিত্র্য কেবল শারিরীক ক্ষমতার দিক থেকেই নয়, বরং কোনো কাজকে উদ্যম ও স্ফূর্তির সাথে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও। এ কারণে আল্লাহ ইবাদাতের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য রেখেছেন। একইভাবে কিছু কাজকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। নবী ﷺ বলেছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"নিশ্চয়ই এই দীন দৃঢ়। তাই দৃঢ়তার সাথেই একে প্রয়োগ করো। যে তার বাহনের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন করে সে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না, তার আগেই বাহন পথিমধ্যে মারা যাবে।"

এ কারণে সূর্যাস্ত, দুপুরের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কিংবা আসরের পরে আমাদেরকে সালাত পড়তে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে বছরের সবদিন সিয়াম রাখা গেলেও রমাদানের আগের কয়টা দিন কিংবা ঈদের দিন সিয়াম রাখতে নিষিদ্ধতার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ চান আমরা যাতে ইবাদাতের মান উন্নয়ন করে উত্তরোত্তর বিকশিত হই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে থাকি। ইবনু আতা বলেছেন, "ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য কেবল তা পালন করা নয়; বরং তা পূর্ণাঙ্গতার সাথে পালন করা। প্রত্যেক পালনকারী পূর্ণাঙ্গতাদানকারী হয় না।" আল্লাহ সালাতের ক্ষেত্রে বলেছেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ

"আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো।"[১]

সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ কেবলমাত্র সালাত আদায় করা নয়, এর অর্থ সালাতের সাথে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে নেওয়া, সালাতের সময় নিজেকে বিনয়ী ও মনোযোগী করা, সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, সালাত আদায়ের পরিবেশ তৈরী করা। সালাত প্রতিষ্ঠা করাই সফলতার মূল চাবিকাঠি।

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে।"[২]

একঘেয়েমিতা, বিরক্তি কিংবা ক্লান্তি অনুভব করলে সেখানে অন্তরের সংযোগ বজায় থাকে না, বিচ্ছিন্ন হয়। সালাতেও যদি ক্লান্তি চলে আসে তখন তা আর বিনয় উদ্গত

---

[১] (সূরা বাকারাহ, ২:৪৩)
[২] (সূরা মুমিনুন, ২৩:১-২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতে পারে না। কিন্তু সালাতের মূলই হচ্ছে বিনয় বা খুশু। আলিমগণ সালাতের খুশুর তিনটি পর্যায় বর্ণনা করেছেন,

প্রথম পর্যায়, তুচ্ছতা অনুভব করা। এর মানে হলো নিজেকে আল্লাহর সামনে তুচ্ছ ও মূল্যহীন বলে মনে করা। অন্তরের এই ভাব সালাতের গতিবিধিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। গোটা সালাতের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর বড়ত্ব ও নিজেদের তুচ্ছতা প্রকাশ করে থাকি। আল্লাহকে বড় তখনই মনে করা সম্ভব যখন আল্লাহর প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে মুখাপেক্ষীতা অনুভব করবো।

দ্বিতীয় পর্যায়, আল্লাহর প্রতি বিস্ময়াবিষ্টতা। এটি তুচ্ছতার স্তর থেকে উর্ধ্বতন। এ স্তরে উঠে বান্দা নিজেকে তুচ্ছ ভাবার পাশাপাশি আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের কারণে তাঁর প্রতি প্রবল ভক্তিশ্রদ্ধা উপলব্ধি করতে থাকে। এই বিনয় ও বিনম্রতাই ভেতর থেকে ক্রন্দন উৎপত্তি করে থাকে।

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

"তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত তেলাওয়াত করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দন করতে করতে।"[১]

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللهِ ذٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

"আল্লাহ অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন, তা এমন কিতাব যা সুসামঞ্জস্য, বার বার তিলাওয়াত করা হয়। এতে তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, অতঃপর তাদের দেহ ও তাদের অন্তর বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই

[১] (সূরা মারঈয়াম, ১৯:৫৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর হিদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।"[১]

তৃতীয় পর্যায়, প্রসন্নতা। সালাতের খুশুর সর্বোত্তম পর্যায় হচ্ছে প্রসন্নতা, অর্থাৎ, আল্লাহর সঙ্গ পেয়ে সুখানুভব করা। কুরআনে আল্লাহর নাম আসলে অন্তরে প্রসন্নতা ও খুশীর ভাব সঞ্চার হওয়া সালাতের সর্বোচ্চ স্তরের বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। এরূপ প্রশান্ত ও স্থিরাবস্থায় ফেরেশতারা নেমে এসে কুরআন শ্রবণ করতে থাকেন। এরকমও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, সাহাবীরা কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন এবং ফেরেশতারা মেঘের মধ্য দিয়ে সেই কুরআন শ্রবণ করছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বোঝাই যাচ্ছে খুশু কেবলমাত্র তখনই আসা সম্ভব যখন তা অন্তরের ভাবাবেগের সাথে আদায় করা হবে। ক্লান্তি বা বিরক্তির সাথে এমনটা সম্ভব নয়।

এই তিনটি পর্যায় কেবল সালাতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের মৌলিক স্তর ঐশী নির্দেশ মোতাবেক বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান পালন করা। কিয়াম, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে সালাত পড়া। অর্থ প্রদানের মাধ্যমে দান করা। পানাহার থেকে বিরত থেকে সিয়াম আদায় করা। কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়িয়ে হজ্জ আদায় করা।

কিন্তু এসকল ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য কেবল বাহ্যিক গতিবিধি ও নাড়াচাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর মা'রিফাতকে মজবুত করা। এই উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে সম্পাদিত করার জন্যই মূলত নানাপ্রকার ইবাদাত দেওয়া হয়েছে। সালাতের মূল উদ্দেশ্য মাথা ঝোঁকানো কিংবা মাথা নুইয়ে দেওয়া নয়, বরং আল্লাহর প্রতি বিনম্রতা, তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন। দান মানে অর্থ বিলানো নয়, বরং আল্লাহর দেওয়া নিআমতকে তাঁর পথে ব্যয় করে তাঁর নৈকট্য অর্জন এবং দরিদ্রের প্রতি দয়া ও রহমত উপলব্ধি করা। খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকা সিয়ামের একটি অংশ মাত্র, এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ধৈর্য, আল্লাহর যিকর, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর প্রতি একনিবিষ্টতা অর্জন। কাবা প্রদক্ষিণ করলে, সাফা-মারওয়ায় দৌড়ালে হজ্জের আচার তো পালিত হয়ে যাবে কিন্তু এর উদ্দেশ্য আখিরাতকে স্মরণ করা, মুমিনদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, নবী ও রাসূলদের পদাংক অনুসরণ–এসব না হলে তো হজ্জের প্রকৃত লক্ষ্য বা মাকসাদ হাসিল হতে পারে না।

---

[১] (সূরা যুমার, ৩৯:২৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপরই ইহসানের স্তর। এর মানে হলো এমনভাবে ইবাদাত করা যেন আমি আল্লাহকে দেখছি, এটা না হলে কমপক্ষে এতটুকু ভাব জাগ্রত রাখা যে, তিনি আমাকে সর্বদা দেখছেন, প্রত্যক্ষ করছেন ও পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের সকল ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য তো এটাই যে, আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হবো, আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে ও উপলব্ধি করতে পারবো। এ কারণে আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে মানুষের অবস্থাভেদে ইবাদাতের মধ্যে বৈচিত্র্য ও তারতম্যের সুযোগ রেখেছেন, যাতে মানুষ সর্বদাই আল্লাহর সাথে নিজেকে জুড়ে রাখতে পারে। এভাবে নিজের অবস্থা, পরিস্থিতি, সামর্থ্য মোতাবেক বৈচিত্র্যের সাথে বিভিন্ন ইবাদাত-এর মূল অন্তর্নিহিত মর্ম অর্জনের উদ্দেশ্যে পালন করা হলে আল্লাহর পথে যাত্রা সহজ হয়ে যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উনবিংশ পদক্ষেপ

দুর্বলতার আহ্বান

"আল্লাহর কাছে চাওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নিজের দুর্বলতা ও দুর্দশাকে পেশ করা। আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার দ্রুততম পথ হচ্ছে নিজের বিনম্রতা ও মুখাপেক্ষীতা প্রদর্শন করা।"

দুআর আদব বা শিষ্টাচার নয়; বরং দুআ করার সময় অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করাই এর উদ্দেশ্য।

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"আচ্ছা! কে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবূদ আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।"[১]

আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে কাফিররা বিপদে পড়লে তারা কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহকে ডাকে। আল্লাহও তাদের ডাকে সাড়া দেন। কাফিরদের ক্ষেত্রেই যদি এই অবস্থা হয় তবে মুমিন বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকলে কি হতে পারে!

বোঝা যাচ্ছে বিপদে পড়লে দুআ তাড়াতাড়ি কবুল হয়। ইবনু আতা বলছেন, "আল্লাহর কাছে চাওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নিজের দুর্দশাকে পেশ করা"। দুর্দশার সময় আল্লাহর প্রতি নিজের সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষীতা অনুভব করে ঐকান্তিকভাবে যদি দুআ করা হয় তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ দুআয় সাড়া দেবেন। বিপদ যে কেবল জাগতিকই হতে হবে এমন নয়, ধর্মীয় বা বিশ্বাসগত বিপদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

---

[১] (সূরা নামল, ২৭:৬২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর উদাহরণ পাওয়া যায় নবী ﷺ এর সময়েও। বদর যুদ্ধের দিন তিনি আল্লাহর কাছে দীর্ঘক্ষণ দুআ করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন করুন। আমাকে যার ওয়াদা করেছিলেন তা সংঘটিত করে দিন। হে আল্লাহ! আজকে মুসলিমদের এই ছোট্ট দলটি ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদাত করার মত আর কেউই অবশিষ্ট থাকবে না।" তিনি দুআয় এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গিয়েছিলো।[১]

ইবনু আতা আরও বলেছেন, "আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার দ্রুততম পথ হচ্ছে নিজের বিনম্রতা ও মুখাপেক্ষীতা প্রদর্শন করা"। কোনো কোনো আলিম তো এভাবেও বলেছেন–যাকাত নেবার মত দরিদ্র ব্যক্তিও যদি আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করে তবে আল্লাহ তাকে নিআমত দেবেন, লোকেরা যা দিতে পারে তার থেকেও বেশি করে তিনি দেবেন।

দুআ করার আদব কি? কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, হাত দুটি প্রসারিত করে, আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর ওপর দরূদ পড়ে দুআ শুরু করা, তাই তো? কিন্তু দুআর ক্ষেত্রে এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ হলো অন্তরের অবস্থা, যা আমরা অনেক সময় অবহেলা করি।

নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠে, ঘুমাতে যাওয়ার সময়, কাপড় পরার সময়, কাপড় খোলার সময়, আয়নার দিকে তাকানোর সময়, ওযু করার আগে, নতুন চাঁদ দেখে, সকালে, সন্ধ্যায় নানা দুআ পাঠ করতেন। নির্দিষ্ট সময়ে মৌখিকভাবে এসব দুআ পড়লেই নবী ﷺ এর পুরোপুরি অনুসরণ হয় না। এর পাশাপাশি দুআর মর্ম, অন্তরের অবস্থার দিক থেকেও তাঁর অনুসরণ করতে হবে। দুআর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হচ্ছে আল্লাহর সাথে নিজেকে জুড়ে রাখা, নিজেকে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী বলে মনে করা।

পূর্ব যুগের নেককার বান্দা তো অবশ্যই এমনকি পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাস ঘাঁটলেও আমরা নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মত এত অধিক দুআ করতে আর কাউকে দেখি না। এমনকি তোরাহ, সুসমাচার ও গীতসংহিতা পড়লেও আমরা নবীদের এত এত দুআ খুঁজে পাই না। নবী ﷺ দুআ করতেন গভীর ব্যাকুলতা ও ভাবাবেশের সাথে।

---

[১] (মুসলিম)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আতা বিশ্বাসীদের মাতা আয়িশা আ.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন নবী ﷺ এর সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা। তিনি কেঁদে বললেন, "তাঁর কোন জিনিসটা চমকপ্রদ ছিলো না?" এক রাতে তিনি আমার কাছে আসলেন। চামড়া তাঁর সাথে স্পর্শ করেছিলো। তিনি বললেন, "হে আবু বকর তনয়া! আমাকে ছেড়ে দাও, আমার রবের ইবাদাত করতে দাও।" আমি বললাম, "আমি তো আপনার সাথে থাকাকেই পছন্দ করি, তবে আপনি যা চান তাকেই প্রাধান্য দেই।" আমি তাকে চলে যেতে দেই। তিনি উঠে ওযু করলেন, কোনো প্রকার পানি অপচয় না করেই। এরপর তিনি সালাত পড়তে লাগলেন। কাঁদতে শুরু করলেন। এত কাঁদলেন যে তাঁর বুক ভরে গেলো চোখের জলে। তিনি রুকু করলেন এবং কাঁদলেন। সিজদায় যেয়েও কাঁদলেন। মাথা উঠিয়েও কাঁদলেন। এভাবে সকাল পর্যন্ত কাঁদতেই থাকলেন। ফজর সালাতের সময় হলে বিলাল আযান দিলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে রাসুলুল্লাহ! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ ক্ষমাই করে দিয়েছেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি কি "শোকরগুজার বান্দা হবো না?"[১]

দুআর উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে কিংবা বিলম্ব করে উভয়ভাবেই দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ যখন তাৎক্ষণিকভাবে দুআর উত্তর দেন না তখন জানবেন যে তিনি আপনার জন্য সর্বোত্তমটাই পরিকল্পনায় রেখেছেন। হতে পারে তিনি আপনার এই দুআর উত্তর এই দুনিয়ায় না দিয়ে আসন্ন দুনিয়ায় দেবেন। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই এবং যেমন ইচ্ছা তেমনটাই করেন।

---

১ (বুখারী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিংশ পদক্ষেপঃ ইয়াকীন ও যুহদ

"ইয়াকীনের নূর থাকলে তুমি দেখতে পেতে তুমি যতটা না আখিরাতের দিকে এগুচ্ছ, আখিরাত তার চাইতেও তোমার নিকটবর্তী। তখন তুমি বুঝতে পারতে দুনিয়ার সৌন্দর্য কীভাবে ক্রমশ বিলুপ্তির মধ্যে পতিত হচ্ছে।"

দুনিয়ার বুকে আল্লাহর পথে যাত্রা যতটা দীর্ঘ, আখিরাতে আল্লাহর দিকে যাত্রা তার চেয়েও অনেক বেশী দীর্ঘ। আমাদের কাউকেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মৃত্যু এক পরম বাস্তবতা। বিশ্বাসী হোক কিংবা অবিশ্বাসী, প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। নবী ﷺ আমাদেরকে কেবলমাত্র এই দুনিয়ার জন্য কর্ম করতে, চেষ্টা-সংগ্রাম করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা নয়, অবহেলা করাও নয়, বরং এর উদ্দিষ্ট আখিরাতকে ভুলে না যাওয়া এবং আখিরাতকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া। নবী ﷺ বলেছেন,

> "যে সকালে উঠবে এবং তার মূল মনোযোগ হবে দুনিয়া, আল্লাহ তার সকল বিষয়াদিকে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন, সে নিজেকে ভগ্ন মনে করবে এবং দুনিয়া থেকে সে কিছুই পাবে না যতটুকু তার ভাগ্যে লেখা আছে ততটুকু ছাড়া। অন্যদিকে যে সকালে উঠবে এবং তার মূল মনোযোগ হবে আখিরাত, তবে আল্লাহ তাকে একনিবিষ্ট ও পরিতুষ্ট অনুভব করাবেন এবং তাকে অমুখাপেক্ষীতার ভাব দান করবেন এবং দুনিয়া দান করবেন যদিও সে অনিচ্ছুক।"[১]

সকালে উঠেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার মনের গহীনে কী লুকিয়ে আছে? কী আমার উদ্দেশ্য? আখিরাত নাকি দুনিয়া? যদি উদ্দেশ্য হয় আখিরাত তবে দেখবেন আপনার জীবন পরিপাটি ও গোছানো হবে, দুনিয়া আপনার সামনে হাজির হবে যদিও আপনি দুনিয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ। আর সকালে উঠে যদি আপনার চিন্তা হয় দুনিয়া তবে দেখবেন আপনার জীবন অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। বহু উপার্জনের পরেও কোনো

---

[১] (তিরমিযী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুতেই আপনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। এ ধরণের মানুষ অন্তরে সর্বদাই এক প্রকারের দারিদ্র্য ও প্রয়োজন অনুভব করতেই থাকে।

প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে আখিরাতকে চিন্তার জগতে স্থায়ী করে নেওয়া সম্ভব? কীভাবে সর্বদা আখিরাতকে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে? ইবনু আতার মতে এক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি হচ্ছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যার বিশ্বাস যত দৃঢ়, যত স্বচ্ছ, যত পরিচ্ছন্ন চিন্তার জগতে তা স্বাভাবিকভাবেই স্থায়ী হয়ে যায়। তার ভাষায়, "ইয়াকীনের নূর থাকলে তুমি দেখতে পেতে তুমি যতটা না আখিরাতের দিকে এগুচ্ছ, আখিরাত তার চাইতেও তোমার নিকটবর্তী। তখন তুমি বুঝতে পারতে দুনিয়ার সৌন্দর্য কীভাবে ক্রমশ বিলুপ্তির মধ্যে পতিত হচ্ছে।"

এখানে তিনি ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসকে আখিরাতের স্মরণের সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু এই ইয়াকীন কীভাবে আসে? এর উত্তর কুরআন দিচ্ছে এভাবে,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"এবং আল্লাহর ইবাদাত করো ইয়াকীন আসা পর্যন্ত।"[১]

নবীর সাহাবীরা কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর ইবাদাত করার সময় এই ইয়াকীন উপলব্ধি করতে পারতেন। সাহাবীদের বর্ণনায় এসেছে, "আমরা যখন নবী ﷺ এর সাথে বসে ঈমানের বিষয়াদি আলোচনা করতাম তখন মনে হত নিজ চোখে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করছি।"[২]

এর মানে এই নয় যে দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হবে। আখিরাত স্মরণের জন্য দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে হবে এই ধারণাই ভুল। এই ভুল ধারণাই ভ্রান্ত অনুশীলনের দিকে নিয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনের ব্যাপারে অনিচ্ছা মানে দুনিয়া পরিত্যাগ নয়, বরং আধ্যাত্মিক স্তরে আখিরাতকে সর্বদা অন্তরে জাগরুক রাখা। এটাই ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধের দাবী, আর ভারসাম্য ইসলামের দাবী।

---

[১] (সূরা হিজর, ১৫:৯৯)

[২] (ইবনু মাজাহ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ. وَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ.

"(সম্পদ নিয়ে) এত উল্লাস কোরো না; আল্লাহ উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে পরকালের (সুখের) আবাস অন্বেষণ করো। দুনিয়ায় তোমার (বৈধ) অংশ ভুলে যেও না। আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন তুমিও (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহ করো। আর যমীনে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চেও না। আল্লাহ গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"[১]

ইবনু আতা আরও বলেছেন, "তখন তুমি বুঝতে পারতে দুনিয়ার সৌন্দর্য কীভাবে ক্রমশ বিলুপ্তির মধ্যে পতিত হচ্ছে"। দুনিয়া সার্বক্ষণিকভাবে বিলুপ্তির মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে। হাসান বসরী বলেছেন, "হে আদমসন্তান! কিছু দিবস সমষ্টি ছাড়া তুমি আর কি? একেকটি দিন অতিবাহিত হওয়া মানে তোমার একটি অংশ বিলীন হয়ে যাওয়া।"

আখিরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস থাকলে এই সত্যতা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তখন অন্তর্চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাবে কীভাবে ক্রমশ দুনিয়া বিলুপ্তির কৃষ্ণগহ্বরে অন্তর্লীন হয়ে যাচ্ছে। এই উপলব্ধিই দুনিয়ার রঙ, রূপ, রস, গন্ধ ও আনন্দের ব্যাপারে উদাসীন করে দেয় এবং আখিরাতের আরও নিকটবর্তী করে দেয়। এ কারণে সবচাইতে দরকারী হলো সঠিক বুঝ ও উপলব্ধি, কেননা আমরা উপলব্ধি ও অনুভবের জগত থেকেই আগে আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে যাই এবং মৃত্যুর ব্যাপারে বিস্মৃত হই, এরপর যেয়েই আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার অনুসরণ করে।

শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই কর্ম করা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে আখিরাতকে স্মরণ করে কর্ম করা হলে উভয় জগতেই সাফল্য ধরা দেবে।

---

[১] (সূরা কাসাস, ২৮:৭৬-৭৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

"যে ইহকালের পুরষ্কার চায় (তার জানা উচিত), আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেরই পুরষ্কার রয়েছে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।"[১]

মনে রাখতে হবে দুনিয়ার আনন্দ মানুষকে স্বাভাবিকভাবে উল্লসিত করে। তবে এই উল্লাস ও উৎফুল্ল যাতে আমাদের অন্তরের জগতে স্থায়ীভাবে বাসা না গাঁড়তে পারে। দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত অর্থ দুনিয়াকে হাতে রাখা, অন্তরে স্থান না দেওয়া। এটাই প্রকৃত যুহদ। অবিচলভাবে যুহদের পথে স্থির থাকা ইয়াকীন ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণে ইয়াকীন ও যুহদ পাশাপাশি চলে।

[১] (সূরা নিসা, ৪:১৩৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবিংশ পদক্ষেপ

প্রশংসার মোকাবেলা

"মানুষ তোমাকে ধারণার ভিত্তিতে প্রশংসা করে, কিন্তু তুমি তো নিজের সম্পর্কে নিশ্চিতরূপেই জানো তুমি কি, সেই নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই তুমি নিজের সমালোচনা করো। সবচেয়ে বড় অজ্ঞ তো সে-ই যে নিজের কাছে থাকা নিশ্চিত জ্ঞানকে মানুষের কাছে থাকা ধারণার ভিত্তিতে পরিত্যাগ করে।"

বান্দা যখন আল্লাহর দিকে এগুতে থাকে তখন সে একটি বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তা হলো মানুষের প্রশংসা। তার ধার্মিকতা, উত্তম আচরণ, জ্ঞান, গভীর বুঝ, ইবাদাত ইত্যাদির কারণে মানুষ তার ব্যাপারে এটা ওটা ভেবে প্রশংসা করতে থাকে। মানুষের প্রশংসা একাধিক দিক থেকে বিপদের কারণ। হতে পারে প্রশংসার কারণে ব্যক্তি আল্লাহর রাজিখুশীর বদলে মানুষের রাজিখুশীর জন্য আমল করবে, হতে পারে এমন কাজই করবে যা তাকে অধিক পরিমাণে মানুষের প্রশংসা কুড়াতে সহায়তা করবে এবং সমালোচনা থেকে দূরে রাখবে কিংবা প্রশংসার কারণে ব্যক্তি নিজের দোষত্রুটি দেখার বদলে কেবল নিজের মাঝে ভালো দিকের প্রতিই অধিক মনোযোগী হয়ে পড়বে। এর সবগুলোই সমূহ বিপদের কারণ। সম্ভাবনা আছে সে আল্লাহর পথ থেকে ছিটকেও পড়তে পারে।

> নবী ﷺ এর সামনে একজন আরেকজনকে প্রশংসা করছিলো। এই দেখে তিনি বলেছিলেন, "তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে!"[১]
>
> তিনি আরও বলেছেন, "কাউকে (মুখের সামনে) প্রশংসা করতে দেখলে তার দিকে ধুলা নিক্ষেপ করবে।"[২]

---

[১] (বুখারী)
[২] (ইবনু হিব্বান)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাহলে এই প্রশংসারূপ বিপদকে কীভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব? ইবনু আতা এ কারণেই বলেছেন, "মানুষ তোমাকে ধারণার ভিত্তিতে প্রশংসা করে, কিন্তু তুমি তো নিশ্চিতরূপেই জানো তোমার মধ্যে কি আছে না আছে।" মানুষ বাহির থেকে দেখে ভাবে এই মানুষটা বোধহয় এরকম এরকম, কিন্তু ব্যক্তি নিজে তার অবস্থা সম্পর্কে সবচাইতে ভালো জানে। এ কারণে প্রশংসা করা হলে ব্যক্তির উচিত নিজের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করা। মানুষের প্রশংসার বদলে নিজের দোষত্রুটিকে সামনে নিয়ে আসা। দেখা যাবে মানুষ তার ব্যাপারে যা যা বলছে তা আসলে ঠিক নয়। আর যদি তা ঠিক হয়েও থাকে তা তার অদৃশ্যমান দোষত্রুটির চাইতে অনেক কম। দৃশ্যমান প্রশংসাকে অদৃশ্যমান ও গুপ্ত দোষত্রুটি দিয়ে মোকাবেলা করাই সর্বোত্তম। ইবনু আতা বলেছেন, "মানুষ তোমাকে ধারণার ভিত্তিতে প্রশংসা করে, কিন্তু তুমি তো নিজের সম্পর্কে নিশ্চিতরূপেই জানো তুমি কি, সেই নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই তুমি নিজের সমালোচনা করো।"

আলী ইবনু আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, "যখন তাঁদের প্রশংসা করা হয় তাঁরা ভীত হয়। তাঁরা বলে, অন্যদের চাইতে আমি নিজেই আমার সম্পর্কে ভালো জানি। আমার রব এর চাইতেও উত্তমভাবে আমার সম্পর্কে জানেন। হে আল্লাহ! তারা যা বলছে আমাকে সে ব্যাপারে মাফ করে দিন, এর জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং তাদের ধারণার চাইতেও আমাকে উত্তম বানিয়ে দিন।"

মানুষ আমার সম্পর্কে যা জানে তা তো কেবল ধারণামাত্র, তাদের সেই ধারণা নিতান্তই বাহ্যিকতার ওপর ভিত্তিশীল। সেই ধারণা সঠিকও হতে পারে তেমনি ভুলও হতে পারে। কিন্তু আমি আমার সম্পর্কে জানি যা আমি প্রকাশ করি আর যা আমি গোপন রাখি, এটাও জানি আমি আমার প্রকৃত সত্তার কতটুকু প্রকাশ করি এবং কতটুকু গোপন রাখি। এ কারণে নিজের সম্পর্কে আমার জ্ঞান-ধারণার ওপর নির্ভরশীল নয়, তা ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস। ধারণা আর ইয়াকীন কখনোই বরাবর নয়। ইয়াকীন নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পায়। এ কারণে আমি অন্যদের চাইতে নিজেকে ভালোভাবে জানবো–এটাই তো স্বাভাবিক।

ওপরের দুআটির মর্ম হচ্ছে–হে আল্লাহ! মানুষ আমাকে আমার প্রকাশিত সত্তার কারণে প্রশংসা করছে, হতে পারে আমি সচেতনভাবেই নিজের প্রকৃত সত্তাকে প্রকাশ করছি না, হতে পারে স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা অপ্রকাশ্য সত্তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চাইতে কম কুৎসিত, তাই আমাকে মাফ করে দিন তাদের ধারণাভিত্তিক প্রশংসার কারণে, এ কারণে আমাকে পাকড়াও করবেন না, তারা আমার ব্যাপারে যা ধারণা করছে আমাকে তাওফীক দিন নিজেকে পরিশুদ্ধ করার, সামর্থ্য দিন এর চেয়েও উত্তম করে নিজেকে গড়ে তুলতে।

তিনি আরও বলেছেন, "সবচেয়ে বড় অজ্ঞ তো সে-ই যে নিজের কাছে থাকা নিশ্চিত জ্ঞানকে মানুষের কাছে থাকা ধারণার ভিত্তিতে পরিত্যাগ করে।" ইসলাম দীন হিসেবে সুস্থ আকল ও বিশুদ্ধ ফিতরাতপন্থী হওয়ার কারণে সাধারণভাবেই ইয়াকীন প্রত্যাশা করে, সর্বক্ষেত্রেই। এখানেও একই কথা প্রযোজ্য, মানুষের উচিত নয় নিজের ব্যাপারে নিজস্ব নিশ্চিত জ্ঞানকে মানুষের ধারণাভিত্তিক জ্ঞানের কারণে পরিত্যাগ করা। যে এমনটা করে সে বড়ই অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। এর মাধ্যমে সে নিজেকে অধিক পরিশুদ্ধ করার, সত্যকে আরও নিবিড়ভাবে জানার, আল্লাহর আরও নৈকট্যবর্তী হওয়ার সুযোগ হারায়।

কিন্তু কখনো কখনো মানুষ না চাইতেও প্রশংসা পেয়ে যায়। এটা তার জন্য এক প্রকারের সুসংবাদ, আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া ফযীলত ও মর্যাদা। তবে এই প্রশংসা যাতে নিজেকে নিশ্চিত করতে না পারে, নিজের মাঝে নিজের প্রতি বিস্ময় (আমি কি না কি হয়ে গেছি) সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। এদিকেও সজাগ থাকা প্রয়োজন যে এই প্রশংসাকে আমি নিশ্চিত কিছু মনে করে নিজের অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটির ব্যাপারে বেখেয়াল রইলাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দ্বাবিংশ পদক্ষেপ

ভুলকারীর সাথে রহমত প্রদর্শন

"যে মানুষের রহস্য সম্পর্কে জানে কিন্তু ঐশী করুণার গুণে গুণান্বিত হতে পারেনি তার এই অবগতি তার জন্য পরীক্ষা ও দুর্ভাগ্য আপতনের কারণ হতে পারে।"

ব্যক্তি যখন আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে থাকে স্বাভাবিকভাবেই তার মাঝে জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, প্রজ্ঞা প্রস্ফুটিত হতে থাকে, বোধ পরিশুদ্ধ হতে থাকে, এমন সূক্ষ্মতা আসতে থাকে যা অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায় না। তখন সে অন্যদের অবস্থা-দুরবস্থা, পরিস্থিতি, অন্তরের হালত, দুর্বলতা-সবলতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ এক ফযীলত বা মর্যাদা। আল্লাহর পথের পথিকদের উচিত এক্ষেত্রে রহমতে ইলাহিয়্যাহ বা ঐশী করুণার ভিত্তিতে কাজ করা। কীভাবে?

প্রথমত, আল্লাহর রহমতের দাবী হচ্ছে মানুষের দোষত্রুটি গোপন করে রাখা। আল্লাহ্ হচ্ছেন আস-সাত্তার বা আচ্ছাদনকারী, অর্থাৎ, তিনি বান্দার দোষত্রুটি গোপন করে রাখেন, লুক্কায়িত করেন।

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ.

> "আল্লাহ হচ্ছেন হাইয়্যি বা পরম লজ্জাশীল ও আস-সিত্তির বা আচ্ছাদনকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও (দোষত্রুটি) গোপন রাখাকে ভালোবাসেন।"[১]

এ কারণে মানুষের গোপন ত্রুটি প্রকাশ করা, অপমানিত করা ও কষ্ট দেওয়া ইসলামে কবীরা গুনাহ বলে সাব্যস্ত। দোষত্রুটি গোপন রাখার ফযীলত যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি তা প্রকাশ করার মারাত্মক শাস্তির কথাও বর্ণনায় এসেছে।

---

[১] (আবু দাউদ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> নবী ﷺ বলেছেন, "যে তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয়তা বজায় রাখে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। যে মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবেন। এমনকি সে বাড়ীতে থাকলেও আল্লাহ তাকে অপমানিত করে ছাড়বেন।"[১]

দ্বিতীয়ত, রহমতের দাবী হচ্ছে দোষত্রুটি গোপন রেখে তাদের সংস্কার ও সংশোধনের চেষ্টা করা, তাদেরকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেওয়া–উত্তম কথা, নসীহত ও উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে। নবী ﷺ এর সাধারণ নীতি এমনই ছিলো। এমনকি মুনাফিক, যাদের কুফর ও বিভ্রান্তির ব্যাপারে নবীজীর নিশ্চিত অবগতি ছিলো, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাঁকে একই নির্দেশ দিয়েছেন।

> أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا
>
> এরাই তারা, যাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বলো।[২]

তৃতীয়ত, মানুষের ব্যাপারে সূক্ষ্ম জ্ঞান তাদের ওপর এক ধরণের অদৃশ্য কর্তৃত্বের মত। এই জ্ঞান অনেককে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে ব্যবহারের দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে বা উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু রহমতের দাবী হচ্ছে নিজস্ব কল্যাণ বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়; বরং সৃষ্টির কল্যাণ ও তাদের সংশোধনের নিয়্যাতে এই জ্ঞানকে ব্যবহার করা।

যে ব্যক্তি এ জ্ঞান পাওয়ার পর নিজেকে ঐশী দয়ার গুণে সজ্জিত করবে না এই জ্ঞান তার জন্য পরীক্ষায় পরিণত হতে পারে। এই পরীক্ষা তাদের ওপর মানুষের ওপর অনর্থক কর্তৃত্ব ও দখল স্থাপনের বাসনা, দম্ভ-অহংকার, হিংসাবিদ্বেষ, নিজের

---

[১] (ইবনু মাজাহ)
[২] (সূরা নিসা, ৪:৬৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্যাপারে ভালো ধারণা ও অন্যের ব্যাপারে বদধারণা রাখাসহ নানাভাবেই প্রকাশিত হতে পারে। তার দ্বারা এমন যুলুম প্রকাশ পেতে পারে যার জন্যে তাকে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে অথবা দু জগতেই শাস্তির সম্মুখীন হওয়া লাগবে। হাদীছে এসেছে যুলুম দুনিয়ার বুকে ও আখিরাতের ময়দানে সবচেয়ে দ্রুত শাস্তি টেনে আনে।[১]

আল্লাহ আমাদের এ পাপ থেকে হেফাযত করুন। আল্লাহর পথের পথিকদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অন্তর যত সূক্ষ্মতা লাভ করতে থাকে বিপদের আশঙ্কাও ততই বাড়তে থাকে। ওপরে উঠতে সময় লাগে, পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু নিচে পতিত হওয়ার জন্য সময় কিংবা পরিশ্রম কোনোটারই প্রয়োজন হয় না।

[১] (আদাবুল মুফরাদ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ত্রিবিংশ পদক্ষেপ

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ সম্পাদন

"প্রবৃত্তির অনুসরণের নিদর্শন হচ্ছে ওয়াজিব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলস্য করে নফলের দিকে দ্রুতধাবন করা।"

নবী ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের ফিকহ দান করেন।" (বুখারী)

এখানে 'ফিকহ' অর্থ দীনের বুঝ বা সমঝ, যাকে ফাহমও বলা হয়ে থাকে। তবে এখানে বুঝ বা ফিকহ-এর দ্বারা প্রচলিত অর্থে কেবল শাখাগত কিছু মাসআলা-মাসায়েল জানাই উদ্দিষ্ট নয়; বরং এর মূল মর্ম, তত্ত্ব সম্পর্কেও জানা, গভীরভাবে দীনের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারাও উদ্দিষ্ট। এই হাকীকত উপলব্ধির একটি অংশ দীনের বিভিন্ন বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এদের ক্রমধারা সম্পর্কে জানা। কোনটি আগে কোনটি পরে, কোন বিধানটি বিলম্বে পালন করা যেতে পারে, কোনটির মাঝে কোনো প্রকারেই বিলম্বের সুযোগ নেই ইত্যাদি সম্পর্কে জানা।

আমাদের দীন সর্বক্ষেত্রেই ক্রমধারার প্রতি লক্ষ রাখে এবং প্রত্যাশা করে যে এর অনুসারীরাও এ ব্যাপারে সজাগ থাকবে। আগে মূল তারপর শাখা, আগে উসূল তারপর ফুরু, বাহ্যিকতার আগে অভ্যন্তর, বহিঃস্থের পূর্বে অন্তঃস্থ, নফলের আগে ওয়াজিব, সুন্নাতের আগে ফরয, সবার আগে ঈমান-এর সবগুলোই ক্রমধারা। ক্রমধারার ভিত্তিতে আমলসমূহকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেওয়া দীনের সঠিক ও যুৎসই বুঝের জন্য একান্তই জরুরী বিবেচ্য।

নফলের ফযীলত যতই বর্ণিত থাক তা কখনোই একটি ফরযের সমানও নয়। যেমন– কেউ তাহিয়্যাতুল মসজিদের ফযীলতের কথা জানতে পারলো। ফরযের সময় ইমাম সাহেব মুক্তাদীদেরকে নিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলো, আর এই সাহেব তাহিয়্যাতুল মসজিদের ফযীলত লাভের আশায় তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে ফরয পড়তে গেলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিঃসন্দেহে এমনটা করা জায়েজ নয়। কেননা, সাধারণাবস্থায় ফরয সালাতের ইকামত হয়ে গেলে আর ওই নির্দিষ্ট ফরয ছাড়া কোনো প্রকার সালাত পড়া জায়েজ নয়।

প্রত্যেক শাখা মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে মূল শাখার দিকে নয়। যেমন–শাখাগত মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত দলীল বা নস অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মূলনীতি ও ইসলামে সামগ্রিক মাকসাদ বা উদ্দেশ্যের আলোকেই বুঝতে হবে। শাখাকে মূল থেকে পৃথক করে কিংবা শাখাকে মূল ধরে, ফুরু-কে উসূল ধরে দীন বুঝতে গেলে মূলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। যার ফলে দীনের সঠিক বুঝ যেমন সম্ভব নয় তেমনি মানুষের কাছে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের সম্ভাবনা তৈরী হয়। তাই ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাধান্যতা হবে ক্রমধারা অনুযায়ী, (তথা প্রথমে মূলনীতি বুঝতে হবে এরপর শাখাগত বিষয়গুলো একেরপর এক আসবে।) এটাই দীনে ফিতরাতের মৌলিকতা ও এর সাধারণ দাবী।

কিন্তু আমরা উম্মাহকে অনেকক্ষেত্রেই এই ক্রমধারার দিকে লক্ষ রাখতে দেখি না। তারা অন্তরের পরিবর্তন ও অন্তরে ঈমানের যথাযথ বিকাশের আগে পাঞ্জাবী-টুপির দিকে অধিক মনোযোগ দেখায়; বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটা অবশ্যই অন্তরের ঈমান পরিস্ফূটনের আগে স্থান পাবে না। অনেককে দেখা যায় দীনের মাকসাদ বা উদ্দেশ্যের চাইতে বাহ্যিকতার দিকেই অধিক নিবিষ্ট। অনেকে ফরয পালন না করেই নফল পালন করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। অনেকে সুস্পষ্ট হারামে লিপ্ত, রাতদিন আমানতের খেয়ানত করে, দিবানিশি মা-বাবার সাথে খারাপ আচরণ করে, তাদের সাথে সম্পর্ক ভালো নয়, বোনদের সম্পত্তি নষ্ট করে, অধিকারীকে যথাযথ অধিকার দেয় না কিন্তু তারা মসজিদের কমিটির সভাপতি, ওয়াজ-মাহফিলে আয়োজনে তাদের অত্যধিক আগ্রহ। এগুলো ভালো কাজ নিঃসন্দেহে, কিন্তু হারাম ত্যাগ না করে বা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এসব নফল কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জীবনেও পড়ে না, কিন্তু শবে বরাত, শবে কদর আর ঈদের সালাতের দিন তারা খুব আগ্রহভরে সালাত পড়ে, রাত জাগরণ করে। এগুলো নফল সালাত, ফযীলতও আছে, কিন্তু তা নিঃসন্দেহে ফরয সালাতের মত নয়।

ক্রমধারার দিকে মনোযোগী না হওয়া সকল মুসলিমের জন্যই কমবেশি ক্ষতিকর, কিন্তু আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য এটা আরও বেশি ক্ষতিকর। ইবনু আতা এ কারণেই বলেছেন, "প্রবৃত্তির অনুসরণের নিদর্শন হচ্ছে ওয়াজিব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলস্য করে নফলের দিকে দ্রুতধাবন করা।" কারণ, যে শরীয়তের অনুসারী তার জানার কথা ফরয/ওয়াজিব আমলই আল্লাহর কাছে সর্বাগ্রাধিকার পাবে। আল্লাহ এগুলোর হিসাবই আগে নেবেন। এগুলোই আসল, বাকীগুলো অতিরিক্ত। তারপরেও যে এমনটা না করে ক্রমধারাকে উল্টে দিয়ে ফরয/ওয়াজিবের আগেই নফল বা অতিরিক্ত নিয়ে মাতামাতি করে, সে নিঃসন্দেহে পবিত্র শরীয়তের নয় বরং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। একটি বিখ্যাত হাদীছে কুদসীতে এসেছে,

> "বান্দা আমার নির্ধারিত ফরয বা আবশ্যক দায়িত্ব পালন করার মত আর কোনোভাবেই আমার নিকটবর্তী হতে পারে না। এরপর বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতেই থাকে, এমনকি আমি তাঁকে ভালোবেসে ফেলি। এক সময় আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে তা দেই। সে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দেই।"[১]

[১] (বুখারী)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্বিংশ পদক্ষেপ

সন্তুষ্টি

"আল্লাহর ওপর তোমার নিআমতের পরিপূর্ণতা হচ্ছে তিনি তোমাকে যথেষ্ট পরিমাণ রিযক দান করবেন এবং তোমাকে (সম্ভাব্য) সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচাবেন। আনন্দের জিনিস যত কম পাওয়া যায় তার বিপরীতে দুঃখও তত কম পাওয়া যায়।"

জীবনধারণের জন্য রিযক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিযক দেওয়া ও সংকোচনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সুন্নাত ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারা আরও জরুরী, বিশেষত আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য। আল্লাহ যখন বান্দাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে -না বেশি আর না কম- রিযক দেন সেটা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ নিআমতের একটি। কেননা, মানবেতিহাস থেকে প্রমাণিত মানুষের অধিকাংশ সীমালঙ্ঘন অর্থ ও রিযকের প্রাচুর্য থেকেই উৎসরিত হয়েছে। মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে যখন অতিরিক্ত সম্পদ পায় আকাশকুসুম চিন্তায় বিভোর থাকে, অর্থ ব্যয়ের নতুন নতুন কৌশল তার মাথায় গিজগিজ করতে থাকে, দুই থেকে চার ও চার থেকে আট করে অর্থবৃদ্ধির চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে, মানসিক পীড়া দিতে থাকে। এই অর্থপ্রাচুর্যই তার দ্বারা অনেক সীমালঙ্ঘন ও গুনাহ ঘটায়।

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.

"আল্লাহ যদি তার বান্দাদের অঢেল রিযক দান করতেন তবে তারা দুনিয়াতে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়িতে উদ্যত হত। তাই তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে জীবিকা দেন। নিশ্চয়ই তিনি বান্দাদের সব খবর রাখেন, তাদের সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত, সর্বদ্রষ্টা।"[১]

[১] (সূরা শুরা, ৪২:২৭)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্যদিকে প্রয়োজনের চাইতে কম জীবিকা, যার কারণে টানাপোড়েন ও দারিদ্র্য লেগেই থাকে, এই অবস্থাও ভালো নয়। হতদরিদ্ররা উদরের চিন্তা করতে করতেই দিনাতিপাত করে, অন্য কিছু ভাবার সময় পায় না। দীন-ধর্ম, সত্য-অসত্য এগুলো সম্পর্কে তারা থাকে বেখবর, তাদের কাছে এসব কোনো মূল্যই রাখে না।

এ দুই অবস্থার মধ্যবর্তীতে যথেষ্ট পরিমাণ রিযক পাওয়া আল্লাহর অনেক বড় এক নিআমত। ইবনু আতা বলছেন, "আল্লাহর ওপর তোমার নিআমতের পরিপূর্ণতা হচ্ছে তিনি তোমাকে যথেষ্ট পরিমাণ রিযক দান করবেন এবং তোমাকে (সম্ভাব্য) সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচাবেন।"

রিযকের আগমণে মানুষ আনন্দিত হয়, খুশি হয়, উৎফুল্লতায় মেতে ওঠে। সম্পদ বিয়োগে শোকে মূহ্যমান, শোকে বিহ্বল ও বেদনায় লীন হয়। সাধারণভাবে এমনটাই মানুষের স্বভাব। সম্পদের প্রতি মানুষের টান-আকর্ষণ-সংযুক্তি এত সহজে ত্যাগ করাটা সহজ কথা নয়। এরূপ আনন্দের বস্তু মানুষের যত কম থাকবে ততই মঙ্গল। অধিক পরিমাণ অর্থকড়ি তাকে ইহজগতে আনন্দের ভেলায় ঠিকই ভাসাবে, কিন্তু প্রবল সম্ভাবনা আছে এই সম্পদই তাকে আখিরাতে দুঃখের কন্টকশয্যায় নিয়ে ফেলবে, সম্পদজাত সীমালঙ্ঘন ও পাপাচারের কারণে। এমতাবস্থায় অর্থসম্পদ যত কম হবে ততই তা সম্ভাব্য দুঃখের পরিমাণও হ্রাস করবে। আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য সর্বাবস্থায় সন্তুষ্টি বা রিদা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ, দুনিয়া নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও আখিরাত চিরস্থায়ী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পঞ্চবিংশ পদক্ষেপ

বিনয়

"যে নিজের প্রদর্শনকৃত বিনয় থেকে নিজেকে উঁচু ভাবে সে বিনয়ী নয়, বরং বিনয়ী সে-ই যে নিজেকে নিজের প্রদর্শনকৃত বিনয় থেকে নিচু ভাবে।"

বিনয় আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই বান্দা, দাস। আমরা কেউই মালিক নই, অধিপতিও নই। তাই আমাদের গর্ব করার মত আসলে কিছুই নেই। আমরা সবাই আল্লাহর দয়ার ভিখারী, তাঁর করুণার কাঙ্গাল। বিনয়ের বিপরীত হলো অহংকার। অহংকার মানবস্বভাবের বিপরীত। মন্দ নফসের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন নিজেকে ভুলে যায়, নিজের সম্পর্কে ভুলধারণা পোষণ করে, তখনই সে নিজেকে বিরাট কিছু ভাবতে শুরু করে। আল্লাহর কাছে এই মানসিকতা অত্যন্ত অপছন্দের ও ঘৃণ্য। নবী ﷺ বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ كِبْرٍ». فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকারও থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" কেউ একজন বললো, একজন ব্যক্তি সুন্দর কাপড় ও জুতা পছন্দ করে (এটাও কি অহংকার বলে গণ্য হবে?) তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।"[১]

---

[১] মুসলিম ১৪৭-(৯১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনোরম কাপড়-চোপড় পরা কখনো কখনো অহংকারবশতও হতে পারে। তবে সবাই সুন্দর কাপড়-চোপড় পরাকে অহংকার ভাবে না, সবাই দম্ভ করেও তা পরে না। যদি নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্য কেউ সুন্দর কাপড় পরে তবে তা অহংকার বলে গণ্য হবে না। বরং অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা, সত্যকে ভুলে যাওয়া, জেনে বুঝে সত্যকে উপেক্ষা করে যাওয়া। অহংকার হচ্ছে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, নিজের সাথে তুলনা করে অন্যকে অগ্রাহ্য করা, অপমান করা, নিজেকে উঁচু আর অন্যকে নিচু বলে জানা।

আসলে অহংকারের নানা স্তর ও রকমফের আছে। একেকজনের জন্য অহংকার একেকরকম। আলিম, তালিবে ইলম-শিক্ষার্থী, মূর্খ-জাহিল, সাধারণ মানুষ, ধনী এদের প্রত্যেকেরই অহংকার থাকতে পারে; তবে এর প্রকার ভিন্ন। আল্লাহর পথের পথিকদেরও অহংকার হতে পারে। সে ভাবতে পারে আমি অনেকের চাইতে উত্তম, আমি তো হেদায়াতপ্রাপ্ত, আমি তো প্রায় মুক্তিপ্রাপ্ত, আমি তো অমুক, আমি তো তমুক ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহর পথের পথিকদের অহংকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এ কারণে কোনো কোনো সাধক বলেছেন মানুষের অন্তর থেকে সর্বশেষ যেই মন্দ স্বভাব দূর হয় তা হলো অহংকার। পথিক যখন নিজেকে সত্যের পথে, আল্লাহর সামনে-নিজেকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ বিলীন করে দিতে পারে তখনই সকলপ্রকার অহংকার দূরীভূত হয়। এ কারণেই নবীজী অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ অহংকারকেও জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অনেক সময় আমরা বিনয় দেখাই, মুখেও প্রকাশ করি, কিন্তু তা আসলে আন্তরিক হয় না। সেই বিনয়ভাব অন্তর থেকে উঠে আসে না। মুখে বিনয়সুলভ কথা উচ্চারণ করি, কিন্তু আমাদের অন্তর সেই কথার সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হয় না, অন্তর আর মুখের কথা পুরোপুরি এক হয় না। বিনয় প্রকাশের সময়কার অন্তরের অবস্থা বিষয়েই ইবনু আতা বলছেন, "যে নিজের প্রদর্শনকৃত বিনয় থেকে নিজেকে উঁচু ভাবে সে বিনয়ী নয়, বরং বিনয়ী সে-ই যে নিজেকে নিজের প্রদর্শনকৃত বিনয় থেকে নিচু ভাবে।" যে বিনয় প্রকাশ করে কিন্তু যার সাথে বিনয় দেখানো হচ্ছে তার থেকে নিজেকে সত্যিকারার্থেই ক্ষুদ্র ও নিচু ভাবতে পারে না, সে আসলে আন্তরিকভাবে বিনয়ী হতে পারেনি, তার অন্তর প্রকৃতার্থে এখনও বিনয়ী হতে পারেনি। কারণ, হয়ত অন্তর থেকে সূক্ষ্ম অহংকার পরিপূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। এ কারণে মুখে বিনয় প্রকাশের চাইতে অধিক প্রয়োজন অন্তরকে বিনীত করা, বিনয়ের ভাব দেখানোর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরাত্মাকে বিনয়ী করার পেছনে সময় ও পরিশ্রম বিনিয়োগ করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ষষ্ঠবিংশ পদক্ষেপ

আশির্বাদপুষ্ট জীবন

"কত দীর্ঘ জীবনের রসদ অতি সামান্য! কোনো কোনো স্বল্পায়ুর পাথেয় কতই-না সমৃদ্ধ! জীবনে বারাকাহ পেলে সে শীঘ্রই আল্লাহর এমন অনুগ্রহে ভূষিত হয় যা না ভাষায় বর্ণনা করা যায় আর না ইশারায় প্রকাশ করা যায়!"

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এই জীবন দিয়েছেন, নানা নিআমতে ধন্য করেছেন। মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে সৃষ্টি ও তাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করার পেছনে এক মহা সৃষ্টিপরিকল্পনা রয়েছে। আল্লাহ চান মানুষ আল্লাহকে চিনে নিক, তাঁকে জানুক, তাঁর নিদর্শন-বড়ত্ব-মহত্ত্ব দেখে তাঁর প্রশংসা করুক। আল্লাহ চান মানুষ তাঁর প্রতি স্বেচ্ছায় ঈমান আনুক, তার ধ্যানে-জ্ঞানে-উপাসনায় কেবলমাত্র তাঁকেই স্থান করে নিক। আল্লাহ চান মানুষ তাঁর এই সৃষ্ট পৃথিবী আবাদ করুক, ঈমান ও সৎকর্ম দিয়ে এই পৃথিবীকে বিনির্মাণ করুক, পৃথিবীকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলুক, সবাইকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বান করুক।

কিন্তু অনেক সময় মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য, মর্ম থেকে বিস্মৃত থাকে। ভুলে যায় জীবনের অর্থ। কোথায় সাফল্য আর কোথায় ব্যর্থতা সে সম্পর্কে জ্ঞান রহিত হয়ে পড়ে। ক্ষুধা-মদ-মাৎসর্যই তার জীবনের কিবলায় পরিণত হয়। আত্মোপলব্ধি, আত্মজ্ঞান,[১] নীতি-নৈতিকতা, আত্মিক-আধ্যাত্মিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে

---

[১] প্রসঙ্গত আত্মজ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। 'আত্মোপলব্ধি' এর সাধারণ ধারণার ব্যাপারে কিছু বলার নেই, এর অর্থ নিজেকে চেনা, নিজের সম্পর্কে জানা। তবে আজকাল বিভিন্ন জনই শব্দটিকে হাতিয়ার করে অনৈসলামী চিন্তা ও দর্শনের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে, জেনেবুঝে বা অজ্ঞাতসারে। ভারতীয় দর্শন 'বেদান্ত'-এ আত্মোপলব্ধির ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে– ব্রহ্ম তাঁর নিজের 'মাঝে'ই এই গোটা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী এক মায়ামাত্র। এই মায়ার কারণেই ব্রহ্ম ও সৃষ্টির মাঝে এক দ্বৈততা তৈরী হয়ে আছে। মায়ারূপ অজ্ঞানতার (ignorance) কারণেই মানুষ অদ্বৈততার বোধ হারিয়ে ফেলে। ফলে সে এই জগতকেই ভাবে পরম সত্য ও বাস্তব। আদতে তা নয়। পরম সত্য কেবল ব্রহ্মই। গোটা সৃষ্টিই ব্রহ্ম। গোটা ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম। তিনি আছেন এর প্রতিটি কণায় কণায়। কিন্তু মানুষ যখন এই সত্যকে জানতে ও বুঝতে পারে না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন সে মুক্তিলাভ করতে পারে না, সে সংসারের জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আটকে পড়ে, বারে বারে জন্ম নিতে থাকে। জন্মান্তর ঘটতেই থাক, যতক্ষণ সে মুক্তি পাচ্ছে না ততক্ষণ এরকমটা চলতেই থাকে।

মুক্তির একমাত্র পথ অজ্ঞানতাকে দূর করা। অজ্ঞানতা রহিত হলেই কেবল সম্ভব মুক্তি (মোক্ষ) লাভ করা। অজ্ঞানতা দূর হওয়া অর্থ হচ্ছে সে নিজেই যে ব্রহ্মের একটি অংশ, এদের মাঝে কোনো তফাৎ নেই, এরা দ্বৈত নয়, অদ্বৈত, পৃথক পৃথক কোনো সত্তা নয় একই সত্তার প্রকাশমাত্র—এ 'পরম সত্য' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এরূপ জ্ঞানলাভ ঘটলেই দ্বৈততারূপ সকল প্রকার অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়, মায়ার পর্দা উঠে যায়, মানুষ নিজের 'স্বরূপ'কে চিনতে পারে। তার আত্মোপলব্ধি ঘটে। এই 'আত্মোপলব্ধি' (self-realization)-ই তার মুক্তির একক ও বিকল্পহীন পথ। গোটা উপনিষদের ভিত্তি এই আত্মোপলব্ধির জ্ঞান। কীভাবে মানুষ অজ্ঞানতার মায়ায় জড়িয়ে আছে, কীভাবে এই সংসার তাকে সত্যোপলব্ধি থেকে দূরে রাখছে, কীভাবে মানুষের এই অজ্ঞানতা দূর হবে আর কীভাবেই-বা সে মুক্তি লাভ করবে—উপনিষদ বারংবার এই আলোচনাই করে এসেছে, হাজার বছর যাবত। বেদান্ত দর্শনের মূলভিত্তি উপনিষদসমূহ, যেহেতু উপনিষদ হচ্ছে 'বেদের অন্ত বা পরিসমাপ্তি', দার্শনিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিকতার চরম পর্যায়। এক কথায় উপনিষদ হচ্ছে 'আত্মজ্ঞান'।

বাংলাদেশে বিশেষত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আত্মজ্ঞান নিয়ে অনেক কিছু লিখেছে, বলেছে। তারা মানুষকে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে চায়। তারা চায় মানুষের মাঝে যে 'অপার' সম্ভাবনা আছে সেগুলো মানুষ জানুক ও বুঝুক, তাহলেই মানুষ ইহজগতে মানসিকভাবে সুখী জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু তাদের কথাবার্তায় উপনিষদীয় "আত্মজ্ঞান"-এর প্রভাব বেশ ভালোভাবেই দৃশ্যমান। তারা মেডিটেশন, ধ্যানের সাথে আত্মোপলব্ধির দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে তা দিনদিন জনপ্রিয় হচ্ছে, যেহেতু নিজেকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা ভাবছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এই মহতী উদ্যোগের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করছে। আর সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে তারা এগুলোকে ইসলামের সাথে মিশ্রিত করে পেশ করার চেষ্টা করছে। যার ফলে মুসলিম দেশের সাধারণ জনগণের কাছে তা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর কিছু বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু ইসলামও কি আত্মজ্ঞানের কথা বলে? যদি বলে থাকে তবে তা কোন ধরণের আত্মজ্ঞান?

ইসলাম গোটা জগতকেই আল্লাহর নিদর্শন বলে মানে এবং মানুষ এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাঁরাই আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

"পৃথিবীতে অসংখ্য নিদর্শন আছে দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য এবং (হে মানুষ) তোমাদের নিজেদের মাঝেও (আছে নিদর্শন), তোমরা কি দৃকপাত করো না?"
(সূরা যারিআত, ৫১:২০-২১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানুষ আল্লাহর নিদর্শন কীভাবে? কারণ এই মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকেই আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এই মানুষকেই আল্লাহ অতি মহৎ, অত্যন্ত ভারী এক আমানত দিয়েছেন যা বহন করতে আকাশ, যমীন ও শক্তিশালী পাহাড়ও অস্বীকার করেছে। এই মানুষের মাঝেই সম্ভাবনা আছে সে ফেরেশতাতুল্য হবে, আবার এই মানুষের মাঝেই পাশবিক ইচ্ছা-কামনা-বাসনা আছে যা তাকে মুহূর্তেই নিম্নতম খাঁদে নিয়ে ফেলতে পারে; তখন সে পশুর চাইতেও নীচ ও অধম বলে গণ্য হবে।

রূহ-ফিতরাত-আকল-চেতনা-স্বাধীনতা এবং ক্রোধ-দ্বেষ-দম্ভ-কামনা-বাসনার এক অপূর্ব ও অদ্ভূত বিপরীতধর্মী গুণের সংমিশ্রন এই মানুষ। আল্লাহর দেওয়া পবিত্র আমানতকে যথাযথভাবে বহন করে, নিজেকে আল্লাহর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, নিজের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধির মাধ্যমে ওপরে আরোহণের সম্ভাবনা যেমন মানুষের মাঝে আছে তেমনি নিজেকে স্রেফ বস্তু ও মাংশের টুকরা বিবেচনা করে, কামনা-বাসনা-অর্থের দাস হয়ে, নিজের আকল ও বিবেককে নির্বাসনে পাঠিয়ে, উর্ধ্বতন চেতনাবোধকে পিষে ফেলে খুব সহজেই নিজেকে অধমের চাইতে অধম করার ক্ষমতাও মানুষের আছে। কি অপূর্ব ও বিস্ময়কারী এক সৃষ্টি! নিঃসন্দেহে এরকম সৃষ্টি আল্লাহর অবারিত কুদরত ও শক্তির নিদর্শন ও পরিচায়ক। মানুষ যখন নিজের দুর্বলতার সাথে মিশে থাকা সক্ষমতা, নিম্নবাসনার সাথে জড়িয়ে থাকা উচ্চাকাঙ্খা, পাশবিকতার সাথে সম্পৃক্ত ফেরেশতাতুল্যতা চিনতে সক্ষম হয় সে প্রকৃতার্থেই 'আত্মজ্ঞান' লাভ করে।

কিন্তু এই আত্মজ্ঞান কখনোই স্রষ্টাকে সৃষ্টির কিংবা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য জ্ঞান করে না। এই আত্মজ্ঞান কখনোই নিজেকে পরমেশ্বর হিসেবে আবিষ্কার করা নয়। এই আত্মজ্ঞান কখনোই প্রতিটি কণার মাঝে নিজেকে খুঁজে পাবার অন্বেষা নয়, অজ্ঞানতা দূর করার নামে অনন্ত অসীম সত্তার সাথে সীমাবদ্ধ ও সসীম সত্তাকে মিলিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা নয়, নিজের মাঝে 'অপার' সম্ভাবনা খোঁজার নামে নিজেকে স্রষ্টার স্থানে আসীন করানো নয়। হ্যাঁ, যদি অজ্ঞানতা দূর করা বলতে দম্ভ-অহংকার-দ্বেষ-ক্রোধ-শিশ্নোদরবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মাঝে থাকা 'আল্লাহপ্রদত্ত' বা 'ঐশীপ্রদত্ত' (ঐশীধর্মী নয়) সম্ভাবনাকে চিনে নিয়ে আল্লাহর পথে নিজেকে এগিয়ে নেওয়া বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে সেই অজ্ঞানতা দূর করা ইসলামের পরম আকাঙ্খিত। কেননা, এটাই মানুষের পরিশুদ্ধির একমাত্র রাস্তা। আর পরিশুদ্ধি (তাতহীর) ইসলামের চরম লক্ষ্য। প্রথম প্রকারের আত্মোপলব্ধি কুফর, আর দ্বিতীয় প্রকারের আত্মোপলব্ধি একান্ত জরুরী।

এ প্রসঙ্গে অনেকে নবীজী ﷺ এর দিকে সম্পৃক্ত করে একটি বর্ণনা উল্লেখ করে, 'যে নিজেকে চিনলো, সে তার প্রভুকেও চিনলো'। কিন্তু এই বর্ণনাটি মোটেও প্রমাণিত নয়। এমনকি অনেক আলিম একে নবীজীর নামে বানোয়াট বর্ণনা বলেও মত দিয়েছেন। তাই এই হাদীছ দিয়ে উপরোক্ত পয়েন্ট প্রমাণ করা যায় না। হাদীছটি সহীহ হলেও তার সঠিক অর্থ তা-ই যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ কখনোই এমন নয় যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হয়ে গেছে, সৃষ্টি নিজেকে চিনলে নিজেকেই স্রষ্টা হিসেবে আবিষ্কার করবে (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এমন ধারণা থেকেও)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর সাথে ধ্যান ও মেডিটেশন সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার আছে বলে মনে হয়। অনেকের ধারণা মেডিটেশন বুঝি সালাতের চাইতেও উত্তমমানের উপাসনা! ধ্যান মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে গভীর চিন্তা-অনুধ্যান করা। 'ধ্যান'-এর ধারণা ভারত থেকে উদ্ভূত। আস্তিক কিংবা নাস্তিক, উভয় ঘরানার দার্শনিকদের কাছেই (একমাত্র 'চার্বাক' কিংবা 'লোকায়ত' নামক নির্ঝাদ বস্তুবাদী নাস্তিক ঘরানা ব্যতিরেকে) ধ্যান সত্য পর্যন্ত পৌঁছার একটি মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। ভারত থেকে আস্তে আস্তে অন্যান্য স্থানেও এর প্রচলন ঘটেছে।

ধ্যান বা মেডিটেশনের সাথে যোগ দর্শনের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বর্তমান সময়কার প্রাতিষ্ঠানিক ইয়োগা প্রাচীন ভারতের যোগদর্শনের কিছু কিছু অনুষঙ্গ গ্রহণ করলেও এর দার্শনিক অনুষঙ্গ গ্রহণ করেনি, কমপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয়। কিন্তু এখনও ইয়োগার সাথে মেডিটেশনের অনুষঙ্গটি যুক্ত আছে।

বস্তুত ধ্যান বা মেডিটেশন এক প্রকারের উপকরণ, কোন উদ্দেশ্যে এই উপকরণকে ব্যয় করা হবে এর ওপর নির্ভর করছে এই মেডিটেশন কোন ধরণের ও কেমন ফলাফল দেবে। মেডিটেশনের সময় মনকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয় কিংবা চিন্তার গোটা প্রবাহকে নির্দিষ্ট একটি দিকে প্রবাহিত করানো হয়, এসময় কথা বলা যায় না, যার ফলে বাহ্যিকভাবে মেডিটেশন করলে কিছু উপকারীতা পাওয়া যায়, যেমন–মন চিত্তবিক্ষেপ, অকারণ উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়, মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, চিন্তা করার সামর্থ্য বাড়ে এবং সাথে সাথে কিছু শরীরবৃত্তীয় উপকারীতাও হাসিল হয়। এ কারণেই আধুনিক যুগের ব্যতিব্যস্ত মানুষদের কাছে টেনশন থেকে বাঁচা ও মানসিক প্রশান্তি লাভের এক অনন্য মাধ্যম হচ্ছে মেডিটেশন।

আগেই বলেছি ধ্যান বা মেডিটেশন একটি উপকরণ। ব্যক্তির বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এর ফলাফল (outcome) নির্ভর করে। ব্যক্তি যেই ধরণের ও যেমন বিশ্বাস লালন করবে, ধ্যানের মাধ্যমে সে তেমন চিন্তার ফসলই লাভ করবে। ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে সে 'স্বয়ংব্রহ্ম' তবে সে ধ্যানের মাধ্যমে এই চিন্তার প্রতি একনিবিষ্ট হবার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকেই দৃঢ় করবে। আর এ কারণে ধ্যান কখনোই সত্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হতে পারে না, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধ্যানের মাধ্যমে যেই বাহ্যিক উপকারীতা পাওয়া যায় তা ব্যক্তিকে সত্য বোঝার জন্য মানসিকভাবে যোগ্য করে তোলে। কিন্তু চিন্তাকে পরিশুদ্ধ না করে ধ্যান করলে তা সত্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় না। আর চিন্তাকে ধ্যানমুক্ত অবস্থায় পরিশুদ্ধ করতে হয়। ধ্যান উপাসনার সহায়ক মাত্র, স্বয়ং কোনো উপাসনা নয়। এটা একটা মাধ্যম কেবল, চূড়ান্ত গন্তব্য নয়।

ইসলামে যোগ-দর্শনবিমুক্ত ধ্যানের সুযোগ আছে। এটাকে অনেক আলিম মুরাকাবার সাথে তুলনা দিয়েছেন। নিজেকে জগতের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে দৈনন্দিন কিছু সময় নিজের কর্ম-আমল, নিজের আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা, একমনে আল্লাহর যিকর করা, তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করা, নিজের ওপর তাঁর বর্ষিত নিআমতের ব্যাপারে অনুধ্যান করাই মুরাকাবা, একে কুরআনী পরিভাষায় 'তাফাক্কুর'ও বলা যায়, আর তাফাক্কুর এক প্রকারের ইবাদাত এবং ইবাদাতের প্রকৃত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কয়েক ফুট উচ্চতার এক মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম তাকে উদাসীন করে দেয় উচ্চতর সত্য থেকে, ভৌতিক চাহিদার নিম্নগামী চাপ তাকে নিজের মানবীয় সত্তার অনুভূতি থেকে কর্তিত করে এক না-মানুষে পরিণত করে।

তার জীবনে নেই কোনো উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের সাথে জীবনের নেই কোনো সামঞ্জস্য, উর্ধ্বতন কোনো তাড়না তাকে সামনে আগাতে প্ররোচিত করে না, মহৎ কোনো পরিকল্পনা তাকে ব্যস্ত রাখে না, সত্যের সেবা তার ব্রত হয় না, মানবতা তার দ্বারা কোনো উপকার পায় না। বয়স বৃদ্ধি পায় আর জীবনের ব্যর্থতার ঝুলিও ভারী হয়।

উদ্দেশ্য–আল্লাহর প্রতি ইখলাস, তাঁর প্রতি আন্তরিক অভিমুখ, একনিবিষ্টতা, আল্লাহর সাথে সার্বক্ষণিক মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ বজায় রাখা–পালনে সহায়ক। এটাও এক প্রকারের ধ্যান-ই বটে। এর মাধ্যমেও বাহ্যিকভাবে মানসিক প্রফুল্লতা আসে, চিত্তবিক্ষেপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, উদ্বেগ কম হতে থাকে, বিষণ্নতা হ্রাস পায়, আচরণে পরিশুদ্ধি আসে, চিন্তার ক্ষমতা বাড়ে। কারণ, মন যখন একনিবিষ্ট মনে কোনো কিছুর ব্যাপারে ভাবতে থাকে বাহ্যিকভাবে প্রায় তা একই ফলাফল দেয়, কিন্তু দেখার বিষয় হচ্ছে 'কি' ভাবা হচ্ছে, চিন্তার 'কোন' বীজ মনের ভূমিতে রোপণ করা হচ্ছে। ধ্যান ও মুরাকাবার মূল উদ্দেশ্য অন্তরকে একমুখী (one-pointed) করা। কিন্তু দেখার বিষয় মনকে কোনদিকে মুখ করানো হচ্ছে, কোন অভিমুখে অন্তরকে যাত্রা করানো হচ্ছে, তা কি আল্লাহর দিকে? সত্যের দিকে? নাকি সত্যের অপলাপের দিকে? বিভ্রান্তির দিকে?

মনকে আল্লাহর দিকে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট করা। আত্মসমর্পণ ও সঠিক জ্ঞানের সাথে শরীয়তের ওপর আমল করা। আন্তরিকতার সাথে নিজের দায়িত্বাদি পালন করার জন্য চেষ্টা করা। সর্বক্ষণ নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন, আমার কথা শুনছেন, আমার সকল কর্ম লিপিবদ্ধ হচ্ছে, তিনি একদিন আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। মন ও মনের ঝোঁক ও প্রবণতা যেসব ভুল স্থানে আটকে রয়েছে সেগুলোকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সঠিক স্থানে প্রতিস্থাপন করা। আশা-আকাঙ্খাকে সার্বক্ষণিকভাবে বিবেক দ্বারা বিদ্ধ করে রাখা। কামনা-বাসনাকে সর্বক্ষণ পাহারায় রাখা। চিন্তার ময়লা দূর করে চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করা। অন্তরকে সত্য ও সুন্দর দিয়ে সজ্জিত রাখা এবং এসবের মাঝেই অন্তরকে ব্যস্ত রাখা। কামনার চোখকে চেতনার আলো প্রদান করা। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সতর্কভাবে ব্যবহার করা যাতে এর মাধ্যমে কোনোপ্রকার অন্যায় বা অপব্যবহার না হয়–এই যদি হয় ধ্যানের অর্থ তবে কোনো সমস্যা নেই। বরং এই প্রকারের ধ্যান ইসলামের একান্ত কাম্য। ইসলাম চায় এ ধরণের ধ্যানই মানুষ তৈরী করতে।

আর যদি ধ্যান মানে হয় আরাম করে বসে আকাশ-কুসুম ভাবনায় মনকে ব্যস্ত রাখা, একমনে 'ওঁ' ধ্বনি উচ্চারণ করা, যোগীক চক্রের উর্ধ্বমুখী গতির কল্পনায় বিভোর থাকা–তবে এ ধরণের ধ্যানে ইসলামের আপত্তি আছে। কারণ এগুলোর মূলে রয়েছে ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত বিশ্বাস।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চুলে পাক ধরার সাথে সাথে জীবনরূপী অভিশাপ বিভীষিকার মত ধেয়ে আসে। মৃত্যু এসে গ্রাস করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে সংশয়-দ্বিধা-দুঃখ-জরা-জীর্ণময় এই জীবনের ভার বহন করে চলতে হয়।

অন্যদিকে যারা সত্যকে চেনে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য জানে, বক্রতামুক্ত সঠিক পথের অনুসরণ করে তাদের জীবনই সাফল্যমণ্ডিত। তাদের জীবন আশীর্বাদপুষ্ট। এ ধরণের লোকেরা স্বল্পায়ু হলেও তারা সফল। কেননা, তারা মৃতের মত কোনোরকমে জীবনকে কাটিয়ে দেয়নি, তারা জীবনকে সত্যিকারার্থেই 'যাপন' করেছে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে, উপকারী জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের বিতরণের মাধ্যমে, মানবতার উপকারের মাধ্যমে। তাদের জীবন দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তাদের কথায় মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়। তাদের আচার-আচরণে মানুষের উচ্চ নৈতিকতার সুবাস পায়। তাদের জীবনাদর্শ মৃত্যুর পরেও মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। জাগতিক শরীর ত্যাগের পরেও তাদের জীবনচরিত মানুষকে পথ দেখায়, অনুপ্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে, প্রাণবন্ত করে, সাহস যোগায়, আশায় বুক বাঁধতে শেখায়।

ইবনু আতা এদিকেই ইশারা করে বলেছেন, "কত দীর্ঘ জীবনের রসদ অতি সামান্য! কোনো কোনো স্বল্পায়ুর পাথেয় কতই-না সমৃদ্ধ! জীবনে বারাকাহ পেলে সে শীঘ্রই আল্লাহর এমন অনুগ্রহে ভূষিত হয় যা না ভাষায় বর্ণনা করা যায় আর না ইশারায় প্রকাশ করা যায়!"

নবী ﷺ এর দিকেই লক্ষ করুন। মাত্র ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবন, কিন্তু এই অল্প সময়েই তিনি আরবের বুকে বিপ্লব ঘটিয়ে গিয়েছেন, ভবিষ্যত বিপ্লবের সৈনিকদের তৈরী করেছেন। ইতিহাসের পদরেখা পরিবর্তন করে দিয়েছেন, পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখেছে একা একজন ব্যক্তি কীভাবে শত বছরের মূর্তিপূজা-পৌত্তলিকতা-কুসংস্কার-অনৈতিকতার জঞ্জালকে এত অল্প সময়ে পরিবর্তন করেছেন। কেবল তা-ই নয় কীভাবে বিভ্রান্তির অন্ধকারাচ্ছন্ন পঙ্কিল থেকে এক জাতিকে তিনি আলোকোজ্জ্বল বিস্তীর্ণ ভূমিতে নিয়ে এসেছেন। হতোদ্যম, অশিক্ষিত এক জাতিকে ঈমানের আলোয় আলোকিত করে তাদেরকে প্রস্তুত করেছেন ইতিহাস পরিবর্তনের গুটি হিসেবে। নিজের আখলাকী শক্তির সাথে নবুওয়্যাতের নূর ও আল্লাহর সাহায্য যুক্ত হয়ে তাঁকে আরবের একজন সাধারণ মেষপালক থেকে পরিণত করেছে সত্যের মশালবাহী সমগ্র জগতের জন্য রহমতরূপী নবী ও রাসূলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবীদের দিকে তাকালেই আমরা একই চিত্র দেখতে পারি। তাঁরাই রাসূলের যোগ্য উত্তরসূরী। ইসলামের মহানায়ক। তাদের গোটা জীবনই ঈমান ও নেক আমলের বারাকাহয় পরিপূর্ণ। সেই বারাকাহর প্রভাব আমরা আজও লক্ষ করতে পারি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমরা মুসলিম। আরবের ভূমি থেকে ইসলাম তাঁদের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে। তাঁরাই রাসূলের তিরোধানের পর সত্যের পতাকাকে উঁচিয়ে রেখেছেন। দিকে দিকে ছুটে গেছেন সত্যের বার্তা নিয়ে, হকের দাওয়াতের আহ্বান নিয়ে। মাইলের পর মাইল ভূমি জয় করেছেন, সাথে জয় করেছেন মানুষের মনও। হাজার হাজার মানুষের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হয়েছিলেন, ফলে তাঁদের জীবন বারাকাহয় পরিপূর্ণ হয়েছিলো।

এমন অনেক আলিমের কথা ইতিহাস আমাদেরকে জানায় যাদের বয়সের কোঠা পঞ্চাশও পার করতে পারেনি, কিন্তু তাঁদের বিশাল কীর্তি দেখলে মানুষ আপনমনে বলে উঠতে বাধ্য হয় 'এটা কীভাবে হলো?' কারণ তাঁরা ইসলামের আলোকে আলোকিত ছিলেন। ঈমান-ইলম-আমলের নূর তাঁদের গোটা জীবনকে এমনভাবে পরিবেষ্টিত করেছিলো যে তাঁরা তাঁদের জীবনকে এক অনন্য দৃষ্টান্তে রূপান্তর করতে পেরেছিলেন।

ইমাম গাযালীর দিকে তাকান, মাত্র ৫১ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে গেলেও তাঁর দ্বারা কীভাবে মানুষ উপকৃত হয়েছে। এমনকি অনেক মানুষ ইসলামের যেই ব্যাখ্যা মানে সেটা গাযালীরই দেওয়া, তাঁরা সেটাকেই আল্লাহর দীন ভেবে মান্য করে আসছে। তাঁর লেখা 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থ হাজার বছর যাবত মানুষকে পথ দেখিয়ে আসছে, অন্তরকে বিগলিত করে আসছে, সামনেও এর ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকবে।

ইমাম নববীর দিকে তাকান, মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যু হলেও তাঁর কীর্তি তাঁকে শতায়ুধারী বলে ভ্রমে ফেলতে বাধ্য করে। এত অল্প সময়ে এত এত গ্রন্থ লেখা আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিলো না।

সমসাময়িক যুগের ইমাম আব্দুল হাই লাখনবীর কথাই ভেবে দেখুন, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করলেও তাঁর লিখিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর জটিলতা, দৈর্ঘ্য, আলোচনার গভীরতায় যে কেউই আশ্চর্য হতে বাধ্য। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ১১৫টা বই, যার কোনো কোনোটা একাধিক খণ্ডের!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু আতা এদিকে ইশারা করে বলেছেন, "জীবনে বারাকাহ্ পেলে সে শীঘ্রই আল্লাহর এমন অনুগ্রহে ভূষিত হয় যা না ভাষায় বর্ণনা করা যায় আর না ইশারায় প্রকাশ করা যায়!" আমরা এসব মহান ব্যক্তিদের আলোচনা ও প্রশংসাই করতে পারি, কিন্তু তাঁদের বারাকাহ-কে ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। এটা সুস্বাদু খাবারের স্বাদের মত। স্বাদ চাখা ছাড়া এর প্রকৃত মর্ম অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না।

ইসলামের ইতিহাস এরকম মুবারক ব্যক্তিদের কীর্তি ও প্রশস্তিতে পরিপূর্ণ। তবে অতীতের আলোচনা ও রোমন্থন আমাদের বিন্দুমাত্রও উপকার দেবে না যদি এর থেকে আমরা শিক্ষা না নেই। আল্লাহর পথের পথিকদের এ থেকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত, তারা যাতে সত্য ও ন্যায়ের পথে, ঈমান ও আমলের পথে, ইলম ও দাওয়াতের পথে নিজেদেরকে বিলীন করে দেয়। বেশি বেশি উপকারী ইলম, মহৎ কীর্তি রেখে যায়, যা মৃত্যুর পর তাঁদের স্মরণিকা হয়ে থাকবে, কবরের অন্ধকারে আলোর বাতি হয়ে থাকবে, কিয়ামতের ময়দানে মিযানের পাল্লাকে ভারী করবে। তবেই না সেটা জীবন!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপসংহারঃ সমাপ্তি নয়, নিরন্তর পথচলা

শেষের কথা হলো আল্লাহর পথে যাত্রার কোনো শেষ নেই, নেই কোনো পরিসমাপ্তি। যতদিন মানুষের জীবন আছে, ততদিন পর্যন্তই এই যাত্রা চলতেই থাকবে। মানুষের বিকাশ ও উন্নতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, তাই আল্লাহর পথে যাত্রারও কোনো সীমা নেই।

তাছাড়া আবর্তন, বিবর্তন, অবস্থান্তর–এগুলো আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের জীবনেও অবস্থান্তর ঘটে থাকে। মানুষের অন্তর অতিশয় পরিবর্তনশীল। অন্তর একই অবস্থানে অনড় হয়ে আছে–এমনটা খুব কমই ঘটে থাকে। এ কারণে মানুষের সামনে উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই সমান সম্ভাবনা থাকে। নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, ব্যক্তিত্বকে গঠন করা, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, দিব্যনেত্রে সত্য দর্শনের কাজে কখনোই বিরাম দেওয়া যায় না। সর্বক্ষণই মানুষকে উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে থাকতে হয়। যদি কখনো অবনতি ঘটে যায়, সেক্ষেত্রেও নিজের দুর্বলতাকে দূর করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হয়। এ কারণে আত্মশুদ্ধি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া (lifelong process), জীবনভর যাকে বাস্তবায়ন করতে থাকতে হয়, যতদিন না মৃত্যু এসে হাজির হচ্ছে।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"আর আপনার প্রভুর ইবাদাত করতে থাকুন, যতক্ষণ না তোমার কাছে ইয়াকীন (মৃত্যু) উপস্থিত হয়।"[১]

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ

"অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই নিশ্চয়তার চোখে (নিশ্চিত দৃষ্টিতে) দেখবে।"[২]

---

[১] (সূরা হিজর, ১৫:৯৯)
[২] (সূরা তাকাছুর, ১০২:৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিরন্তর নিজের অন্তরের প্রতি খেয়াল রাখা হলে, ঈমান ও তাকওয়ার বোধ দ্বারা চিত্তকে পরিশীলিত করা হলে, জ্ঞান ও বুঝ দ্বারা অন্তরকে সজ্জিত করা হলে আশা করা যায় অন্তর আল্লাহর পথে নির্বিঘ্নে যাত্রা করতে থাকবে। তবুও সর্বদা সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়, যেন অনাকাঙ্খিতভাবে ঝড়ো হাওয়ার মত কোনো ঘটনা, কোনো উদ্বেগ, কোনো কষ্ট, কোনো দুশ্চিন্তা, কোনো প্রলোভন, কোনো ঝোঁক এসে অন্তরকে হেলিয়ে দিতে না পারে। এ কারণে এমনটা কখনোই মনে করা যাবে না যে, আমার যাত্রার বুঝি অন্ত হয়েছে। না, আমাদের এই যাত্রার কখনোই অন্ত হতে পারে না, কেননা আমরা কখনোই নিশ্চিত হতে পারি না যে আমরা আসলেই সফল হয়েছি, যতক্ষণ না আমরা জান্নাতে প্রবেশ করছি। আর সেটা জানা সম্ভব একমাত্র মৃত্যুর পরে। আর তাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মনে করে আল্লাহর দিকে যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। কারণ, এই পথে যাত্রা বন্ধ করা মানেই হচ্ছে ছিটকে পড়া।

হে সত্য স্বরূপ! হে জ্ঞান স্বরূপ! হে অনন্ত জ্ঞানজ্যোতি! হে অনন্ত প্রেমময় মহান সত্তা! হে নিত্য ও পূর্ণ পবিত্র! হে দোষ-পাপমুক্ত পরম সত্তা! হে আল্লাহ! আপনি নিজ গুণে এই দীনহীনকে সকল সমস্যার সত্য মীমাংসা দান করুন। সন্দেহ-সংশয়-কামনা-বাসনা-উদাসীনতা-নৈরাশ্যের অমানিশার অন্ধকার সমাচ্ছন্ন এই হৃদয়কে আপনার অতুলনীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও আলোকিত করুন। আমাদেরকে আপনার ব্যাপারে সঠিক ও নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান ও বোধ দান করুন। আপনি আমাদের সম্মুখ থেকে সংশয়-মোহ-দ্বেষের আবরণ উন্মোচন করে দিন। আমাদেরকে আপন ক্ষমার গুণে মার্জনা করে দিন। আপনার মনোনীত দীন-ধর্মের ওপর আমাদের পা দুটিকে দৃঢ় রাখুন। আপনার পবিত্র শরীয়তের ওপর আমাদেরকে আমল করার সামর্থ্য দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে পবিত্র করুন সকল প্রকার পাপ ও পাপের ইচ্ছা থেকে। আমাদের অসুস্থ অন্তরকে নিরাময় দিন, এমন নিরাময় যার পরে আর কোনো অসুস্থতার আশঙ্কা করা হয় না। আপনার পথের এই যাত্রা আমাদের জন্য মসৃণ করে দিন। পথের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিন। আমাদের মন-চিত্ত-বোধি-অন্তরাত্মাকে আপনার প্রতি অবনত করে দিন। সত্যের নিষ্কলঙ্ক আলো দিয়ে আমাদেরকে আলোকিত করুন। আমাদেরকে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হওয়ার সামর্থ্য দিন, যেন আমরা চিরন্তনভাবে সফল ও প্রকৃতার্থে মুক্তিপ্রাপ্তে পরিণত হই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

اللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

হে আল্লাহ! আপনার অদৃশ্য জ্ঞান ও সৃষ্টি জগতের ওপর আপনার ক্ষমতার (কাছে আমি আশ্রয় চাই)। আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রাখুন যতদিন আপনার জ্ঞানানুযায়ী আমার বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয়। আমাকে তখনই নিয়ে যান আপনার জ্ঞানানুযায়ী যখন চলে যাওয়াই আমার জন্য কল্যাণজনক হয়। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই যেন গোপন ও প্রকাশ্য উভয়াবস্থায় আপনাকে ভয় করে চলতে পারি। আমি আপনার কাছে চাই যেন রাগ ও সন্তুষ্টি উভয়াবস্থায় সত্য কথা বলতে পারি। আপনার কাছে চাই যেন দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয়াবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে পারি। আপনার কাছে চাই এমন অনুগ্রহ, যা কখনো শেষ হবে না। আপনার কাছে নিরবচ্ছিন্ন চক্ষু-শীতলকারী (অনুগ্রহ) চাই। আপনার কাছে চাই আমি যেন আপনার সিদ্ধান্ত খুশিমনে মেনে নিতে পারি। আপনার কাছে মৃত্যুর পর আরামদায়ক জীবন চাই। আপনার কাছে চাই (যেন পরকালে) আপনার দিকে তাকানোর মিষ্টতা (দুনিয়ায় স্মরণ রাখতে পারি)। আমি আপনার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করতে চাই যেন কোনো কষ্টদায়ক বেদনা না থাকে, না থাকে পথ-ভোলানো কোনো পরীক্ষা। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্য দিয়ে সুশোভিত করে দিন এবং আমাদেরকে বানিয়ে দিন সত্য ও সঠিক পথের পথিক ও দিশারী।[১]

---

[১] (নাসাঈ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ:

১. নফসের বিরুদ্ধে লড়াই
লেখক: মাহমুদ বিন নূর
পৃষ্ঠা: ১৪৪
মুদ্রিত মূল্য: ২২০ টাকা

২. অপেক্ষার শেষ প্রহর
লেখক: আদিব সালেহ
পৃষ্ঠা: ১৪৪
মুদ্রিত মূল্য: ২০০ টাকা

৩. মখমলী ভালোবাসা
লেখক: ড. কারিম আশ-শাযিলী
অনুবাদক: রুকাইয়া নাবরুরা
পৃষ্ঠা: ২২০
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০ টাকা

৪. শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই
লেখক: মাহমুদ বিন নূর
পৃষ্ঠা: ১৪৪
মুদ্রিত মূল্য: ২২০ টাকা

৫. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ: মিথ বনাম বাস্তবতা
লেখক: মুসা আল হাফিজ
পৃষ্ঠা: ১২০
মুদ্রিত মূল্য: ১৮৫ টাকা

৬. বিভ্রম
লেখক: ইয়ামিন সিদ্দিক নিলয়
পৃষ্ঠা: ১৫২
মুদ্রিত মূল্য: ২১০ টাকা

৭. আর ছাড়বো না নামায
লেখক: মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন
পৃষ্ঠা: ৫৬
মুদ্রিত মূল্য: ৮০ টাকা

৮. ভাবনায় পরকাল
লেখক: মোরশেদা কাইয়ুমী
পৃষ্ঠা: ১২৮
মুদ্রিত মূল্য: ১৭৫ টাকা

৯. জীবনের আয়না
লেখক: মাহমুদ বিন নূর
পৃষ্ঠা: ১৭৬
মুদ্রিত মূল্য: ২৫০ টাকা

১০. স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা
লেখক: মাহমুদ বিন নূর
পৃষ্ঠা: ১৪৪
মুদ্রিত মূল্য: ২০০ টাকা

১১. নবিজির (স.) তিলাওয়াত
লেখক: শাইখ হামদান আল-হুমাইদি
অনুবাদক: সালিম আব্দুল্লাহ
পৃষ্ঠা: ১২৮
মুদ্রিত মূল্য: ১৮০ টাকা

১২. প্রাক্টিসিং মুসলিম
লেখক: নাদিউজ্জামান রিজভী
পৃষ্ঠা: ২৮৮
মুদ্রিত মূল্য: ৩৮০ টাকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখক পরিচিতি

লেখক হিসেবে পরিচয় দেবার মত কেউ নই আমি। জন্ম গ্রামের বাড়ি নড়াইলে। বেড়ে ওঠা ঢাকায়। স্নাতক শেষ করেছি হিসাববিজ্ঞান বিভাগে। এখন এ বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করছি।

লেখালেখিটা আসলে আমার পেশা নয়, শখও নয়। কারণ, লেখালেখিকে পেশা বা শখ হিসেবে নেওয়ার কোনো বিষয় আমি মনে করি না। নিজে যাকে সত্য বলে মনে করি তা জানানোর জন্যই মূলত লেখালেখি। এটাকেই আমি লেখালেখির আদর্শ বলে মনে কররি। যতদিন আল্লাহ হায়াত রাখেন ততদিন লিখে যাবো, যদি নিজে জেনে থাকি তো।

লেখালেখির যাত্রাটা খুব বেশিদিনের নয়। সাড়ে তিন কি চার বছরের মত। সেই সুবাদে কিছু বই বেরিয়েছে আর কিছু বের হওয়ার অপেক্ষায়, যার বেশিরভাগই অনুবাদ, অল্পকিছু মৌলিকও আছে। 'ইসলাম একমাত্র দ্বীন' 'বিয়ে করিয়ে দিন', 'বাসবো না আর ভালো', 'সত্যকথন (সংকলন)', 'সূরা আসর সফলতার মাপকাঠি (অনুবাদ)', 'অভিশপ্ত রঙধনু (অনুবাদ)', 'আর ছাড়বো না নামায' (মৌলিক) 'হেদায়াতের সূচনা (অনুবাদ)', 'নৈতিকতা: কুরআনী দৃষ্টিকোণ (অনুবাদ)' নামক বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো কিছুকে আলোকমণ্ডিত হয়ে দুনিয়ার বুকে প্রকাশিত হতে হলে তাকে নির্দিষ্ট সময় যাবত অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে থাকতে হয়, এটাই জগতসংসারের সাধারণ নিয়ম, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার মৌলিক একটি মূলনীতি। বটবৃক্ষ তখনই সুবিশাল ছায়াদার আশ্রয়ে পরিণত হতে পারে যখন তার বীজ মৃত্তিকার আঁধারে লুকিয়ে থাকে। অসংখ্য সম্ভাবনাময় মানুষকেও কর্মময় পৃথিবীতে এসে নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের আগে নির্দিষ্ট সময় যাবত মায়ের গর্ভে থাকতে হয়। আলো পেতে হলে অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকে প্রস্তুত হতে হয়, ফলদায়ী বৃক্ষকেও মাটির ভেতরের অন্ধকার চিরে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, পরিচিতির আগে নিঃসঙ্গতাকে বরণ করতে হয়, পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে হলে ধৈর্যসহকারে নির্দিষ্ট কাজে স্থবির রাখতে হয়।

রাইয়ান প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা,
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮১০০৪৭৭৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com